পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 53 Thursday, 22 January, 2026 ❋ ৩১ বর্ষ, ৫৩ সংখ্যা ❋ ৮ মাঘ ১৪৩২, বৃহস্পতিবার, ২২ জানুয়ারি ২০২৬ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য– ৩ টাকা

সিভিল সার্ভিস অফিসারদের পাশে মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২১ জানুয়ারিঃ ভোটের মুখে 'রাজ্য প্রশাসনের ভিত আরও মজবুত' করতে বড় সিদ্ধান্ত নিল নবান্ন। ডব্লিউবিসিএস ক্যাডারের অফিসারদের কেরিয়ার অ্যাডভান্টেজ বাড়াতে এক ধাক্কায় একাধিক উচ্চপদ সৃষ্টিতে ছাড়পত্র দিল রাজ্য সরকার। প্রশাসনিক সূত্রের দাবি, এই সিদ্ধান্তে যেমন রাজ্যের সিভিল সার্ভিস ক্যাডারের প্রোমোশন-চ্যানেল প্রশস্ত হল, তেমনই শীর্ষ প্রশাসনে রাজ্য ক্যাডারের উপস্থিতি ও প্রভাব আরও দৃঢ় হল। রাজনৈতিক মহলের মতে, নির্বাচনের আগে এটি স্পষ্ট বার্তা-রাজ্য ক্যাডারের পাশে রয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকার। প্রমোশনের সুযোগের অভাব ও মহার্ঘ ভাতা তথা ডিএ-র বিষয়টি নিয়ে সিভিল সার্ভিস ক্যাডারের অফিসারদের মধ্যেও গত কয়েক বছর ধরে অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হয়ে রয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের সঙ্গে তাঁদের মহার্ঘ ভাতার ফারাক বিস্তর। প্রমোশনের সুযোগ বাড়লেও সেই ফারাক মিটবে না। এহেন পরিস্থিতিতে ভোটের মুখে নবান্নর এই পদক্ষেপ 'তুষ্টিকরণের' চেষ্টা বলেও সমালোচনা শুরু হয়েছে। অনেকে এও বলছেন, এক শ্রেণির আইএএস অফিসার যখন সরাসরি নির্বাচন কমিশন বা কেন্দ্রের নির্দেশে কঠোর অবস্থান নিয়ে কাজ করছেন, তখন কৌশলগত ভাবে রাজ্য তার নিজের অফিসারদের সঙ্গে আস্থার সম্পর্ক বাড়ানোর চেষ্টা করছে। বুধবার তথা ২১ জানুয়ারি জারি হওয়া বিজ্ঞপ্তিতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পার্সোনেল অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিফর্মস দফতর জানিয়েছে, ডব্লিউবিসিএস ক্যাডারে যুগ্ম সচিব স্তরে ১০০টি এবং বিশেষ সচিব তথা স্পেশাল সেক্রেটারি স্তরে ৪০টি অতিরিক্ত পদ তৈরি করা হচ্ছে। নতুন পদগুলি কার্যকর হবে ২০১৯ সালের রোপা রুল অনুযায়ী নির্ধারিত পে-লেভেলে। জয়েন্ট সেক্রেটারি ও সমতুলঃ আগে অনুমোদিত ছিল ২৫০টি পদ। নতুন করে ১০০টি যুক্ত হওয়ায় মোট পদের সংখ্যা দাঁড়াল ৩৫০। স্পেশাল সেক্রেটারি ও সমতুলঃ আগে ছিল ১০০টি পদ। ৪০টি নতুন পদ যুক্ত হয়ে মোট হল ১৪০। ফলে ডব্লুবিসিএস ক্যাডারের শীর্ষ স্তরে প্রোমোশনের পথ এক ধাক্কায় অনেকটাই চওড়া হল। নবান্নের এক কর্তার কথায়, বলা যেতে পারে গলি থেকে রাজপথে পরিণত হল। একই নির্দেশে অ্যাডিশনাল সেক্রেটারি স্তরেও পদবৃদ্ধির সুযোগ রাখা হয়েছে। নতুন করে বাড়ানো জয়েন্ট সেক্রেটারি পদের মোট সংখ্যার ৪০ শতাংশ, অর্থাৎ ১৪০টি পদ, কনভার্সনের মাধ্যমে অ্যাডিশনাল সেক্রেটারি স্তরে উন্নীত করা যাবে।

রেখে দিলে আলসার, বাড়তে দিলে ক্যান্সার অভিষেক

নিজস্ব প্রতিনিধি, পুরুলিয়া, ২১ জানুয়ারিঃ পুরুলিয়া থেকে অতীত-বর্তমানের তুলনা টেনে উন্নয়ন ও শান্তির খতিয়ান তুলে ধরে এবারের ভোটে পুরুলিয়াকে বিজেপি শূন্য করার ডাক দিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সভামঞ্চ থেকেই ২০১১ সালের আগে পুরুলিয়ার অশান্ত অতীতের ছবি তুলে ধরেন তিনি। যোগাযোগ ব্যবস্থা-সহ একাধিক উন্নয়ন প্রকল্পের কথা মনে করানোর পাশাপাশি জঙ্গলমহলে একসময়কার মাওবাদী নাশকতার প্রসঙ্গ টেনে অভিষেকের দাবি, সেই ভয়াল দিন পেরিয়ে আজ এলাকায় শান্তি ও স্বাভাবিক ছন্দ ফিরেছে। কটাক্ষের সুরে অভিষেক বলেন, ''বাম আমলে পুলিশের এমন অবস্থা ছিল যে সকাল ১০টাতেও থানা থেকে বেরোতে ভয় পেত। আজ সেই ছবি বদলেছে।'' তার পরেই মোদি-শাহকে নিশানা করে আরও তীব্র আক্রমণ। অভিষেক স্মরণ করান, ১৯৯৮ সালে ঝালদায় তৃণমূলের জেতা প্রধানকে সিপিএমের হাতে খুন হতে হয়েছিল। প্রশ্ন তোলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষমতায় আসার পর কটি মাওবাদী নাশকতা হয়েছে, কজন মানুষের প্রাণ গিয়েছে? তাঁর কটাক্ষ, ''মোদিবাবু, অমিত শাহ, জ্যোতির্ময় সিং মাহাত (পুরুলিয়ার সাংসদ)-যাঁরা আজ বড় বড় ভাষণ দেন, ২০১১ সালের আগে পুরুলিয়ার মাটিতে তাঁদের টিকিটা খুঁজে পাওয়া যেত না। আজ এসে শান্তি-শৃঙ্খলার কথা বলছেন! মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় না থাকলে আজও মাওবাদী-সিপিএমের বোমা-বন্দুকের নীচে মাথা নিচু করেই বাঁচতে হত!'' বাম থেকে বিজেপিতে রূপান্তর নিয়েও আক্রমণ শানান তৃণমূল নেতা। তাঁর দাবি, পুরুলিয়ায় যাঁরা বাম ছিলেন, তাঁরাই এখন বিজেপি। ট্রাফিক সিগন্যালের উদাহরণ টেনে অভিষেক বলেন, লাল মানে থামো, গেরুয়া মানে ধীরে চলো, আর সবুজ মানে এগিয়ে চলো। বাম

আমলের 'হার্মাদ'দের এখন বিজেপির 'জল্লাদ' বলে কটাক্ষ করে তাঁর মন্তব্য, 'নতুন বোতলে পুরনো মদ'। নিজের দাবির স্বপক্ষে একাধিক প্রাক্তন সিপিএম নেতার নামও উল্লেখ করেন তিনি, যাঁরা বর্তমানে বিজেপির নেতৃত্বে। অভিষেক বলেন, ''বিজেপির ছাইপাশ যে কটা আছে, তাদের রেখে দিলে আলসার আর বাড়তে দিলে ক্যানসার।'' এর পরেই পুরুলিয়ার বিজেপি সাংসদ জ্যোতির্ময় সিং মাহাতকে সরাসরি নিশানা করেন অভিষেক। মোদি সরকারের ১১ বছরে সাংসদ হিসেবে এলাকার জন্য কী উন্নয়ন হয়েছে-সে প্রশ্ন তোলেন তিনি। বিশেষ করে রেলের হালচাল নিয়েও কটাক্ষ করেন। চক্রধরপুর এক্সপ্রেস, পুরুলিয়ার এক্সপ্রেসের মতো গুরুত্বপূর্ণ ট্রেনগুলির নিয়মিত ৮-১০ ঘণ্টা দেরিতে চলার প্রসঙ্গ তুলে অভিষেক বলেন, ''একটা ট্রেনই যদি সময়ে হাওড়া পৌঁছাতে না পারে, তা হলে এত বছরে সাংসদ কী করলেন? ট্রেন লেটের সমস্যা নিয়েও যাঁর কোনও উদ্যোগ নেই, তিনি নাকি উন্নয়নের কথা বলবেন?'' একই সঙ্গে অভিষেক বলেন, নির্বাচনের তিনমাসের মধ্যে পুরুলিয়ায় এই ট্রেনের লেট রান আমরা বন্ধ করবই। রাত ১০টার ট্রেনে পরের দিন ভোরে পৌঁছবে, এ জিনিস বরদাস্ত করব না। আসন্ন বিধানসভা ভোটে জেলার ৯টি বিধানসভা আসনে বিজেপিকে 'শূন্য' করার ডাক দেন অভিষেক। জানান, এক মাস পর আবার পুরুলিয়ায় আসবেন। যে অঞ্চলে যেতে বলা হবে, সেখানেই যাবেন। পাশাপাশি, যাঁরা তৃণমূলকে 'বাংলাদেশি' বলে দাগিয়ে দিয়েছেন, তাঁদের ভোটের মাধ্যমেই শিক্ষা দেওয়ার আহ্বান জানান তিনি। চতুর্থবারের তৃণমূল সরকার গঠনে পুরুলিয়াকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেওয়ার আহ্বান জানিয়ে অভিষেক বলেন, ''আমি এক কথার ছেলে। জানি এখানকার মানুষের অনেক দাবি এখনও পূরণ হয়নি। তবে কথা দিয়ে যাচ্ছি, পুরুলিয়ার সব আসনে তৃণমূল জিতলে ৬ মাসের মধ্যে আপনাদের সব দাবি পূরণের চেষ্টা করব।'' এখানেই না থেমে ভোটের সময় বিজেপি টাকা দিতে এলে কী করতে হবে, তাও বাতলে দেন অভিষেক। সভায় উপস্থিত মানুষের উদ্দেশে বলেন, ''ভোটের সময় বিজেপি টাকা দিতে এলে দর কষাকষি করবেন! এক হাজার টাকা দিতে এলে ১০ হাজার চাইবেন। পদ্ম ফুল থেকে টাকা নিয়ে জোড়া ফুলে ভোট দিন, যাতে ভোট বাক্স খুললে ওরা চোখে সর্ষে ফুল দেখে!''

আজ ৪৯তম কলকাতা বইমেলার উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিধাননগর, ২১ জানুয়ারিঃ বারুদের গন্ধ নয়। বরং ছাপার অক্ষরে ছড়িয়ে পড়ছে নতুন বইয়ের সুগন্ধ। যুদ্ধের ময়দান থেকে বিরতি নিয়ে পাঠকের ময়দানে মুখোমুখি হচ্ছে রাশিয়া-ইউক্রেন। সে।জন্যে কলকাতা বইমেলা। তারা শুধু নয়। ১৫ বছর পর কলকাতা বইমেলায় আসছে চিনও। শেষবার চিনকে দেখা গিয়েছিল ২০১১ সালে। এবার ফিরে এল। মেলার তালিকায় গরহাজির শুধু আমেরিকা। ডোনাল্ড ট্রাম্পের দেশ এবার এল না। তবে চিন-রাশিয়ার উপস্থিতি ভারতের কূটনৈতিক ভাষ্যে নতুন ইঙ্গিত জুড়ে দিল আবার। জানা গিয়েছে, একেবারে শেষ মুহূর্তে চিন উপস্থিত থাকার বিষয়টি জানিয়েছে গিল্ডকে। ২০টি দেশ আসার কথা ছিল। চিন সংযোজিত হওয়ায় সে তালিকা কলেবরে বৃদ্ধি পেল। এবার বইমেলায় উপস্থিত ২১টি দেশ। আগামী কাল, বৃহস্পতিবার ৪৯তম আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলার সূচনা। বিকেল চারটেয় সল্টলেকে মেলার উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মেলা চলবে ৩ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। এখন শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি চলছে। এদিন দমকল মন্ত্রী সুজিত বসু মেলাপ্রাঙ্গণ পরিদর্শন করেন। বিকেলে হয় 'কার্টেন রেইজার' অনুষ্ঠান। সেখানে পাবলিশার্স অ্যান্ড বুক সেলার্স গিল্ডের সভাপতি সুধাংশুশেখর দে, সাধারণ সম্পাদক ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায়, যুগ্ম সম্পাদক শুভঙ্কর দে সহ গিল্ডের অন্যান্য কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। ত্রিদিববাবু এবং সুধাংশুবাবু বলেন, ''চিন আসছে। এটা আমাদের কাছে বড়ো খবর। ওরা এর আগে একাধিকবার বইমেলায় এসেছে। তবে ২০১১ সালের পর আসেনি। ২০২৬ সালে আবার আসছে। আমরা স্বাগত জানাচ্ছি।'' এবার মোট ২১টি দেশ উপস্থিত হচ্ছে। লিটল ম্যাগাজিন, দেশ-বিদেশ মিলিয়ে স্টলের সংখ্যা হাজারেরও বেশি। প্রসঙ্গত আমেরিকার সঙ্গে শুল্ক লড়াইয়ের মধ্যেই চিনের তিয়ানজিনে গিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সেখানে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট এবং চিনের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে বৈঠক করেছিলেন। প্রতিবার আমেরিকাকে বইমেলায় দেখা যায়। এবার উল্লেখযোগ্য তারা আসছে না। এ বিষয়ে ত্রিদিববাবু বলেন, ''আমেরিকা আমাদের জানিয়েছে তারা এবার আসতে পারছে না। আমরা আশা করছি পরেরবার তাদের আবার পাব।'' অন্যদিকে বইমেলায় মেট্রো, বাস, ক্যাব, অ্যাপবাইক ছাড়াও স্থানীয়স্তরের

যোগাযোগের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হল অটো এবং রিকশ। বইমেলার সময় কেউ যাতে অতিরিক্ত ভাড়া না নেয় সে বিষয়ে গিল্ডের পক্ষ থেকে পুলিশকে জানানো হয়েছে। গিল্ডের সভাপতি সুধাংশুবাবু বলেন, ''ভাড়ার তালিকা যাতে নির্দিষ্ট করা হয়, সে ব্যাপারে আমরা বিধাননগর কমিশনারেটের কাছে অনুরোধ করেছি।'' বুধবার সাংসাদিক সম্মেলনে গিল্ডের সাধারণ সম্পাদক ত্রিদিব চট্টোপাধ্যায় এবং সভাপতি সুধাংশুশেখর দে জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবার বিকেল ৪টেয় ৪৯তম আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলার উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবছর কলকাতা বইমেলার ফোকাল থিম কান্ট্রি আর্জেন্টিনা। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন আর্জেন্টিনার বিশিষ্ট সাহিত্যিক গুস্তাবো কানসোব্রে এবং ভারতে নিযুক্ত আর্জেন্টিনার রাষ্ট্রদূত মারিয়ানো কাউসিনো। বিশিষ্ট সাহিত্যিক স্বপ্নময় চক্রবর্তী এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিভিন্ন দফতরের মন্ত্রীরাও উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে থাকবেন। আর এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্বপ্নময় চক্রবর্তীর হাতে গিল্ডের জীবনব্যাপী সাহিত্য সম্মান পুরস্কার তুলে দেবেন মুখ্যমন্ত্রী। পুরস্কার মূল্য ২ লক্ষ টাকা। বইমেলায় কলকাতা লিটারেচার ফেস্টিভ্যাল আয়োজিত হবে ২৪ ও ২৫ জানুয়ারি। এই উৎসবের সূচনা করবেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক অমিতাভ ঘোষ এবং চিত্রপরিচালক গৌতম ঘোষ। গৌতম ঘোষের হাতে 'সমরেশ মজুমদার পুরস্কার' তুলে দেবেন অমিতাভ ঘোষ। এসবিআই অডিটোরিয়ামে কলকাতা লিটারেচার ফেস্টিভ্যালে বিভিন্ন আলোচনায় অংশ নেবেন বিশিষ্টজনরা। সাহিত্যিক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, প্রচেত গুপ্ত, দেবারতি মুখোপাধ্যায়রা যেমন থাকবেন। তেমনই চন্দ্রিল ভট্টাচার্য, উল্লাশ মল্লিক এবং শ্রীজাতরাও কলকাতা লিটারেচার ফেস্টিভ্যালে আলোচনায় অংশ নেবেন। ২৫ জানুয়ারি সন্ধেয় অনুপম রায় অনুষ্ঠান করবেন। সাহিত্য জগতে তাঁর পথ চলা নিয়ে কিরণ দেশাই আলোচনা করবেন সন্দীপ রায়ের সঙ্গে। গিল্ডের তরফে বলা হয়েছে, বইমেলা সবার। বই সেতুবন্ধন করে। এই আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলা এই শহরের, রাজ্যের এবং দেশের গর্ব। গত বছর বইমেলায় ২৭ লক্ষের বেশি বইপ্রেমী পা রেখেছিলেন। এবার সেই সংখ্যা ছাড়িয়ে যাবে বলে আশাবাদী গিল্ড। এদিকে, ১৪ বছর পর এবার কলকাতা বইমেলায় স্টল দিচ্ছে চিন। আগামী ৩ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এবছর বইমেলা চলবে।

সাধারণতন্ত্র দিবস উপলক্ষে যৌথ জঙ্গি হামলার ছক কষেছে পাকিস্তান ও পাঞ্জাবি গ্যাংস্টাররা

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ২১ জানুয়ারিঃ ২৬ জানুয়ারির আগে বা ওই দিনেই বড়সড় জঙ্গি হামলার আশঙ্কায় বুধবার দিল্লি জুড়ে হাই অ্যালার্ট জারি করেছে নিরাপত্তা সংস্থাগুলি। গোয়েন্দা সূত্রে খবর, এই সম্ভাব্য হামলার সাঙ্কেতিক নাম রাখা হয়েছে '২৬-২৬'। সূত্র জানাচ্ছে, জঙ্গিরা অযোধ্যার রামমন্দির এবং জম্মুর রঘুনাথ মন্দির সহ একাধিক ধর্মীয় স্থান ও শহরকে নিশানা করতে পারে। নিরাপত্তা সংস্থার দাবি, এই হামলার ছক কষা হচ্ছে পাকিস্তানের গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই-এর ফন্দিতে। জইশ-ই-মহম্মদ এবং পাঞ্জাবভিত্তিক গ্যাংস্টারদের সাহায্য নিয়ে এই চক্রান্ত করা হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে। উল্লেখযোগ্যভাবে, গত নভেম্বর মাসে লালকেল্লার বাইরে যে গাড়িবোমা হামলায় ১৫ জনের মৃত্যু হয়েছিল, তার পিছনেও জইশ-ই-মহম্মদের হাত ছিল বলে তদন্তে উঠে এসেছে। সাধারণতন্ত্র দিবস উদ্যাপনের আগে দিল্লি ও এনসিআর-এর বিভিন্ন এলাকায়, বিশেষ করে বাসস্ট্যান্ড ও রেল স্টেশনের মতো ঢোকা ও বেরনোর পয়েন্টে সন্দেহভাজন জঙ্গিদের পোস্টার টাঙানো হয়েছে। এই তালিকায় রয়েছে দিল্লির চৌহান বাঙ্গের বাসিন্দা মহম্মদ রেহান। ২০১৬ সালে উত্তরপ্রদেশের সম্ভলে আল কায়েদার একটি মডিউল ধরা পড়ার পর থেকেই সে গা ঢাকা দিয়েছে। তালিকায় আরও রয়েছে মহম্মদ উমর, আবু সুফিয়ান, মহম্মদ শাহিদ ফয়জল, সৈয়দ আরশিয়া এবং শারজিল আখতার। প্রতি বছরই সাধারণতন্ত্র দিবসের আগে সতর্কতা জারি থাকে, তবে এ বছর গোয়েন্দা সতর্কবার্তার পর নজরদারি আরও বাড়ানো হয়েছে। বিশেষ করে খলিস্তানি জঙ্গি সংগঠনগুলির সম্ভাব্য হামলা এবং পাঞ্জাবের অপরাধী চক্রকে 'ফুট সোলজার' হিসেবে ব্যবহার করার আশঙ্কা নিয়ে নিরাপত্তা সংস্থাগুলি উদ্বিগ্ন। সাম্প্রতিক রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে, কাশ্মীরভিত্তিক রেজিস্ট্যান্স ফ্রন্টের সঙ্গে যুক্ত একটি জঙ্গি ইউনিট 'ফ্যালকন স্কোয়াড'-এর হুমকিও গুরুত্বের সঙ্গে দেখা হচ্ছে। এই সংগঠনটিকে লস্কর-ই-তোইবা-রই একটি শাখা বলে মনে করা হয়। ২০১৯ সালে জম্মু ও কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা বাতিল হওয়ার পর এই গোষ্ঠীর সক্রিয়তা বেড়েছে। গত বছরের এপ্রিলে পহলগাঁমে যে ভয়াবহ হামলায় ২৬ জন নিহত হন, তাঁদের বেশিরভাগই ছিলেন সাধারণ নাগরিক। তার পিছনেও এই গোষ্ঠীর হাত ছিল বলে জানান তদন্তকারীরা। সেই হামলার পর ভারত চালিয়েছিল সামরিক অভিযান 'অপারেশন সিঁদুর'। গত সপ্তাহে লস্কর-ই-তোইবার এক শীর্ষ কমান্ডার প্রকাশ্যে ঘৃণামূলক বক্তব্য রেখে জম্মু ও কাশ্মীরে হিংসায় উসকানি দেয়। পাক অধিকৃত কাশ্মীর-এ হওয়া এক অনুষ্ঠানের ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে, যেখানে আবু মুসা কাশ্মীরি-কে বলতে শোনা যায়, হিন্দুদের গলা কেটে তবেই স্বাধীনতা আসবে। গোয়েন্দা সংস্থার দাবি, পহলগামে হামলার আগেও একই ধরনের বক্তব্য দিয়েছিল এই জঙ্গি নেতা। ফলে নতুন এই ভিডিওটিকে আরও বড় কোনও জঙ্গি ষড়যন্ত্রের ইঙ্গিত হিসেবেই দেখা হচ্ছে।

রাজ্যকে ৪৮ ঘণ্টা সময় দিল ক্যাট

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২১ জানুয়ারিঃ আগামী ৩১ জানুয়ারি ভারপ্রাপ্ত ডিজি রাজীব কুমারের কর্মদিবসের শেষ দিন। তার আগেই সেন্ট্রাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ট্রাইবুনাল নির্দেশিকা দিল রাজ্য সরকারকে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে ২৩ জানুয়ারি ২০২৬-এর মধ্যে ই-মেল ও বিশেষ বাহকের মাধ্যমে ইউপিএসসিতে ডিজিপি পদে এমপ্যানেলমেন্টের প্রস্তাব পুনরায় জমা দিতে হবে। ইউপিএসসিকে ২৮ জানুয়ারি ২০২৬-এর মধ্যে এমপ্যানেলমেন্ট কমিটির বৈঠক ডেকে প্রযোজ্য নির্দেশিকা অনুযায়ী প্যানেল প্রস্তুত করে ২৯ জানুয়ারি ২০২৬-এর মধ্যে রাজ্যকে পাঠাতে হবে।.প্যানেল পাওয়ার পর রাজ্য সরকারকে দ্রুততম সময়ে নিয়োগ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নিতে হবে। অর্থাৎ আগামী পরশুর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের ডিজি নিয়োগ নিয়ে ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন (ইউপিএসসি)-কে

প্রস্তাব পাঠাতে হবে রাজ্যকে। বুধবার আইপিএস রাজেশ কুমারের মামলার প্রেক্ষিতেই ক্যাটের এই প্রস্তাব। এর আগে স্থায়ী ডিজি ছিলেন মনোজ মালব্য ২০২৩ সালে ডিসেম্বর মাসে অবসর নেন। কিন্তু তারপর রাজ্য সরকার কোনো প্যানেল না পাঠিয়ে রাজীব কুমারকে ভারপ্রাপ্ত ডিজি করে। ফলে ইউপিএসসি, ২০২৩ র ডিসেম্বর থেকে এখনও পর্যন্ত 'ডেট অব ভেকেন্সি' মনে করছে। কারণ বর্তমান প্রেক্ষাপটে রাজ্য সরকার ২০২৫ এ প্যানেল পাঠায় দুবার। কিন্তু দু বারের প্যানেল গ্রহণ না করে সুপ্রিম কোর্টের পরামর্শ নিতে বলে ইউপিএসসি। নিজেরা সিদ্ধান্ত নিতে না পারায় ইউপিএসসি কেন্দ্রের অ্যাটর্নি জেনারেল আর ভেঙ্কটরামানির দ্বারস্থ হয়েছিল। অ্যাটর্নি জেনারেলের পরামর্শ, রাজ্য সরকারকে আগে সুপ্রিম কোর্ট থেকে অনুমতি আনতে হবে। শীর্ষ আদালত যদি অনুমতি দেয়, তবেই ইউপিএসসির উচিত পদক্ষেপ করা। তার আগেই ক্যাটের আজকের নির্দেশ।

শহরে আসছেন ইডি ডিরেক্টর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২১ জানুয়ারিঃ আইপ্যাক কাণ্ডের পর এবার কলকাতায় আসছেন ইডি ডিরেক্টর রাহুন নবীন। ৩ ফেব্রুয়ারি সুপ্রিম কোর্টে আইপ্যাক মামলার শুনানি। তার আগে বৃহস্পতিবারই শহরে আসছেন ইডি ডিরেক্টর। সূত্রের খবর, রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করতে পারেন তিনি। ইডি ডিরেক্টরের সঙ্গে রাজ্যে আসছেন আরও তিন আইনি পরামর্শদাতা। সূত্র মারফত জানা যাচ্ছে, ইডি আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলবেন রাহুল নবীন। বৈঠক হতে পারে সিবিআই-এর সঙ্গেও। একদিনের সফরে কলকাতায় আসছেন তিনি। কিন্তু আইনি বিশেষজ্ঞদের একাংশের মতে, যে সময়ে তিনি রাজ্যে আসছেন, সেটা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ডিরেক্টর হওয়ার পর এই প্রথম তাঁর কলকাতায আসা। উল্লেখ্য, আইপ্যাক কর্তা প্রতীক জৈনের বাড়িতে ও অফিসে সেদিন যে সমস্ত আধিকারিক, অফিসাররা তল্লাশিতে গিয়েছিলেন, তাঁদের সঙ্গেও বৈঠক করবেন বলে সূত্রের খবর। এই বৈঠকের পোশাকি নাম দেওয়া হয়েছে 'রিভিউ মিটিং'। ফলে এক্ষেত্রে আরও একাধিক যে মামলা রয়েছে, তারও স্ট্যাটাস জানার চেষ্টা করবেন ডিরেক্টর। আইপ্যাকের অফিস ও প্রতীক জৈনের বাড়িতে তল্লাশি চালানোর সময় পুলিশ নিয়ে পৌঁছে গিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই ঘটনা থেকেই মামলার সূত্রপাত।

স্বাস্থ্যভবনের কর্তাদের সঙ্গে বৈঠকের পরই অবস্থান প্রত্যাহার! 'কর্মবিরতি চলবে', সাফ জানালেন আশাকর্মীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২১ জানুয়ারিঃ স্বাস্থ্যভবন অভিযানে বাধা পেয়ে কলকাতা পুরসভার সামনে-সহ একাধিক জায়গায় অবস্থানে বসেছিলেন আশাকর্মীরা। তা নিয়ে দুপুর থেকে উত্তপ্ত কলকাতার প্রাণকেন্দ্র ধর্মতলা। স্বাস্থ্যভবন চত্বর-সহ একাধিক জায়গায় ধুন্ধুমার পরিস্থিতি তৈরি হয়। অবশেষে বিকেলে কলকাতা পুরসভার সামনের অবস্থান প্রত্যাহার করেন বিক্ষুব্ধরা। যদিও স্বাস্থ্যভবন চত্বরে অবস্থান চলছে বলেই খবর। তবে কর্মবিরতি চলবে বলেই সাফ জানালেন আশাকর্মীরা। পাশাপাশি আগামিকাল অর্থাৎ বৃহস্পতিবার রাজ্যজুড়ে পালিত হবে ধিক্কার দিবস। কলকাতা পুরসভার সামনের অবস্থান প্রত্যাহার করলেন বিক্ষুব্ধরা। তবে কর্মবিরতি চলবে বলেই সাফ জানালেন আশাকর্মীরা। পাশাপাশি আগামিকাল অর্থাৎ বৃহস্পতিবার রাজ্যজুড়ে পালিত হবে ধিক্কার দিবস। বুধবার সল্টলেকের স্বাস্থ্যভবনে কর্মসূচি ছিল আশাকর্মীদের। একাধিক জেলা থেকে আসা স্বাস্থ্যভবনমুখী মিছিলের প্রতিটিতেই পুলিশ বাধা দেয়। তা উপেক্ষা করে এগিয়ে চলেন বিক্ষোভকারীরা। কোথাও কোথাও রাস্তা অবরোধ করেন। তবে পরিস্থিতি বেশি উত্তপ্ত হতে শুরু করে কলকাতায় মিছিল প্রবেশের পর। বিশেষত শিয়ালদহ থেকে ধর্মতলার দিকে যাওয়া মিছিলকে এসএন ব্যানার্জি রোডে পুলিশ ব্যারিকেড দিয়ে আটকাতে চাইলে ধুন্ধুমার পরিস্থিতি তৈরি হয়। আশাকর্মীদের সঙ্গে সংঘর্ষে বাঁধে মহিলা কনস্টেবলদের। কয়েকজনকে সেখান থেকে প্রিজন ভ্যানে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়। মিছিল কোনওক্রমে স্বাস্থ্যভবন চত্বরে পৌঁছতেই ফের পুলিশি বাধার সম্মুখীন হন আশাকর্মীরা। এরপরই তাঁরা কলকাতা পুরসভার সামনে, স্বাস্থ্যভবন চত্বর-সহ বিভিন্ন এলাকায় কলকাতা পুরসভার সামনের অবস্থান তুলে নেন আশাকর্মীরা। তাঁরা বলেন, ''স্বাস্থ্যসচিব দেখা করবেন বলে সমস্ত জেলা থেকে আশাকর্মীরা এসেছিলাম। কিন্তু পুলিশ সর্বত্র হয়েছিল। তখন জানানো হয় তিনি ছুটিতে থাকবেন। তাই ২১ তারিখ স্বাস্থ্যভবন-এ এসে দাবিদাওয়া জানাতে বলা হয়। সেই নির্দেশ মেনেই অভিযান কর্মসূচি নেওয়া

অবস্থানে বসেন। পরবর্তীতে আশাকর্মীদের ৫ প্রতিনিধির সঙ্গে বৈঠক করেন স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্তারা। সূত্রের খবর, সেখানে তাঁদের ৮ দফা দাবি নিয়ে আলোচনা হয়েছে বলেই খবর। এরপর পৌনে ছ'টা নাগাদ আটকে দিয়েছে। আমরা আজ অবস্থান তুলছি। তবে আন্দোলন চলবে। আগামিকাল ধিক্কার দিবস পালন করব।'' আন্দোলনকারীদের বক্তব্য, গত ১৫ তারিখ স্বাস্থ্যসচিবের সঙ্গে সাক্ষাতের সময় চাওয়া হয়েছিল। কিন্তু মঙ্গলবার রাত থেকেই ব্যারিকেড বসানো শুরু হয় বলে অভিযোগ। বুধবার সকালে ট্রেনে করে পৌঁছনোর পর বহু আশা কর্মীকে জিআরপি আটকে দেয়-এই পরিস্থিতিতে একাধিক স্টেশনের মধ্যেই বসে পড়েন তাঁরা। বেতন ও কাজের চাপ-এই দুই ইস্যুই আন্দোলনের কেন্দ্রে। দাবি, বর্তমানে ইনসেনটিভ-সহ সর্বোচ্চ মাসিক আয় ৫,২৫০ টাকার বেশি নয়। অথচ সময়ের সঙ্গে কাজের পরিমাণ কয়েক গুণ বেড়েছে। বিভিন্ন স্বাস্থ্য প্রকল্প বাস্তবায়নের মূল দায়িত্ব তাঁদের কাঁধেই। তাই ন্যূনতম মাসিক বেতন ১৫ হাজার টাকা করার দাবি তুলেছেন আশা কর্মীরা। শুধু বেতন নয়-আট দফা দাবির মধ্যে রয়েছে স্বাস্থ্যবিমা চালু, মাতৃত্বকালীন ছুটি নিশ্চিত করা, কর্মরত অবস্থায় মৃত্যু হলে পরিবারকে ক্ষতিপূরণ, বকেয়া একসঙ্গে মেটানো এবং চাকরির স্থায়িত্ব। পশ্চিমবঙ্গ আশা স্বাস্থ্যকর্মী ইউনিয়নের রাজ্য সম্পাদিকার বক্তব্য, অল ইন্ডিয়া ভিত্তিতে ন্যূনতম মজুরি যেখানে ২৬ হাজার টাকা, সেখানে ১৫ হাজার টাকার দাবি মোটেই অযৌক্তিক নয়। সংগঠনের নেত্রীরা আরও জানান, কর্মরত অবস্থায় কোনও আশা কর্মীর মৃত্যু হলে পরিবারকে এককালীন ৫ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। সরকারি মোবাইল ব্যবহারের জন্য ন্যূনতম সাড়ে ৩৫০ টাকার ৫জি ডেটা প্যাকেজ বরাদ্দ, নিয়মিত ছুটি ও মাতৃত্বকালীন ছুটি-এই দাবিতেও অনড় তাঁরা। উল্লেখ্য, গত বছরের ডিসেম্বরের শেষ দিকে কর্মবিরতিতে যান আশা কর্মীরা। প্রায় এক মাস পেরিয়ে গেলেও অবস্থান থেকে সরেননি। আন্দোলন ঘিরে অশান্তির আশঙ্কায় স্বাস্থ্যভবন চত্বরে নিরাপত্তা জোরদার, ব্যারিকেড ও অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন। তবু আন্দোলনকারীদের কণ্ঠে একটাই বার্তা-লড়াই চলবে, দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত পিছু হটার প্রশ্ন নেই।

বসন্ত পঞ্চমীতে কাশী বিশ্বনাথে তিলকোৎসব, বিদ্যা-বুদ্ধির আরাধনায় প্রস্তুত তীর্থনগরী

বারাণসী, ২১ জানুয়ারিঃবসন্তের আবাহনে বিদ্যা ও জ্ঞানের আরাধনায় আবারও মুখরিত হতে চলেছে কাশী। বসন্ত পঞ্চমী উপলক্ষে আগামী ২৩ জানুয়ারি উত্তর প্রদেশের বারাণসীতে কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরে পালিত হবে ঐতিহ্যবাহী তিলকোৎসব। এই তিলকোসবের মধ্য দিয়েই শুরু হবে বসন্ত উৎসবের শুভ সূচনা, যা যুগ যুগ ধরে কাশীর ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক পরম্পরার অঙ্গ হয়ে রয়েছে।মন্দির সূত্রে জানা গেছে, বসন্ত পঞ্চমীর দিন তেধিনীমের ধর্মগুরুর আবাসে বাবার পঞ্চবদন রজত প্রতিমায় তিলকোৎসব অনুষ্ঠিত হবে। বৈদিক রীতিনীতিতে সম্পন্ন এই তিলকোসব কেবল একটি ধর্মীয় আচার নয়, বরং কাশীর আধ্যাত্মিক জীবনে বসন্তের আগমনবার্তা বহন করে। এই উৎসবের মাধ্যমে শিবের কৃপা ও সরস্বতীর আশীর্বাদ একসূত্রে মিলিত হয় বলে বিশ্বাস ভক্তদের।২৩ জানুয়ারির সন্ধ্যায় সপ্তর্ষি আরতির আগে বিশেষ বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণের মাধ্যমে প্রতিমায় তিলক প্রদান করা হবে। সেই সঙ্গে অনুষ্ঠিত হবে বিদ্যার দেবী মা সরস্বতীর পূজা। কাশীর প্রাচীন রীতি অনুযায়ী, এই দিনে হলুদ বস্ত্র, হলুদ পুষ্প এবং হলুদের নানা উপাচারে পূজা করা হয়। বিশ্বাস করা হয়, বসন্ত পঞ্চমীতে এই রঙ ও উপকরণের মাধ্যমে পূজা করলে বিদ্যা, বুদ্ধি ও সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটে।কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরে বসন্ত পঞ্চমীর এই আচার ঘিরে প্রতি বছরই ভক্তদের মধ্যে আলাদা উন্মাদনা দেখা যায়। দেশ-বিদেশ থেকে আগত সাধু, সন্ন্যাসী ও সাধারণ ভক্তরা এই দিনে শিব ও সরস্বতীর দর্শনের জন্য ভি। জমান। মন্দির চত্বর সাজিয়ে তোলা হয় বসন্তের প্রতীকী হলুদ রঙে, যা প্রকৃতির সঙ্গে ধর্মীয় ভাবনার এক অনন্য মিলন ঘটায়।পঞ্জিকা অনুযায়ী, ২০২৬ সালের মাঘ মাসের শুক্লপক্ষের পঞ্চমী তিথি শুরু হবে ২৩ জানুয়ারি, শুক্রবার, এবং তা চলবে ২৪ জানুয়ারি, শনিবার রাত ১টা ৪৬ মিনিট পর্যন্ত। এই তিথির মধ্যেই বসন্ত পঞ্চমীর সমস্ত ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান সম্পন্ন হবে। পুজোর জন্য বিশেষভাবে শুভ বলে বিবেচিত অভিজিত মুহূর্ত থাকবে দুপুর ১১টা ৫০ মিনিট থেকে ১২টা ৪০ মিনিট পর্যন্ত। এই সময়েই বহু ভক্ত সরস্বতী পূজা ও তিলকোসবের সঙ্গে যুক্ত আচার পালন করবেন।কাশীর ধর্মীয় ইতিহাসে বসন্ত পঞ্চমী শুধু একটি তিথি নয়, বরং তা জ্ঞান, সংস্কৃতি ও আধ্যাত্মিকতার প্রতীক। কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরে অনুষ্ঠিত তিলকোসব সেই ঐতিহ্যকে আরও একবার নতুন করে স্মরণ করিয়ে দেয়। বসন্তের প্রথম দিনে শিব ও সরস্বতীর যুগল আরাধনার মধ্য দিয়ে কাশী আবারও প্রমাণ করে, কেন এই নগরী যুগ যুগ ধরে ' মুক্তির দ্বার' এবং ' বিদ্যার তীর্থ' হিসেবে পরিচিত জানা গিয়েছে খবর থেকে।

মণিপুরের রাজ্য প্রতিষ্ঠা দিবসে শুভেচ্ছা প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ২১ জানুয়ারি ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বুধবার মণিপুর রাজ্যের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে মণিপুরের বাসিন্দাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। তিনি বলেন, মণিপুরের মানুষ ভারতের অগ্রগতিকে সমৃদ্ধ করেছে। খেলাধূলা, সংস্কৃতি ও প্রকৃতির প্রতি এই রাজ্যের আবেগ উল্লেখযোগ্য।প্রধানমন্ত্রী সমাজ মাধ্যম এক্স হ্যান্ডেলে এক বার্তায় জানান, মণিপুরের রাজ্য প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে আমি সেই রাজ্যের আমার ভাই ও বোনেদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই। মণিপুরের মানুষ ভারতের অগ্রগতিতে অবদান রাখছেন। খেলাধুলো, সংস্কৃতি এবং প্রকৃতির প্রতি এই রাজ্যের অনুরাগ প্রশংসার যোগ্য। আগামী দিনেও রাজ্যটি যেন উন্নয়নের পথে এগিয়ে চলে, সেই প্রার্থনাও করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

কুয়োয় পড়ে যাওয়া ব্যক্তিকে উদ্ধার করল পুলিশ ও দমকল

শিলিগুড়ি, ২১ জানুয়ারি ঃ নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন সংলগ্ন নেতাজি মোড় এলাকায় বুধবার সকালে কুয়োয় পড়ে যাওয়া এক ব্যক্তিকে উদ্ধার করল পুলিশ ও দমকল বাহিনী। বর্তমানে ওই ব্যক্তি শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বুধবার ভোরে একটি কুয়োর ভেতর থেকে আর্তনাদ শুনতে পান

২০২৬ সালের নরওয়ে দাবায় প্রজ্ঞানন্দ নিশ্চিত হলেন

নয়া দিল্লি, ২১ জানুয়ারি ঃ মঙ্গলবার ভারতীয় তারকা আর প্রজ্ঞানন্দ তৃতীয়বারের মতো মর্যাদাপূর্ণ নরওয়ে দাবা টুর্নামেন্টে তার অংশগ্রহণ নিশ্চিত করেছেন।নতুন প্রজন্মের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় প্রতিভা, প্রজ্ঞানন্দ ২০২৫ সালের ফিডে সার্কিট জয়ের পর ২০২৬ সালের নরওয়ে দাবা টুর্নামেন্টের জন্য যোগ্যতা অর্জন করেন এবং বিশ্বের সেরা খেলোয়াড়দের মধ্যে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে চলেছেন।নরওয়ে দাবায় ২০২৪ সালের পর ফিরে আসার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করেছি! মঙ্গলবার সন্ধ্যায় এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে প্রজ্ঞানন্দ বলেন।নরওয়ে দাবার সিওও বেনেডিক্ট ওযেস্ট্রে স্কোগ বলেছেন, প্রজ্ঞানন্দ ২০২৪ সালে নরওয়ে দাবায় কিছু স্মরণীয় মুহূর্ত উপহার দিয়েছিলেন এবং তাকে আবার স্বাগত জানাতে পেরে আমি দারুন অনুভব করছি। ক্যান্ডিডেটদের জন্য যোগ্যতা অর্জন থেকে শুরু করে বিশ্ব মঞ্চে বড় ফলাফল অর্জন পর্যন্ত, তার ধারাবাহিকতা এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষা তাকে ভক্ত এবং প্রতিযোগীদের উভয়ের জন্যই একজন উত্তেজনাপূর্ণ খেলোয়াড় করে তুলেছে। ২০২৬ সালে টুর্নামেন্টে তিনি কী নিয়ে আসেন তা দেখার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি আমরা। প্রজ্ঞানন্দ ২০২২ সালে নরওয়ে দাবায় প্রথম তার ছাপ ফেলেছিলেন, যখন তিনি টুর্নামেন্ট জিতেছিলেন এবং টুর্নামেন্টের উদীয়মান প্রতিভাদের মধ্যে তার স্থান অর্জন করেছিলেন।২০২৪ সালে,প্রজ্ঞানন্দ নরওয়ে দাবায় ম্যাগনাস কার্লসেনের বিরুদ্ধে তার প্রথম ধ্রুপদী জয় পেয়েছিলেন- এটি একটি যুগান্তকারী মুহূর্ত যা সেরাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করার তার ক্ষমতাকে তুলে ধরে।একই বছর, তিনি দাবা অলিম্পিয়াডে ভারতের স্বর্ণপদক বিজয়ী দলের অংশ ছিলেন, ভারতীয় দাবা ইতিহাসের অন্যতম সফল অধ্যায়ে অবদান রেখেছিলেন। তার ধারাবাহিক পারফরম্যান্স তাকে কেরিয়ারের সর্বোচ্চ বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে চতুর্থ এবং সর্বোচ্চ রেটিং ২৭৮৫-এ নিয়ে গেছে।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

বেলডাঙার ঘটনার আড়ালে গভীর ষড়যন্ত্রের ইঙ্গিত, সংঘর্ষের রাজনীতি থেকে দূরে থাকার বার্তা মিঠুনের

ভাতার, ২১ জানুয়ারিঃবেলডাঙায় সাম্প্রতিক ঘটনাকে ঘিরে রাজনৈতিক উত্তাপ যখন ক্রমশ বাড়ছে, ঠিক সেই সময় তাপর্যপূর্ণ মন্তব্য করলেন অভিনেতা তথা বিজেপি নেতা মিঠুন চক্রবর্তী। পূর্ব বর্ধমানের ভাতারে এক রাজনৈতিক কর্মসূচিতে এসে মিঠুন স্পষ্ট ভাষায় জানালেন, বেলডাঙায় যা ঘটেছিল, তা আর বিচ্ছিন্ন কোনও ঘটনা নয়, ধীরে ধীরে তা একটি সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের রূপ নিচ্ছে। তাঁর এই মন্তব্যে নতুন করে রাজনৈতিক বিতর্কের ঝাঁজ বেড়েছে রাজ্য রাজনীতিতে।মঙ্গলবার ভাতারের বাতাসে দাঁড়িয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মিঠুন বলেন, বেলডাঙার ঘটনার পরবর্তী পরিস্থিতি লক্ষ্য করলে বোঝা যাচ্ছে, বিষয়টি অন্য খাতে বইয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলছে। তাঁর মতে, কোনও না কোনও অজুহাতকে সামনে রেখে দাঙ্গা বাধানোর পরিবেশ তৈরি করা হচ্ছে। এই প্রেক্ষিতেই তিনি নিজের দলের কর্মীদের উদ্দেশে স্পষ্ট বার্তা দেন-এই ধরনের ষড়যন্ত্রে যেন কেউ পা না দেন। উত্তেজনার ফাঁদে পা দিলে তার ফল যে ভয়াবহ হতে পারে, সেই ইঙ্গিতও দেন তিনি।মিঠুন চক্রবর্তীর বক্তব্যে বারবার উঠে আসে সতর্কতা ও সংযমের কথা। তিনি বলেন, রাজনৈতিক লাভের জন্য রাজ্যে বারবার অশান্তির পরিবেশ তৈরি করার চেষ্টা করা হচ্ছে। এই ধরনের পরিস্থিতিতে আবেগে ভেসে গিয়ে কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হলে তা দলের এবং সাধারণ মানুষের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে। তাই বিজেপি কর্মীদের তিনি সাবধান ও সজাগ থাকার পরামর্শ দেন, যাতে কোনওভাবেই পরিস্থিতি হাতের বাইরে না চলে যায়।বেলডাঙার প্রসঙ্গ টানতে গিয়েই মিঠুন আরও একবার শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসকে কাঠগড়ায় তোলেন। সোমবার এসডিএম অফিস থেকে তৃণমূল সমর্থকদের দ্বারা ফর্ম ৭ ছিনিয়ে নেওয়ার অভিযোগ প্রসঙ্গে তাঁর প্রতিক্রিয়ায় রাজনৈতিক বার্তার স্পষ্ট ইঙ্গিত মিলেছে। এই ঘটনার উল্লেখ করে মিঠুন বলেন, তৃণমূল কংগ্রেস নিজেদের ঘরের মধ্যেই আগুন লাগাচ্ছে। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, প্রশাসনিক প্রক্রিয়া এবং গণতান্ত্রিক নিয়মকে ভেঙে দিয়ে শাসক দল নিজেরাই পরিস্থিতি অশান্ত করছে, অথচ তার দায় অন্যের ঘাড়ে চাপানোর চেষ্টা চলছে।এই প্রসঙ্গে মিঠুন আরও বলেন, বিজেপি এই ধরনের রাজনীতিতে বিশ্বাস করে না। সংঘর্ষ বা বিশৃঙ্খলার মধ্যে জড়িয়ে পড়ার কোনও আগ্রহ তাঁদের নেই বলেও স্পষ্ট করেন তিনি। তাঁর কথায়, আমরা এতে জড়াতে চাই না-এই একটি বাক্যের মধ্যেই বর্তমান পরিস্থিতিতে বিজেপির অবস্থানকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন তিনি। সংঘাতের রাজনীতির বদলে রাজনৈতিক লড়াইকে গণতান্ত্রিক ও সাংবিধানিক পথেই রাখার বার্তা দিয়েছেন অভিনেতা-নেতা।মিঠুন চক্রবর্তীর এই মন্তব্য এমন এক সময়ে এল, যখন রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে রাজনৈতিক উত্তেজনা ক্রমেই বাড়ছে। বেলডাঙার ঘটনা, ফর্ম ৭ সংক্রান্ত বিতর্ক এবং প্রশাসনিক দফতর ঘিরে অশান্তির অভিযোগ-সব মিলিয়ে রাজ্যের রাজনীতিতে এক অনিশ্চিত আবহ তৈরি হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে তাঁর বক্তব্যকে অনেকেই বিজেপির কর্মীদের জন্য এক ধরনের সতর্কবার্তা হিসেবেই দেখছেন।রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, মিঠুনের কথায় শুধু বিরোধী শিবিরের বিরুদ্ধে অভিযোগই নয়, বরং দলের অন্দরেও শৃঙ্খলা বজায় রাখার বার্তা রয়েছে। উত্তেজক পরিস্থিতিতে সংযম বজায় রেখে রাজনৈতিক লড়াই চালিয়ে যাওয়ার যে আহ্বান তিনি জানালেন, তা আসন্ন দিনগুলিতে রাজ্য রাজনীতিতে কী প্রভাব ফেলে, সেদিকেই এখন নজর থাকবে।

অটল পেনশন যোজনা ২০৩১ পর্যন্ত চালু রাখার প্রস্তাবে অনুমতি কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার

নয়াদিল্লি, ২১ জানয়ারি ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পৌরোহিত্যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা বুধবার অটল পেনশন যোজনা চালু রাখার প্রস্তাবে অনুমতি দিয়েছে। ২০৩০-৩১ অর্থবর্ষ পর্যন্ত এই যোজনার প্রচার, উন্নয়ন এবং তহবিল ঘাটতি পূরণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।জানা গেছে, ২০৩০-৩১ অর্থবর্ষ পর্যন্ত এই যোজনা চালু রাখার ক্ষেত্রে সরকার অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের কাছে এর সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করবে, যাতে শ্রমিকরা এ বিষয়ে অবগত হন। এই প্রকল্পের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য তহবিল ঘাটতির সমস্যা মেটাতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে। দেশের স্বল্প আয় এবং অসংগঠিত ক্ষেত্রের কর্মীদের জন্য বৃদ্ধ বয়সে আয়ের নিশ্চয়তার উদ্দেশ্যে এই প্রকল্পটি কার্যকর করা হয়েছে। এর মাধ্যমে সমাজে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বৃদ্ধি পাবে। পাশাপাশি, দেশে পেনশন প্রকল্পের সুযোগ যাতে আরও বেশি মানুষের কাছে পৌঁছায় তা নিশ্চিত হবে। এর মধ্য দিয়ে ২০৪৭ সালের মধ্যে বিকশিত ভারত গড়ে তোলার পদক্ষেপ শক্তিশালী হবে। সংশ্লিষ্ট সময়ের মধ্যে দেশজুড়ে একটি সুস্থায়ী সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে উঠবে।উল্লেখ্য, অসংগঠিত ক্ষেত্রের কর্মীদের বৃদ্ধ বয়সে আয়ের নিশ্চয়তার জন্য ২০১৫ সালের ৯ মে অটল পেনশন যোজনার সূচনা হয়। এর মধ্য দিয়ে ৬০ বছর বয়সে যাঁরা এই প্রকল্পে যুক্ত হবেন, তাঁদের জন্য ১,০০০ থেকে ৫,০০০ টাকার মধ্যে পেনশনের ব্যবস্থা থাকবে। ১৯ জানুয়ারির প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে ৮ কোটি ৬৬ লক্ষ নাগরিক এই প্রকল্পে যুক্ত হয়েছেন। সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি সহ বিভিন্ন উদ্যোগের মাধ্যমে প্রকল্পটিতে সরকারের সহায়তা অব্যাহত।

আমজনতার জন্য রাষ্ট্রপতি ভবনের অমৃত উদ্যান খুলছে ৩ ফেব্রুয়ারি থেকে

নয়াদিল্লি, ২১ জানুয়ারি ঃ রাষ্ট্রপতি ভবনের অমৃত উদ্যান এবছর আমজনতার জন্য খোলা থাকবে ৩ ফেব্রুয়ারি থেকে ৩১ মার্চ পর্যন্ত। সপ্তাহে ৬ দিন এই উদ্যান ঘুরে দেখা যাবে সকাল ১০টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত। তবে প্রবেশ পথ বন্ধ হবে বিকেল ৫টা ১৫-য়। রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সোমবার অমৃত উদ্যানের দরজা বন্ধ থাকবে। এছাড়া ৪ মার্চ হোলি উপলক্ষ্যেও বন্ধ থাকবে এই উদ্যান। এখানে কোনও প্রবেশ মূল্য নেই। এই ওয়েবসাইটে (https:visit.rashtrapatibhavan.gov.in) প্রবেশপত্র পাওয়া যাবে। এছাড়াও প্রবেশ পথের কাছেই থাকছে সেল্ফ-সার্ভিস ভিজিটার্স রেজিস্ট্রেশন কিয়স্ক। প্রবেশ ও প্রস্থান হবে রাষ্ট্রপতি ভবনের ৩৫ নম্বর গেট দিয়ে। যেখানে নর্থ অ্যাভিনিউ এসে মিলেছে। সকাল সাড়ে ৯টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত প্রতি ৩০ মিনিটের ব্যবধানে সেন্ট্রাল সেক্রেটারিয়েট মেট্রো স্টেশন থেকে ৩৫ নম্বর গেট পর্যন্ত বাস পরিষেবা মিলবে। এই বাসগুলিতে শাটল সার্ভিস ফর অমৃত উদ্যান লেখা ব্যানার টাঙানো থাকবে।

এজেন্সি প্রথা বাতিল ও বেতন কাঠামোর দাবিতে নবান্নের সামনে কারিগরি শিক্ষকদের ধর্না

কলকাতা, ২১ জানয়ারিঃ ইউনাইটেড ওয়েস্ট বেঙ্গল এনএসকিউএফ টিচার্স অ্যাসোসিয়েশনের আহ্বানে বুধবার নবান্ন অভিযানে সামিল হলেন রাজ্যের কারিগরি শিক্ষকরা। এদিন সকাল থেকেই কড়া পুলিশি নিরাপত্তার মধ্যে হাওড়ার মন্দিরতলা এলাকায় নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির কারিগরি বিষয়ের শিক্ষকরা জমায়েত করেন। তাঁদের প্রধান দাবি-অবিলম্বে এজেন্সি প্রথার অবসান ঘটিয়ে নির্দিষ্ট বেতন কাঠামো ও চাকরির স্থায়িত্ব নিশ্চিত করা। আন্দোলনকারীদের অভিযোগ, গত বারো বছর ধরে তাঁদের বেতন বাড়েনি।

আইআইসিডিইএম সম্মেলনের আয়োজন নির্বাচন কমিশনের

নয়াদিল্লি, ২১ জানয়ারি ঃ নির্বাচন কমিশন বুধবার থেকে নতুন দিল্লির ভারত মণ্ডপমে গণতন্ত্র ও নির্বাচন ব্যবস্থাপনা বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলন - আইআইসিডিইএম ২০২৬-এর আয়োজন । তিন দিনব্যাপী এই সম্মেলনটি গণতন্ত্র ও নির্বাচন ব্যবস্থাপনা ক্ষেত্রে ভারতে আয়োজিত এযাবকালের বৃহত্তম আন্তর্জাতিক সম্মেলন হয়। বিশ্বের ৭০টিরও বেশি দেশ থেকে অন্তত ১০০ আন্তর্জাতিক প্রতিনিধি এতে অংশগ্রহণ করেন বলে আশা করা হচ্ছে। আন্তর্জাতিক সংস্থা, ভারতে অবস্থিত বিদেশি মিশন এবং নির্বাচনী ক্ষেত্রের শিক্ষাবিদ ও বিশেষজ্ঞরাও এই সম্মেলনে অংশ । কমিশন বিশ্বের বিভিন্ন দেশের নির্বাচন ব্যবস্থাপনা সংস্থাগুলোর সঙ্গে তাদের সম্মুখীন হওয়া বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ নিয়ে আলোচনা ও সহযোগিতা বাড়ানোর জন্য ৪০টিরও বেশি দ্বিপাক্ষিক বৈঠক হয় ।জানা গেছে, তিনদিনের এই সম্মেলনের আয়োজন করেছে ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ডেমোক্র্যাসি অ্যান্ড ইলেকশন ম্যানেজেন্টমেন্ট (আহ্‌ আইআই ডিইএম)। নতুন দিল্লির ভারত মণ্ডপমে এই সম্মেলন শুরু হয়২১ জানুয়ারি। গণতন্ত্র এবং নির্বাচনী ব্যবস্থাপনা নিয়ে ভারতে এই প্রথম এত বড় করে আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আয়োজন করা হচ্ছে। আইআইসিডিইএম-২০২৬ এ সারা বিশ্বের ৭০টির বেশি দেশের প্রায় ১০০ আন্তর্জাতিক প্রতিনিধি অংশ নেবেন বলে আশা করা হচ্ছে। এর পাশাপাশি আন্তর্জাতিক সংস্থা, বিদেশি দূতাবাসের প্রতিনিধি এবং নির্বাচন বিশেষজ্ঞ, শিক্ষাবিদ এবং পেশাদাররাও যোগদেন। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পাশাপাশি অন্য দুই নির্বাচন কমিশনার ডঃ সুখবীর সিং সান্ধু এবং ডঃ বিবেক যোশী প্রতিনিধিদের স্বাগত জানায় এবং ২১ জানুয়ারি উদ্বোধনী অধিবেশনের কর্মসূচির সূচনা করেন।তিনদিনের কর্মসূচিতে আছে ইলেকশন ম্যানেজমেন্ট বডি (ইএমবি)-র সাধারণ এবং প্লেনারি অধিবেশন। উদ্বোধনী অধিবেশনের পাশাপাশি হয় ইএমবি লিডার্স প্লেনারি, ইএমবি কার্যকরী গোষ্ঠীর সভা। এছাড়া আন্তর্জাতিক নির্বাচনী বিষয়, আদর্শ আন্তর্জাতিক নির্বাচনী মাপকাঠি এবং নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় উদ্ভাবন এবং সেরা পদ্ধতি সংক্রান্ত অধিবেশন হবে। মোট ৩৬টি থিম ভিত্তিক গোষ্ঠীর নেতৃত্ব দেবেন রাজ্যগুলি এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির সিইও-রা। এদের সাহায্য করেন জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরের শিক্ষাবিদরা, যাঁরা এই সম্মেলনে গভীর আলোচনায় অংশ হয়। ৪টি আইআইটি, ৬টি আইআইএম, ১২টি জাতীয় আইন বিশ্ববিদ্যালয় এবং আইআইএমসি সহ শীর্ষ স্থানীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তরফেও এই আলোচনায় অংশ নেওয়া হবে। নির্বাচন কমিশন ৪০টির বেশি দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করবে ইএমবি-দের সঙ্গে। সারা বিশ্বের ইএমবি-দের যে সমস্ত সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় সেই নিয়ে আলোচনা এবং সহযোগিতার পথ খোঁজা হয়। কমিশন আনুষ্ঠানিকভাবে ইসিআই নেট-এর সূচনা করে। নির্বাচন সংক্রান্ত সবরকম তথ্য এবং পরিষেবার জন্য এটি একটি ওয়ান স্টপ ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম। একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়, যেখানে তুলে ধরা হবে ভারতে নির্বাচনের আয়োজনের মাত্রা এবং জটিলতা। পাশাপাশি থাকে ভোটার তালিকা তৈরি এবং নির্বাচন আয়োজন এই - দুটি স্তম্ভকে শক্তিশালী করতে নির্বাচন কমিশনের গৃহীত সাম্প্রতিক উদ্যোগগুলি। আইআইসিডিইএম এর প্রথম দিনে দেখানো হয় ডকুসিরিজ ইন্ডিয়া ডিসাইডস। এখানে তুলে ধরা হয় বিশ্বের বৃহত্তম নির্বাচন ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনের খুঁটিনাটি বিষয়।

অবসর নিলেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত নাসার মহাকাশচারী সুনীতা উইলিয়ামস

ওয়াশিংটন, ২১ জানুয়ারি ঃ দীর্ঘ ২৭ বছরের বর্ণময় কর্মজীবন এবং মহাকাশ বিজ্ঞানে একের পর এক মাইলফলক স্পর্শ করার পর অবশেষে অবসর নিলেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত নাসার মহাকাশচারী সুনীতা উইলিয়ামস। গত ২৭ ডিসেম্বর তিনি অবসর নিয়েছেন। একথা বুধবার (আমেরিকার স্থানীয় সময় অনুযায়ী মঙ্গলবার) আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করেছে নাসা।নাসার প্রশাসক জ্যারেড আইজ্যাকম্যান সুনীতাকে 'মহাকাশ অভিযানের অগ্রদূত' হিসেবে অভিহিত করেছেন। তিনি জানান, সুনীতা উইলিয়ামস ইতিহাসের অন্যতম সফল মহাকাশচারী। তিনি ১৯৯৮ সালে নির্বাচিত হন, মহাকাশে ৬০০ দিনেরও বেশি সময় কাটিয়েছেন, এক্সপেডিশন ৩৩-এর নেতৃত্ব দিয়েছেন, ৬০ ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে মোট নয়টি স্পেসওয়াক সম্পন্ন করেছেন এবং স্পেস শাটল, সয়ুজ, স্টারলাইনার ও ড্রাগন মহাকাশযানে অভিযান পরিচালনা করেছেন। তিনি বলেন, চারটি ভিন্ন মহাকাশযানে উড্ডয়ন করা সত্যিই বিশেষভাবে উল্লেখ করার মতো! এক্সপেডিশন ৭৪-এ তাঁর মিশনটি সর্বোচ্চ স্তরের কয়েক দশকের অভিজ্ঞতা, বিশ্বাস এবং নেতৃত্বের প্রতিফলন। মহাকাশযাত্রার জন্য মানব ইতিহাসে সর্বোচ্চ মান স্থাপন করার জন্য এবং পরবর্তীতে সবাইকে অনুপ্রাণিত করার জন্য সুনীতাকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন জ্যারেড আইজ্যাকম্যান খবর সূত্র জানা যায়।

বুধবার দিনের শুরুতে ফের পতন টাকার দামে

মুম্বই, ২১ জানুয়ারি ঃ শেয়ার বাজারে অস্থিরতা, বিশ্ব বাণিজ্যে ক্রমবর্ধমান অনিশ্চয়তার আবহে ফের টাকার দামে পতন। এর জেরে আমেরিকান ডলারের সাপেক্ষে রেকর্ড লো-তে নেমে গেল ভারতীয় মুদ্রা। বুধবার মার্কিন ডলারের সঙ্গে টাকার বিনিময় দর হয়েছে ৯১.২৮। ইন্টারব্যাঙ্ক ফরেন এক্সচেঞ্জে বুধবার টাকার ওপেনিং হয় ৯১.০৫-তে। মঙ্গলবার ৭ পয়সা কমে ভারতীয় মুদ্রার ক্লোজিং হয়েছিল ৯০.৯৭-এ। শেষ ক্লোজিংয়ের থেকে ৩১ পয়সা কমে টাকা নেমেছে ৯১.২৮-এ। যা এখনও পর্যন্ত ডলারের সাপেক্ষে সর্বনিম্ন বিনিময় দর। ২০২৫ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রতি ডলারের সাপেক্ষে টাকার বিনিময় দর নেমেছিল ৯১.১৪-এ। এদিনের আগে যা ছিল সর্বনিম্ন।টাকার দাম কমার পিছনে বাজারের অস্থিরতাকেই দায়ী করেছেন বিশ্লেষকরা। আন্তর্জাতিক স্তরে গত কয়েক বছর ধরেই ভূ-রাজনৈতিক অস্থিরতা বজায় রয়েছে। তবে গ্রিনল্যান্ডকে কেন্দ্র করে সম্প্রতি পরিস্থিতির ব্যাপক অবনতি হয়েছে। গ্রিনল্যান্ডকে কেন্দ্র করে আমেরিকা ও ইউরোপের একাংশের মধ্যে বাণিজ্য নিয়ে জটিলতা বাড়ছে। এই সবের প্রভাবে সপ্তাহের শুরু থেকে শেয়ার বাজার নিম্নগামী। সেই সঙ্গে বিদেশি লগ্নিকারীদের বিনিয়োগ সরানোর প্রবণতা চাপ আরও বাড়িয়েছে টাকার উপরে। এ সবের সম্মিলিত প্রভাবেই ফের ধস টাকার দামে।

মেঘালয় রাজ্য প্রতিষ্ঠা দিবসে শুভেচ্ছা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের

কলকাতা, ২১ জানুয়ারি ঃ মেঘালয় রাজ্যের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে সে রাজ্যের বাসিন্দাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোাপাধ্যায়। বুধবার সকালে সমাজমাধ্যম ' এক্স'-এক বার্তার মাধ্যমে তিনি এই শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন।এদিন নিজের বার্তায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, মেঘালয় রাজ্য প্রতিষ্ঠা দিবসের এই বিশেষক্ষণে আমি সকলকে জানাই আমার আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভকামনা। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, আজকের এই দিনটি মেঘালয়ের মানুষের দীর্ঘ পথচলা, তাঁদের স্বতন্ত্র পরিচয় এবং আকাঙ্ক্ষাকে স্মরণ করার ও সম্মান জানানোর এক অনন্য সুযোগ।রাজ্যের সমৃদ্ধ সংস্কৃতি, দীর্ঘ ঐতিহ্য এবং সে প্রদেশের উন্নতিতে জনগণের অবদানের প্রশংসা করার পাশাপাশি মেঘালয়ের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ ও সমৃদ্ধিও কামনা করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় খবর সূত্র জানা গিয়েছে।

রাসবিহারী বসুর প্রয়াণ বার্ষিকীতে শ্রদ্ধাঞ্জলি অমিত শাহের

নয়াদিল্লি, ২১ জানয়ারি ঃ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী অমিত শাহ রাসবিহারী বসুর প্রয়াণ বার্ষিকীতে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন।সমাজ মাধ্যম এক্স হ্যান্ডেলে অমিত শাহ বলেন, গদর আন্দোলন থেকে শুরু করে আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত, রাসবিহারী বসু ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামকে এক নতুন দিশা প্রদান করেছিলেন। 'ইন্ডিপেনডেন্স লীগ'-এর মাধ্যমে তিনি বিদেশে ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের পক্ষে সমর্থন ও সম্পদ সংগ্রহ করে স্বাধীনতার সংগ্রামকে আরও বিস্তৃত ও সুদৃঢ় করেছিলেন।ভারত মাতার বীর সন্তান বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর প্রয়াণ দিবসে তাঁকে জানাই সশ্রদ্ধ প্রণাম।

আশাকর্মীদের সমাবেশে গিয়ে বিজেপি-র লকেটকে শুনতে হল ' গো ব্যাক' ধ্বণি

কলকাতা, ২১ জানুয়ারি ঃ বুধবার আশাকর্মীদের মিছিলে শামিল হতেই বিজেপি নেত্রী তথা প্রাক্তন সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায়কে শুনতে হল 'গো ব্যাক' স্লোগান। বিক্ষোভকারীরা স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, তাঁদের মিছিলে কোনও রাজনৈতিক রং লাগতে দেবেন না।মাসিক ভাতা বৃদ্ধি-সহ আটদফা দাবিপূরণে পূর্বঘোষণা মতো বুধবার স্বাস্থ্যভবন অভিযানে নেমেছেন আশাকর্মীরা। শহরের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে তাঁদের মিছিল শুরু হয়েছে সল্টলেকের দিকে। পুলিশও নিরাপত্তার স্বার্থে তাঁদের বাধা দিয়েছে।শিয়ালদহ, ধর্মতলার কাছে আশাকর্মীদের মিছিলে অত্যন্ত উত্তেজনাকর পরিস্থিতি তৈরি হয়। আর এই পরিস্থিতেই কিছু অনুগামীকে নিয়ে বিক্ষোভকারীদের পাশে দাঁড়াতে চেয়েছিলেন লকেট।

শেফালি ভার্মা ডব্লিউপিএলে দ্বিতীয় ভারতীয় হিসেবে ১০০০ রান করলেন

ভাদোদরা, ২১ জানুয়ারিঃ দিল্লি ক্যাপিটালসের ওপেনার শেফালি ভার্মা দ্বিতীয় ভারতীয় এবং মোট চতুর্থ খেলোয়াড় হিসেবে মহিলা প্রিমিয়ার লিগে ১০০০ রানের মাইলফলক অতিক্রম করলেন।মঙ্গলবার ভদোদরার কোটাম্বি স্টেডিয়ামে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের বিপক্ষে ম্যাচে ২১ বছর বয়সী এই খেলোয়াড় এই কৃতিত্ব অর্জন করলেন।প্রথম ভারতীয় হিসেবে চার অঙ্কের গণ্ডি পার হয়েছিলেন এমআই অধিনায়ক হরমনপ্রীত কৌর, যিনি এই মরশুমের শুরুতে গুজরাট জায়ান্ট সের বিপক্ষে ম্যাচের সময় এই গণ্ডি পেরিয়েছিলেন।এমআই অলরাউন্ডার ন্যাট সাইভার-ব্রান্ট টুর্নামেন্টের ইতিহাসে প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে ১০০০ রান করেছিলেন, যা ইংল্যান্ড অধিনায়ক গত মরসুমে অর্জন করেছিলেন।এই মরসুমে ইউপি ওয়ারিয়র্সের নেতৃত্বদানকারী মেগ ল্যানিংও টুর্নামেন্টে ১০০০-এর বেশি রান করা খেলোয়াড়দের তালিকায় যোগ দিয়েছেন।

রাশিফল

মেষঃ জাতক জাতিকাদের জন্য দিনটি জীবনে ভারসাম্য এবং সম্প্রীতির দিন। আপনি নিজেকে কিছু চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে দেখবেন। এই সময়টি আপনার জন্য কিছুটা মাঝারি মানের হবে, যেখানে আপনি আপনার চিন্তা ও অনুভূতি বোঝার চেষ্টা করবেন। শুভ দিন।

বৃষঃ আপনার উত্তেজনা থেকে মুক্তি পেতে পরিবারের সদস্যদের সহায়তা নিন। অনুগ্রহপূর্ণভাবে তাঁদের সাহায্য গ্রহণ করুন।আপনি অবশ্যই অনুভূতি এবং চাপ নিজের মধ্যে চেপে রাখবেন না। শুভ রং লাল।

মিথুনঃ জাতক জাতিকাদের জন্য খুব ভাল দিন। পরিবেশে শক্তি এবং ইতিবাচকতার প্রবাহ রয়েছে, যা আপনাকে আপনার চারপাশের মানুষের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন এবং যোগাযোগ করার সুযোগ দেবে। আপনার সামাজিক দক্ষতা এবং যোগাযোগের ক্ষমতা শীর্ষে থাকবে।

কর্কট রাশি ঃঅন্যদের সাথে খুশি ভাগ করে নেওয়ার মাধ্যমে স্বাস্হ্যের বিকাশ ঘটতে পারে। আপনি জীবনে অর্থের গুরুত্ব বুঝতে পারেন না, তবে আজ আপনি এর তাৎপর্য বুঝতে পারবেন যেহেতু আপনার অর্থের প্রয়োজন হবে তবে এটি করার যথেষ্ট পরিমাণ নেই। ।

সিংহঃ জাতক জাতিকাদের জন্য দিনটি অত্যন্ত শুভ এবং ইতিবাচক দিন হবে। এই দিন আপনার আত্মবিশ্বাস তুঙ্গে থাকবে, যা আপনার চারপাশের সবাইকে

কন্যা ঃ এমন একটি দিন যেখানে হাসি আপনার মুখে সর্বদা লেগে থাকবে এবং অপরিচিতদেরকে পরিচিত বলে মনে হবে। অর্থ ব্যয়।

তুলাঃ জাতক জাতিকাদের জন্য এটি একটি চমকার দিন হবে। আপনার সামাজিকতা এবং সহযোগিতামূলক মনোভাব আপনাকে অন্যদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের সুযোগ দেবে। শুভ দিন।

বৃশ্চিকঃ কফি ছাড়ুন বিশেষ করে হার্টের রোগীরা। আপনার অফিসের সহকর্মী আজ আপনার মূল্যবান আইটেমগুলির মধ্যে একটি চুরি করতে পারে। বিবাহের যোগ হবে।

ধনুঃ জাতক জাতিকাদের জন্য মিশ্র অভিজ্ঞতার দিন। আপনার মনে অনেক চিন্তা ঘুরপাক খেতে পারে, যা আপনাকে কিছুটা উদ্বিগ্ন বা বিচলিত করে তুলতে পারে।

মকরঃ অত্যন্ত প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সমর্থন আপনার সাহসকে এক বড় উসাহদান করবে। ব্যবসায়ের লাভ আজ অনেক ব্যবসায়ী ও ব্যবসায়ীদের জীবনে আনন্দ আনতে পারে। ব্যবসায় সাফল্য হয়

কুম্ভঃ জাতক জাতিকারা ব্যক্তিগত জীবনের জন্য অত্যন্ত শুভ দিন। শক্তি ও উৎসাহে ভরপুর একটি দিন আপনাকে নতুন সম্ভাবনার দিকে নিয়ে যাবে। বিদেশ যাত্রা শুভ হবে

মীনঃ আপনার আশা একটি সু ঃ দর কোমল সুগন্ধি এবং উজ্জ্বল ফুলের মত প্রস্ফুটিত হবে। যারা ক্ষুদ্রতর ব্যবসায় পরিচালনা করছেন তারা আজ তাদের বন্ধ হওয়া ব্যক্তিদের কাছ থেকে কোনও পরামর্শ নিতে পারেন, যা তাদের আর্থিকভাবে লাভবান করতে পারে। জ্ঞান বর্ধক দিন হতে পারে আজ।

আবহাওয়া

আগামী কয়েকদিন কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের সব জেলায় তাপমাত্রা বাড়বে। আবহাওয়া দফতর সূত্রে জানা গেছে, আগামী দু'দিনে দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে রাতের তাপমাত্রা ২ থেকে ৩ ডিগ্রি বাড়বে। তার পরের কয়েক দিনে তাপমাত্রায় বড়সড় কোনও পরিবর্তন হবে না। তবে দক্ষিণে পারদ চড়লেও উত্তরবঙ্গে আগামী সাত দিন সর্বনিম্ন তাপমাত্রা একই রকম থাকবে। রাজ্যের সব জেলাতেই আপাতত শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে। পাশাপাশি, উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই সকালের দিকে হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশা থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। কোথাও কোথাও কুয়াশার কারণে দৃশ্যমানতা ৯৯৯ মিটার থেকে ২০০ মিটারে নেমে আসতে পারে। তবে কোথাও ঘন কুয়াশার সতর্কতা জারি হয়নি।হাওয়া অফিস জানিয়েছে, আগামী কয়েক দিনে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে রাতের তাপমাত্রা ২ থেকে ৩ ডিগ্রি পর্যন্ত বাড়তে পারে। ফলে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৫ থেকে ১৬ ডিগ্রির মধ্যেই ঘোরাফেরা করবে। সরস্বতী পুজোর দিন নতুন করে তাপমাত্রা খুব একটা বাড়বে না। জাঁকিয়ে শীত ফেরার সম্ভাবনা নেই। অন্যদিকে, উত্তরবঙ্গে পরিস্থিতি তুলনামূলক স্থিতিশীল। আগামী সাত দিন সেখানে সর্বনিম্ন তাপমাত্রায় বড় কোনও পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই।আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৯৫ শতকরা এবং ৪৬ শতকরা হবে।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৬টা ৫২মিনিট এবং ০৮রাত ৫০টা । **ভাটা**-দুপুর ০১টা ৫০মনিট এবং রাত ১২টা ৫০মনিট। সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৬টা ২০মিনিটে হতে পারে এবং অস্ত যাবে আজ ৫টা ১৪মনিটে হতে পারে।

কলকাতা

মহানগরের খবর

সোনারপুরে ৫০ কেজি গাঁজা সহ গ্রেফতার তিন

নিজস্ব সংবাদদাতা,সোনারপুরঃ আবার বড়সড় সাফল্য পেল পুলিশ।প্রায় ৫০ কেজি গাঁজা সহ মোট ৬ জন কে গ্রেফতার করলো সোনারপুর থানার পুলিশ।ধৃতদের মধ্যে ৩ জন মহিলাও রয়েছেন। পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃতরা সকলেই মালদহের বাসিন্দা।পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, ধৃতদের লক্ষ্য ছিল মালদহ থেকে গাঁজা নিয়ে এসে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিভিন্ন এলাকায় বিক্রি করা। আগাম খবর পেয়ে আগে থেকেই কালিকাপুর এলাকায় নজরদারি চালাচ্ছিল সোনারপুর থানার পুলিশ ও বারুইপুর পুলিশ জেলার স্পেশ্যাল অপারেশন গ্রুপ।মঙ্গলবার শিয়ালদহ থেকে লোকাল ট্রেনে এসে ধৃতরা কালিকাপুর স্টেশনে নামেন। সেখান থেকে কালিকাপুরেরই একটি ফাঁকা জায়গায় রাস্তার ধারে গাঁজা হস্তান্তরের পরিকল্পনা ছিল। সেই সময়ই অভিযান চালিয়ে ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয় পক্ষকে একসঙ্গে গ্রেফতার করে পুলিশ।পুলিশ সূত্রে জানা গেছে,উদ্ধার হওয়া বিপুল পরিমাণ গাঁজা বিভিন্ন জায়গায় বিক্রির পরিকল্পনা ছিল।ইতিমধ্যেই সেই মাদক বাজেয়প্ত করা হয়েছে। সেই সঙ্গেই ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে এবং ধৃতদের বিরুদ্ধে মাদক আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে।গ্রেফতার হওয়া ৬ জনকে বুধবার সোনারপুর থানা থেকে আলিপুর আদালতে পেশ করা হয়। গোটা চক্রের সঙ্গে আর কেউ জড়িত রয়েছে কিনা সেটাও খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ উপেক্ষার অভিযোগ, চার আধিকারিকের বিরুদ্ধে বিভাগীয় পদক্ষেপে রাজ্যের কাছে জরুরি রিপোর্ট তলব

নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ অমান্য করে চার অভিযুক্ত আধিকারিকের বিরুদ্ধে শৃঙ্খলাভঙ্গ সংক্রান্ত বিভাগীয় পদক্ষেপ চূড়ান্ত করার অভিযোগে রাজ্য সরকারের কাছে জরুরি ভিত্তিতে রিপোর্ট তলব করল নির্বাচন কমিশন। এই ঘটনায় কমিশন স্পষ্টভাবে অসন্তোষ প্রকাশ করেছে এবং রাজ্যের মুখ্যসচিবের কাছে ৭২ ঘণ্টার সময়সীমা বেঁধে বিস্তারিত রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে।কমিশনের পাঠানো চিঠিতে জানানো হয়েছে, আগামী ২৪ জানুয়ারি বিকেল পাঁচটার মধ্যে চার আধিকারিকের বিরুদ্ধে গৃহীত বিভাগীয় মামলার যাবতীয় নথি নির্বাচন কমিশনের কাছে জমা দিতে হবে। একই সঙ্গে, কোন প্রক্রিয়ায় এবং কীভাবে বিভাগীয় পদক্ষেপের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, তার পূর্ণ ব্যাখ্যাও রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।উল্লেখ্য, এসআইআর প্রক্রিয়া ঘিরে একাধিক অনিয়মের অভিযোগে চার নির্বাচনী আধিকারিকের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক পদক্ষেপের সুপারিশ করেছিল নির্বাচন কমিশন। অভিযুক্ত আধিকারিকরা হলেন-বারুইপুর পূর্ব বিধানসভার ইলেক্টোরাল রেজিস্ট্রেশন অফিসার (ইআরও) দেবোত্তম দত্ত চৌধুরী,সহকারী ইআরও (এইআরও) তথাগত মণ্ডল, ময়না বিধানসভার ইআরও বিপ্লব সরকার,এবং এইআরও সুদীপ্ত দাস। নির্বাচন কমিশনের অভিযোগ, এই চার আধিকারিকের বিরুদ্ধে অনিয়মের প্রাথমিক প্রমাণ পাওয়ার পর বিভাগীয় তদন্ত শুরু হলেও, তদন্তের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে যে বাধ্যতামূলকভাবে কমিশনের সঙ্গে পরামর্শ করার নিয়ম রয়েছে, তা করেই সিদ্ধান্ত কার্যকর করা হয়েছে বলে অভিযোগ। নির্বাচন কমিশনের চিঠিতে স্পষ্টভাবে জানানো হয়েছে, কাছে অত্যন্ত সংবেদনশীল বিষয়। বিশেষজ্ঞদের মতে, নির্বাচন কমিশন সংবিধান স্বীকৃত

মানা হয়নি। কমিশনের প্রাথমিক মত অনুযায়ী, রাজ্য সরকার একতরফাভাবে সিদ্ধান্ত নিয়ে সেই সিদ্ধান্ত কার্যকর করেছে, যা নির্বাচন সংক্রান্ত বিধি ও প্রশাসনিক শিষ্টাচারের পরিপন্থী। সবচেয়ে গুরুতর অভিযোগ হল, চার আধিকারিকের মধ্যে একজনকে সম্পূর্ণ বেকসুর খালাস দেওয়া হয়েছে এবং আরেকজনকে সামান্য শাস্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত কার্যকর করা হয়েছে, অথচ সেই বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের অনুমোদন নেওয়া হয়নি। কমিশনের দাবি, নির্বাচনী কাজের সঙ্গে যুক্ত আধিকারিকদের বিরুদ্ধে নেওয়া যেকোনও শাস্তিমূলক সিদ্ধান্ত কার্যকর করার আগে কমিশনের সম্মতি নেওয়া বাধ্যতামূলক। সেই নিয়ম উপেক্ষা বিষয়টি অত্যন্ত গুরুতর এবং নির্বাচনী প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতার সঙ্গে সরাসরি যুক্ত। তাই এই ঘটনায় কোনওরকম ঢিলেমি বরদাস্ত করা হবে না। কমিশন জানতে চেয়েছে, কেন নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও তাদের সঙ্গে পরামর্শ করা হয়নি এবং কোন কর্তৃপক্ষের অনুমোদনে ওই সিদ্ধান্ত কার্যকর করা হয়েছে। প্রশাসনিক মহলের মতে, এই ঘটনায় রাজ্য সরকার ও নির্বাচন কমিশনের মধ্যে টানাপো।নে আরও বাড়তে পারে। বিশেষ করে ভোটার তালিকা সংশোধন বা এসআইআর প্রক্রিয়া নির্বাচন ব্যবস্থার একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ হওয়ায়, সেখানে অনিয়মের অভিযোগ কমিশনের একটি স্বতন্ত্র সংস্থা। তার নির্দেশ অমান্য করা হলে শুধু প্রশাসনিক নয়, আইনি জটিলতাও তৈরি হতে পারে। ফলে এই ঘটনায় রাজ্য সরকারের কাছ থেকে কমিশন যে দ্রুত এবং বিস্তারিত ব্যাখ্যা চাইছে, তা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এখন নজর মুখ্যসচিবের রিপোর্টের দিকে। নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে রাজ্য সরকার কী ব্যাখ্যা দেয় এবং চার আধিকারিকের বিরুদ্ধে নেওয়া বিভাগীয় পদক্ষেপের বৈধতা কতটা প্রতিষ্ঠা করা যায়, তার উপরই নির্ভর করবে এই মামলার ভবিষ্যৎ দিশা।

অনারম্বর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে হুগলিতে দুটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দ্বারোদঘাটন

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, হুগলিঃ অনারম্বর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে হুগলি জেলার সিঙ্গুর বিধানসভার বড়া অঞ্চলের বহরমপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং হরিপাল বিধানসভার অন্তর্গত নারায়নপুর বাহিরখন্ড অঞ্চলের তাজপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শুভ দ্বারোদঘাটন এবং নতুন পঠনপাঠনের শুভ উদ্বোধন করলেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী মাননীয় ব্রাত্য বসু। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান দুটিতে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের কৃষি বিপণন ও পঞ্চায়েত দফতরের প্রতিমন্ত্রী বেচারাম মান্না, হরিপালের বিধায়িকা ডাক্তার করবী মান্না, হুগলি জেলা পরিষদের সভাধিপতি রঞ্জন ধাড়া আরামবাগের সাংসদ মিতালি বাগ, হরিপালের বিধায়ক ডাঃ করবী মান্না, হরিপাল পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সুচন্দ্রা ধোলে অধিকারী সহ বিশিষ্ট ব্যক্তি বর্গ। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উদ্বোধন করে রাজ্যের শিক্ষা মন্ত্রী ব্রাত্য বসু বলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির অনুপ্রেরণায় বাংলা ভাষার চর্চাকে আরো প্রসারিত করার লক্ষ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির পরিকাঠামো উন্নয়ন করা হচ্ছে। তিনি বলেন আজকাল আমাদের ছেলেমেয়েরা ইংরাজি মাধ্যমে পড়ার

দিকে বিশেষ উৎসাহী কিন্তু বাংলা চর্চা আমরা যাতে ভুলে না যাই সেদিকে দৃষ্টি দেয়া আমাদের সরকারের লক্ষ্য। তিনি বলেন এই প্রত্যন্ত অঞ্চলে প্রাথমিক বিদ্যালয় গুলির পুনর জীবনের ফলে শিক্ষার সুযোগ আরো বাড়বে, তিনি বলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জেলায় একটি করে ইউনিভার্সিটি তৈরি করে দিয়েছেন,এর ফলে গ্রামের ছেলেমেয়েরা স্কুল থেকে বের হয়েই ইউনিভার্সিটিতে পড়ার সুযোগ পাচ্ছে। এক প্রশ্নের উত্তরে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু বলেন বাংলা ভাষার সাথে সাথে ইংরেজি পঠন-পাঠনের দিকেও সরকারের দৃষ্টি রয়েছে তাই মুখ্যমন্ত্রী ইংরেজি মাধ্যম স্কুলেরও সূচনা ঘটিয়েছেন। এই অনুষ্ঠান দুটিতে স্থানীয় নেতৃত্ব সহ এলাকাবাসীরাও উপস্থিত ছিলেন।।

নর্দমায় মিলল সদ্যোজাতের নিথর দেহ, মৌসুনী দ্বীপে চাঞ্চল্য-কে বা কারা ফেলল শিশুটিকে?

নিজস্ব সংবাদদাতা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ২১ জানুয়ারি ঃ দক্ষিণ ২৪ পরগনার মৌসুনী দ্বীপে মর্মান্তিক এক ঘটনার জেরে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়াল এলাকায়। ফ্রেজারগঞ্জ কোস্টাল থানা এলাকার কুসুমতলা গ্রামে একটি নর্দমার ভিতর থেকে উদ্ধার হল এক সদ্যোজাত শিশুর দেহ। বুধবার সকাল আনুমানিক ৯টা নাগাদ স্থানীয় বাসিন্দারা ড্রেনের মধ্যে শিশুটির নিথর দেহ দেখতে পান। সেই খবর দ্রুত ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় আতঙ্ক, ক্ষোভ ও শোকের আবহ তৈরি হয়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার সকালে গ্রামের কয়েকজন বাসিন্দা নিত্যপ্রয়োজনীয় কাজে বেরিয়ে ড্রেনের পাশে যান। সেই সময় দুর্গন্ধ ও অস্বাভাবিক কিছু চোখে পড়ায় তারা কাছে গিয়ে দেখেন, ড্রেনের ভিতরে একটি সদ্যোজাত শিশুর দেহ পড়ে রয়েছে। বিষয়টি বুঝতে পেরেই স্থানীয়রা সঙ্গে সঙ্গে ফ্রেজারগঞ্জ কোস্টাল থানায় খবর দেন। খবর পেয়ে অল্প সময়ের মধ্যেই পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। পুলিশ দেহটি উদ্ধার করে প্রাথমিক তদন্ত শুরু করে এবং পরে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, শিশুটির জন্মের পরেই তাকে নর্দমায় ফেলে দেওয়া হয়েছে। তবে শিশুটি মৃত অবস্থায় ফেলে দেওয়া হয়েছিল, নাকি নর্দমায় ফেলার পর তার মৃত্যু হয়েছে, সে বিষয়ে এখনও নিশ্চিত কিছু জানা যায়নি। ময়নাতদন্ত রিপোর্ট হাতে এলে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ স্পষ্ট হবে বলে পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে। এই হৃদয়বিদারক ঘটনায় গোটা কুসুমতলা গ্রামজুড়ে তীব্র ক্ষোভ ও উদ্বেগ ছড়িয়ে পড়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের প্রশ্ন, কীভাবে এত নিষ্ঠুরভাবে এক সদ্যোজাত শিশুকে নর্দমায় ফেলে দেওয়া সম্ভব? কে বা কারা এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত, তা জানতে দ্রুত তদন্তের দাবি জানিয়েছেন তাঁরা। অনেকেই দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি তুলেছেন।

Hooghly-Chinsurah Municipality
Mahendra Mitra Road, Pipulpati, PO & Dist.-Hooghly
Tel.: 2680-2899/2319, Telefax:-2680-6092
Corrigendum Notice
E-Tender
E-Tender no.: WBMAD/C/HCM/Eng/APAS/NIT1/1e/26
Tender ID: 2026_MAD_984342_2, 5, 6, 12, 13, 14, 16
Extension of bid submission time for the work
Regarding above mentioned tender, Bid submission closing date has been extended to 31-01-2026 instead of 20-01-2026 and Bid opening date for Technical Proposal (Online) has been extended to 02-02-2026 instead of 22-01-2026 due to some official reasons and all conditions will remain unaltered.
Sd/- Chairman
Hooghly Chinsurah Municipality

এস আই আর নিয়ে বিডিও অফিসে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন সিপিএমের

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর ঃ ২০০২ সালে ভোটার লিস্টে নাম থাকা সত্ত্বেও হিয়ারিং এ ডাকা, এস আই আরের নামে গরীব মানুষের হয়রানি, হেনস্তা,মৃত ভোটারদের নাম বাদ ও নির্ভুল ভোটার তালিকা তৈরির দাবিতে মঙ্গলবার জয়নগর ১ নং বিডিও অফিস বহড়ুতে ডেপুটেশন ও বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করা হয় সি পি আই এমের জয়নগর ১ নং এরিয়া কমিটির উদ্যোগে। এদিনের কর্মসূচিতে অংশ নেন জয়নগর ১ নং এরিয়া কমিটির সম্পাদক আবদুল ওদুদ,সিপিআইএম নেতা অশোক সাহা, অপূর্ব প্রামানিক, শ্যামলী হালদার সহ আরো অনেকে। এদিন জয়নগর এক নং বিডিও শুভদীপ দাসের কাছে প্রতিনিধিদল এই বিষয়ের উপর ডেপুটেশন জমা করেন। বিডিও বিষয় গুলো দেখার প্রতিশ্রুতি দেন।

'না' জানিয়ে ৭ নম্বর ফর্ম জমা দেওয়ার অভিযোগ বিজেপির বিরুদ্ধে

নিজস্ব সংবাদদাততা, হাওড়া, ২১ জানুয়ারি ঃ ভোটারদের 'না' জানিয়ে ৭ নম্বর ফর্ম জমা দেওয়ার অভিযোগ উঠলো বিজেপির বিরুদ্ধে। উত্তর হাও।ায় এই বিরুদ্ধে তৃণমূলের প্রতিবাদ মিছিল। ওই অভিযোগে এবার এফআইআর করার হুঁশিয়ারি দিলেন উত্তর হাওড়ার বিধায়ক। তৃণমূলের অভিযোগ, ভোটারদের না জানিয়ে ৭ নম্বর ফর্ম জমা দিচ্ছে বিজেপি। এর প্রতিবাদে উত্তর হাওড়ায় তৃণমূলের প্রতিবাদ মিছিল হলো মঙ্গলবার বিকেলে। তৃণমূলের অভিযোগ, সোমবার রাতের অন্ধকারে বিজেপি কর্মীরা হাও।া সদরের মুখ্য নির্বাচনী কার্যালয়ে ফর্ম সেভেন জমা দিতে গিয়েছিলেন। এর প্রতিবাদে এদিন বিকেলে উত্তর হাওড়ার পানিট্যাঙ্ক মোড় থেকে সালকিয়া চৌরাস্তা পর্যন্ত মিছিল হয়। নেতৃত্ব দেন বিধায়ক গৌতম চৌধুরী। তাঁর অভিযোগ, বিজেপি ও নির্বাচন কমিশন যোগসাজস করে সাত নম্বর জমা দিয়ে ভোটারদের নাম বাতিল করে দিতে চাইছে। যাদের মধ্যে বহু ভোটার জীবিত রয়েছেন। ভোটারদের না জানিয়ে ফর্ম সেভেন জমা দেওয়া হলে এবার এইসব ভোটারদের নিয়ে এফআইআর করা হবে বলে হুঁশিয়ারি দেন বিধায়ক।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মেলনচৈতন্য রিসার্চ ইনস্টিটিউট কলকাতা শাখার উদ্যোগে নগর সংকীর্তন ও চতুর্থ গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় তপন থিয়েটার প্রেক্ষাগৃহে। উপস্থিত ছিলেন উড়িষ্যা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি শশীকান্ত মিশ্র, চৈতন্য মঠ মায়াপুর প্রধান সম্পাদক শ্রীমদ্ ভক্তি স্বরূপ সন্ন্যাসী মহারাজ, কলকাতা শাখার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক ভক্তিভূষন তুর্য্যশ্রমী মহারাজ, মায়াপুর যোগপীঠের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক পুরী মহারাজ, কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি অশোক কুমার দাসঅধিকারী,পার্থসখা দত্ত, বিশিষ্ট সমাজসেবী দীপশ্রী নস্কর প্রমুখ। চৈতন্যদেবের মাহাত্ম্য ও ধর্মীয় আলোচনা সভা, পুজো পাঠ অনুষ্ঠিত হয়। দূরদূরান্ত থেকে বহু ভক্ত সমাগম হয় ও প্রত্যেকে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

শ্রীরামপুর গ্রামীণ হাসপাতালের সৌন্দর্যায়নে বিশেষ স্বীকৃতি আইসি বিশ্ববন্ধু চট্টরাজকে

প্রসেনজিৎ দেবনাথ, পূর্বস্থলী, ২১ জানুযারি ঃ পূর্বস্থলী ১ ব্লকের শ্রীরামপুর গ্রামীণ হাসপাতালের

ফুলের বাগান ও সামগ্রিক সৌন্দর্যায়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখার জন্য বিশেষ সম্মানে ভূষিত হলেন নাদন ঘাট থানার আইসি বিশ্ববন্ধু চট্টরাজ। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন পূর্ব বর্ধমান জেলায় আয়োজিত আয়ুশ মেলা ২০২৬-এর মঞ্চ থেকে তাঁর হাতে এই পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। উল্লেখ্য, হাসপাতাল চত্বরে সবুজায়ন, ফুলের বাগান গড়ে তোলা ও পরিচ্ছন্ন পরিবেশ সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে আইসি বিশ্ববন্ধু চট্টরাজের সক্রিয় উদ্যোগ বিশেষভাবে নজর কেড়েছে। তাঁর উৎসাহ ও তত্ত্বাবধানে হাসপাতাল প্রাঙ্গণে নানান প্রজাতির ফুল ও গাছ লাগানো হয়, যা একদিকে যেমন হাসপাতালের পরিবেশকে মনোরম করে তুলেছে, তেমনই রোগী ও তাঁদের পরিজনদের মানসিক স্বস্তি প্রদান করছে।আয়ুশ মেলা ২০২৬-এর মঞ্চে উপস্থিত স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারিকরা জানান, স্বাস্থ্য পরিষেবার পাশাপাশি হাসপাতালের পরিবেশ সু ন্দর ও মানবিক করে তোলাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই এই উদ্যোগকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। পুরস্কার গ্রহণের পর আইসি বিশ্ববন্ধু চট্টরাজ বলেন, এই সম্মান তাঁর একার নয়, বরং হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ, পুলিশ প্রশাসনের যৌথ প্রচেষ্টার ফল।এই পুরস্কার নিঃসন্দেহে প্রশাসনিক দাযিত্বের বাইরে গিয়েও সামাজিক ও পরিবেশবান্ধব উদ্যোগে তাঁর ভূমিকার স্বীকৃতি হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। ভবিষ্যতেও এমন উদ্যোগ আরও বিস্তৃত আকারে নেওয়া হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

উত্তরপাড়ায় পথশ্রী প্রকল্পের উদ্বোধন করলেন পুরচেয়ারম্যান

বনস্পতি দে, উত্তরপাড়া হুগলি ঃ উত্তরপাড়া পৌরসভার পথশ্রী প্রকল্পের শুভ উদ্বোধন করলেন পুরচেয়ারম্যান দিলীপ যাদব। তিনি বুধবার দুপুরে উত্তরপাড়া ১৩ নম্বর ওয়ার্ডে নারকেল ফাটিয়ে পথশ্রী প্রকল্পের শুভ উদ্বোধন করলেন , বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী বেশ কিছুদিন আগে এই প্রকল্পের সূচনা করেছিলেন পর্যায়ক্রমে তা হচ্ছে বুধবার থেকে এই কর্মসূচি এই পুরসভাতেও চালু হলো ১৩ নম্বর ওয়ার্ডে ২৩ লাখ টাকা ও ১৫ নম্বর ওয়ার্ডে ১৫ লাখ টাক মঞ্জুর হয়েছে পর্যায়ক্রমে সব ওয়ার্ডে হবে। কেন্দ্রীয় সরকার সড়ক যোজনা বাবদ কিছু দেয়নি মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি নিজে চেষ্টা করে বাংলায .নতুন করে সড়ক তৈরি করা হবে উত্তরপাড়া পুরসভার জন্য ৮ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। এই অনুষ্ঠান উপস্থিত ছিলেন পুরচেয়ারম্যান দিলীপ যাদব ভাইস চেয়ারম্যান খোকন মন্ডল পুরসভার সিআইসি তথা প্রাক্তন ভাইস চেয়ারম্যান ইন্দ্রজিৎ ঘোষ সিআইসি সুব্রত মুখার্জি উপলাদিত্য ব্যানার্জি কাউন্সিলর ডলি ঘোষ যাদব স্থানীয় কাউন্সিলর মৌসুমী বিশ্বাস সন্দীপ দাস অর্ণব রায় সহ বেশ কিছু কাউন্সিলর উপস্থিত ছিলেন।

পূর্ব রেলওয়ে

ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, হাওড়া রেলওয়ে স্টেশনের কাছে, হাওড়া-৭১১১০১। নিম্নরূপ কাজের জন্য সেচ/সিপিডব্লুডি/ এসইবি/এমইএস অথবা অন্য কোনও সরকার অধিগৃহীত সংস্থায় রেজিস্ট্রিকৃত সমেত অনুরূপ ধরনের কাজে অভিজ্ঞতা, প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতি আছে এরূপ টেন্ডারদাতাদের থেকে অনলাইনে নিম্নলিখিত ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন **(সিনি. ডিইএন/৩/ হাওড়া)। ক্রঃ নং ১। ই-টেন্ডার নং ঃ ২৫৪_২০২৫- ২৬, তারিখ ২০.০১.২০২৬, কাজের বিবরণ ঃ** হাওড়া ডিভিশন ঃ হাওড়া ডিভিশনে সেস মেরামতি - ১২৪৭৬৮ সিইউএম সিনি. ডিইএন/৩/হাওড়ার অধিক্ষেত্রাধীনে এইএন/ কাটোয়ার অধীনে এই অবস্থানগুলিতে ঃ- আহমদপুর-কাটোয়া ঃ এলবিপি লুপ ১ ০-০.৮০০ = ৮৯৫ সিইউএম, এলবিপি লুপ ৩ ০-০.৮০০ = ৮৮২ সিইউএম, এসএল ০.৭৬০ - ৫.৭০০ = ২৮৭৮০ সিইউএম, ৬.০০০ - ৯.২০০ = ১৫১৩৬ সিইউএম, ১২.০০০ - ১৬.০০০ = ২০০০০ সিইউএম, ১৮.০০০ - ২১.০০০ = ১৫০০০ সিইউএম, ২৯.০০০ - ২৯.৯৫০ = ৮২০০ সিইউএম, ৩১.১০০ - ৩১.৫৫০ = ২৮২২ সিইউএম, ৩৩.৭৫০ - ৩৫.১০০ = ৯৮৭২ সিইউএম, ৩৮.৫০০ - ৩৯.০০০ = ৩১৩৫ সিইউএম, ৪০.০০০ - ৪৮.০০০ = ১২৭৩৮ সিইউএম, ৪৯.১১০ - ৪৯.৯৮০ = ৭৩০৮ সিইউএম। **আনুমানিক ব্যয় ঃ** ৪,০৭,০৪,৯০৭.৮১ টাকা। **বায়না মূল্য ঃ** ৩,৫৩,৫০০ টাকা। **ক্রঃ নং ২। ই-টেন্ডার নং ঃ ২৫৫_২০২৫-২৬, তারিখ ২০.০১.২০২৬। কাজের বিবরণ ঃ** হাওড়া ডিভিশন ঃ হাওড়া ডিভিশনে সেস মেরামতি ঃ- ১০৫২১৮ সিইউএম সিনি. ডিইএন/৩/হাওড়ার অধিক্ষেত্রাধীনে এইএন/কাটোয়ার অধীনে এই অবস্থানগুলিতে - বর্ধমান - কাটোয়া ঃ বিসিএফ লুপ ১ ০-০.৪০০ = ৩৯৯ সিইউএম, বিসিএফ লুপ ৩ ০-০.২০০ = ১৯৫ সিইউএম, এসএল - ৩২.২০০ - ৩৪.০০০ = ১৮৭২ সিইউএম, ৪৬.০০০ - ৪৭.০০০ = ১১৫২ সিইউএম, ব্যান্ডেল-কাটোয়া ঃ ডাউন ৯২.৩৩০ - ৯৩.৪৩০ = ৭৫০০ সিইউএম, ৯৮.৪৮০ - ৯৮.৫৮০ = ৬৬০ সিইউএম, ৯৯.৪৮০ - ৯৯.৬১৫ = ৯৪৫ সিইউএম, ১০৩.১৬০ - ১০৪.৩৯৫ = ৮৬৪৫ সিইউএম, আপ ৯২.৩৯০ - ৯৩.১০৩ = ৫৯৯০ সিইউএম, ৯৮.৪০৪ - ৯৮.৬৩০ = ১৫৮২ সিইউএম, ৯৮.৪৮০ - ৯৮.৬০০ = ৭০০ সিইউএম, ৯৯.৬২৭ - ৯৯.৭৭৪ = ১০৭১ সিইউএম, কাটোয়া-আজিমগঞ্জ ঃ ডাউন ১০৭.২০০-১০৭.২৫০ = ৩৫০ সিইউএম, ১১১.৩৪৫ - ১১১.৬২০ = ২১১৮ সিইউএম, ১১৫.৫৫০ - ১১৬.২৩০ = ৪৪৮৮ সিইউএম, ১২৩.৩৩০ - ১২৩.৮৮০ = ৪৬২০ সিইউএম, ১২৪.৩২৫ - ১২৪.৬৭০ = ২৮৯৮ সিইউএম, ১২৫.০০০ - ১২৮.৩৭০ = ২৩৫৯০ সিইউএম, আপ ১৮০.৫৪০ - ১০৮.৯২৫ = ১৩৮৬ সিইউএম, ১০৯.৮৮০ - ১১০.৮১০ = ৭১৬১ সিইউএম, ১১০.৯১০ - ১১১.৬৮৫ = ৫৪২৫ সিইউএম, ১১২.৫৯০ - ১১৩.৭১১ = ৯৪১৭ সিইউএম, ১১৫.৫৫০ - ১১৬.২৩২ = ৫৭২৯ সিইউএম, ১২৪.২৮১ - ১২৫.১৫৩ = ৭৩২৫ সিইউএম। **আনুমানিক ব্যয় ঃ** ৩,৪২,৯৮,৮১৭.৫১ টাকা। **বায়না মূল্য ঃ** ৩,২১,৫০০ টাকা। **কাজ শেষের সময়সীমা ঃ** উভয়ের জন্য লেটার অফ অ্যাকসেপ্ট্যান্স ইস্যুর তারিখ থেকে ১২ (বারো) মাস। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বন্ধের তারিখে কোন কারণে ছুটি/বন্ধ/ধর্মঘট ঘোষিত হলে, অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখের কোনও পরিবর্তন হবে না যেহেতু আইআরইপিএস ওয়েবসাইটে আবেদনে টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে জমা করা কোনও অফার অনুমোদন করা হবে না। অবশ্য, পরবর্তী কাজের দিনে অনলাইনে টেন্ডার খোলা হবে। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১০.০২.২০২৬ তারিখ দুপুর ২টায়। টেন্ডারের বিবরণ ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। উক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে অফার জমা করতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। **ইএমডি এবং টিডিসি পেমেন্ট** – ই-টেন্ডারিং সম্পর্কে বায়নামূল্য জমা (ইএমডি) ও টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য (টিডিসি), কেবলমাত্র নেট ব্যাঙ্কিং বা পেমেন্ট গেটওয়ের মাধ্যমে গ্রাহ্য হবে। **দ্রষ্টব্যঃ** আইআরইপিএস (ই-টেন্ডার পোর্টাল)-এ আহ্বান করা টেন্ডারের জন্য ইএমডি হিসাবে ফিক্সড ডিপোজিট রিসিপ্ট (এফডিআর) গৃহীত হবে না। কোনো ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না। (HWH-553/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Director General (Civil), KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following work:
NIT No.: KMC/DG(C)/IX/078/191/2025-2026
Name of work: **Improvement of I.P.S. passage and ancillary civil work at 8, M. M. Ali Road, 4/3H/15 to 4/3H/17, B.K. Road and surrounding area in Ward No.-078 (APAS/01/158/215/0001).** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs. 4,98,751.00.** Earnest Money: **Rs. 10,000.00.** Period of Completion: **21 Days.** Last date and time of submission of bid : **30.01.2026 - 12 noon.** Tender will be opened on : **02.02.2026 - 12 noon.** The bid forms and other details are available on and from **22.01.2026 (5 p.m.)** from the website **https://wbtenders.gov.in**

The **Executive Engineer (Civil) / Br.-XIII, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works :
1. NIT No. : KMC/XIII/122/122/25-26/APAS (2nd Call)
Name of work : **Maintenance of road by laying hotmix at different places of M.G. Road Bye Lane near Pr. No.-922, 108/10A, 379/B etc in Ward No.-122.** Work Value: **Rs. 2,40,887.46.** Earnest Money: **Rs. 4,900.00.** Period of Completion: **30 Days.**
2. NIT No. : KMC/XIII/119/27/25-26/APAS (3rd Call)
Name of work : **Construction of sanitary latrines at 155, 173/A, 167 D.H. Road in Ward No.-119.** Work Value: **Rs. 2,98,983.66.** Earnest Money: **Rs. 6,000.00.** Period of Completion: **30 Days.** Last date of submission of bid : **31.01.2026 (up to 11 a.m.)** (for sl. no. 1 & 2). Tender will be opened on : **02.02.2026 (11 a.m.)** (for sl. no. 1 & 2). The bid forms and other details are available on and from **21.01.2026 (from 5 p.m.)** (for sl. no. 1 & 2). The website **https://tenders.wb.gov.in/nicgep/ap** (for sl. no. 1 & 2).

The **Ex. Engineer (Water Supply), S.S. Unit, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works :
1. NIT No. : KMC/WS/EE/SSU/W-127/36/25-26/222 (1st Call)
Name of work : **Repairing and maintenance of water supply pipelines and its related works at different places in WD No.-127 under Br.-XIV.** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 2,77,513.92.** Earnest Money: **Rs. 5,555.00.** Period of Completion: **180 Days.**
2. NIT No. : KMC/WS/EE/SSU/W-121/27/25-26/221 (1st Call)
Name of work : **Repairing and maintenance of water supply pipelines and its related works at different places in WD No.-121 under Br.-XIV.** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 2,82,365.82.** Earnest Money: **Rs. 5,650.00.** Period of Completion: **180 Days.**
3. NIT No. : KMC/WS/EE/SSU/W-120/7/25-26/223 (1st Call)
Name of work : **Repairing and maintenance of water supply pipelines and its related works at different places in WD No.-120 under Br.-XIII.** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 2,72,947.57.** Earnest Money: **Rs. 5,460.00.** Period of Completion: **180 Days.**
4. NIT No. : KMC/WS/EE/SSU/W-115/17/25-26/224 (1st Call)
Name of work : **Repairing and maintenance of water supply pipelines and its related works at different places in WD No.-115 under Br.-XIII.** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 2,80,800.55.** Earnest Money: **Rs. 5,620.00.** Period of Completion: **180 Days.**
5. NIT No. : KMC/WS/EE/SSU/W-128/19/25-26/225 (1st Call)
Name of work : **Repairing and maintenance of water supply pipelines and its related works at different places in WD No.-128 (Br.-XIV).** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 2,83,187.89.** Earnest Money: **Rs. 5,665.00.** Period of Completion: **180 Days.** Last date of submission of bid : **09.02.2026 (up to 2 p.m.)** (for sl. no. 1 to 5). Tender will be opened on : **11.02.2026 (at 2 p.m.)** (for sl. no. 1 to 5). The bid forms and other details are available on and from **19.01.2026 at 2 p.m.** (for sl. no. 1 to 5).
6. NIT No. : KMC/WS/EE/SSU/W-122/27/25-26/R2/218
Name of work : **Replacement of 100MM dia C.I. pipeline by laying of 100MM dia D.I. pipe near 87 K.K. Road, H/No-18, 2A, 19, 26, 41 Haridevpur New Road in Ward No.-122, Br.-XIII.** Estimated Amount : **Rs. 4,85,176.81.** Earnest Money: **Rs. 9,800.00.** Period of Completion: **30 Days.** Last date of submission of bid : **09.02.2026 - 2 p.m.** Tender will be opened on : **11.02.2026 - 2.30 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **19.01.2026 - 10 a.m.** The website **https://etender.wb.nic.in** (for sl. no. 1 to 6).

The **Executive Engineer (Civil), Br-IX, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following works :
1. NIT No. : KMC/IX/078/196/2025-2026/APAS
Name of work : **Renovation of latrine at 5/H/18, 5/H/24, 5/H/20, 5/H/20/1, 5/2/H/1, 5/2/H/10, Bhukailash Road and etc in Ward No.-078 (APAS/01/158/181/0004).** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs. 1,98,967.00.** Earnest Money: **Rs. 4,000.00.** Period of Completion: **30 Days.**
2. NIT No. : KMC/IX/078/195/2025-2026/APAS
Name of work : **Improvement of sewerline with ancillary civil work at 29, 33, 5/H/30, Bhukailash Road and surrounding area in Ward No.-078 (APAS/01/158/181/0001).** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs. 1,99,524.00.** Earnest Money: **Rs. 4,000.00.** Period of Completion: **15 Days.**
3. NIT No. : KMC/IX/078/193/2025-2026/APAS
Name of work : **Improvement of sewerline with ancillary civil work at 5/H/12, 5/H/25, 5/H/26, Bhukailash Road and surrounding area in Ward No.-078 (APAS/01/158/181/0002).** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs. 2,99,402.00.** Earnest Money: **Rs. 6,000.00.** Period of Completion: **21 Days.**
4. NIT No. : KMC/IX/078/194/2025-2026/APAS
Name of work : **Construction and renovation of latrine at 5/H/27, 5/H/26, 5, Bhukailash Road and etc. in Ward No.-078 (APAS/01/158/181/0003).** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs. 2,99,553.00.** Earnest Money: **Rs. 6,000.00.** Period of Completion: **30 Days.**
5. NIT No. : KMC/IX/078/192/2025-2026/APAS
Name of work : **Construction and renovation of latrine at 4/3H/15, 4/3H/15/1, Bhukailash Road and etc. in Ward No.-078 (APAS/01/158/215/0004).** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs. 1,99,592.00.** Earnest Money: **Rs. 4,000.00.** Period of Completion: **21 Days.**
6. NIT No. : KMC/IX/078/190/2025-2026/APAS
Name of work : **Improvement of sewerline at 8, M.M. Ali Road and surrounding area in Ward No.-078 (APAS/01/158/215/0005).** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs. 2,99,742.00.** Earnest Money: **Rs. 6,000.00.** Period of Completion: **30 Days.**
7. NIT No. : KMC/IX/078/200/2025-2026/APAS
Name of work : **Renovation of latrine at 4/1H/8, 4/1H/12, 4/2B/H/4, Bhukailash Road and etc in Ward No.-078 (APAS/01/158/214/0006).** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs. 1,98,556.00.** Earnest Money: **Rs. 4,000.00.** Period of Completion: **21 Days.** Last date and time of submission of bid : **30.01.2026 - 12 noon** (for sl. no. 1 to 7). Tender will be opened on : **02.02.2026 - 12 noon** (for sl. no. 1 to 7). The bid forms and other details are available on and from **22.01.2026 (5 p.m.)** (for sl. no. 1 to 7). The website **https://etender.wb.nic.in** (for sl. no. 1 to 7).

2034/25-26

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
৩১ বর্ষ, দৈনিক সংখ্যা ৫৩ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার ৮ মাঘ ১৪৩২

ব্রিটিশ বিরোধী বিপ্লবী

বিপ্লবী নেতা এবং ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মির অন্যতম সংগঠক রাসবিহারী বসু ২১ জানুয়ারি প্রয়াণ দিবস। রাসবিহারী বসু ছিলেন ভারতে ব্রিটিশবিরোধী স্বাধীনতাকামী আন্দোলনের একজন অগ্রগণ্য বিপ্লবী নেতা এবং ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মির অন্যতম সংগঠক। দিল্লিতে গভর্নর জেনারেল ও ভাইসরয় লর্ড হার্ডিঞ্জের ওপর এক বোমা হামলায় নেতৃত্ব দানের কারণে পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা করে। কিন্তু তিনি সুকৌশলে ব্রিটিশ গোয়েন্দা সংস্থার নজর এড়াতে সক্ষম হন এবং ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে জাপানে পালিয়ে যান। তিনি ভারতের বাইরে সিঙ্গাপুরে আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন করেন ও পরবর্তীকালে নেতাজির হাতে 'আজাদ হিন্দ ফৌজ'-এর পরিচালনভার তুলে দেন। রাসবিহারী বসু ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৫ শে মে অধুনা পশ্চিমবঙ্গের পূর্ব বর্ধমান জেলায় অবস্থিত তাঁর পৈতৃক গ্রাম সুবলদহে জন্মগ্রহণ করেনঞ্চপিতা বিনোদবিহারী বসু এবং তাঁর মায়ের নাম ভুবনেশ্বরী দেবী। তিনকড়ি দাসী ছিলেন তাঁর ধাত্রী মাতা। তাঁর পিতামহ নাম ছিলেন কালীচরণ বসু। এই বসু পরিবারের আদিবাস ছিল অধুনা পূর্ব বর্ধমান জেলার সুবলদহেতে। তাঁদের পূর্বপুরুষ নিধিরাম বসুই সর্বপ্রথম সুবলদহে বসবাস শুরু করেন। রাসবিহারী বসুকে তাঁর নামটি দিয়েছিলেন পিতামহ কালীচরণ বসু। গর্ভাবতী অবস্থায় তাঁর মা ভুবনেশ্বরী দেবী কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। তাই সুবলদহ গ্রামের পশ্চিম পাড়াতে অবস্থিত বিষ্ণুমন্দির বা কৃষ্ণ মন্দিরে তাঁর নামে প্রার্থনা (মানত) করা হয়েছিল যাতে তিনি (ভুবনেশ্বরীদেবী) সুস্থভাবে সন্তানের জন্ম দেন, তাই পরবর্তীকালে তাঁর নাতির নাম রাখেন, কৃষ্ণের অপর নামে। রাসবিহারী হল কৃষ্ণের অপর নাম। রাসবিহারী বসু এবং তাঁর ভগিনী সুশীলা সরকারের শৈশবের বেশির ভাগ সময় কেটেছিল সুবলদহ গ্রামে। তাঁরা সুবলদহ গ্রামে বিধুমুখী দিদিমণির ঘরে বসবাস করতেন। বিধুমুখী ছিলেন একজন বাল্যবিধবা, তিনি ছিলেন কালিচরণ বসুর ভ্রাতৃবধূ। রাসবিহারী বসুর শৈশবের পড়াশোনা সুবলদহের গ্রাম্য পাঠশালায় (বর্তমানে সুবলদহ রাসবিহারী বসু প্রাথমিক বিদ্যালয়) ঠাকুরদার সহচর্যে সম্পন্ন হয়েছিল। রাসবিহারী বসু শৈশবে লাঠিখেলা শিখেছিলেন সুবলদহ গ্রামের শুরিপুকুর ডাঙায়। তিনি সুবলদহ গ্রামে তার ঠাকুরদা কালিচরণ বসু এবং তার শিক্ষকদের কাছ থেকে বিভিন্ন জাতীয়তাবাদী গল্প শুনে তার বিপ্লবী আন্দোলনের অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন। তিনি ছিলেন গ্রামবাসীদের নয়নের মণি। শোনা যায় যে, তিনি ইংরেজদের মূর্তি তৈরি করতেন এবং লাঠি খেলার কৌশলে সেই মূর্তিগুলোকে ভেঙে ফেলতেন। তিনি ডাংগুলি খেলতে খুব ভালোবাসতেন। তিনি শৈশবে সুবলদহ গ্রামে ১২ থেকে ১৪ বছর ছিলেন, এছাড়াও তিনি পরবর্তীকালে ব্রিটিশদের চোখে ধুলো দিয়ে প্রয়োজনে সুবলদহ গ্রামে এসে আত্মগোপন করতেন। পিতা বিনোদবিহারী বসুর কর্মক্ষেত্র ছিল হিমাচল প্রদেশের সিমলায়। তিনি সুবলদহ পাঠশালা, মর্টন স্কুল ও ডুপ্লে কলেজের ছাত্র ছিলেন। জীবনের প্রথম দিকে তিনি নানা বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত ছিলেন এবং আলিপুর বোমা বিস্ফোরণ মামলায় ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে অভিযুক্ত হন। পরবর্তীকালে তিনি দেরাদুনে যান এবং সেখানে বন্য গবেষণা ইনস্টিটিউটে হেড ক্লার্ক হিসেবে কাজে যোগদান করেন। দেরাদুনে তিনি গোপনে বাংলা, উত্তর প্রদেশ ও পাঞ্জাবের বিপ্লবীদের সংস্পর্শে আসেন। বিপ্লবী হিসেবে তাঁর অন্যতম কৃতিত্ব বড়লাট হার্ডিঞ্জের ওপর প্রাণঘাতী হামলা। বিপ্লবী কিশোর বসন্ত বিশ্বাস তাঁর নির্দেশে ও পরিকল্পনায় দিল্লিতে ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে বোমা ছোড়েন হার্ডিঞ্জকে লক্ষ্য করে। এই ঘটনায় পুলিশ তাকে কখনোই গ্রেপ্তার করতে পারেনি। সমগ্র ভারতব্যাপী সশস্ত্র সেনা ও গণ অভ্যুত্থান গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছিলেন রাসবিহারী বসু। জনৈক বিশ্বাসঘাতকের জন্যে সেই কর্মকাণ্ড ফাঁস হয়ে যায়।

শিল্পী মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়

বাংলা গানের জগতে এভাবেই রাজকীয় প্রবেশ ঘটেছিল মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের। সালটা ১৯২৯, ১১ আগস্ট। বাড়িতে সবাই ডাকত পল্টন নামে। সুরের পরিবেশেই তাঁর বেড়ে ওঠা। আর সেই সুরের শিকড় কতটা গভীরে ছিল, তার একটা ছোট্ট উদাহরণ দিলেই বোঝা যাবে। তাঁর কাকা রত্নেশ্বর বা রতু মুখোপাধ্যায় ছিলেন স্বয়ং কাজী নজরুল ইসলামের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। সেই সুবাদে একদিন কিশোর মানবেন্দ্রর সামনে এসে দাঁড়ালেন স্বয়ং কবি। নিজ হাতে, নিজের গলায় কিশোর পল্টনকে শিখিয়ে দিলেন দুটো গান; 'সখী সাজায় রাখ লো পুষ্পবাসর' এবং 'হে মাধব হে মাধব'। নজরুল নিজে যাঁর গানে হাতেখড়ি দেন, তিনি যে পরবর্তীকালে সুরের জগত শাসন করবেন, সেটাই তো স্বাভাবিক। তবে মানবেন্দ্র মানেই যে শুধু ধ্রুপদী বা আধুনিক গান, তা কিন্তু নয়। রবীন্দ্রসঙ্গীতে তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ছিল না ঠিকই, কিন্তু সেখানেও জড়িয়ে আছে এক চমকপ্রদ গল্প। এক প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছেন তিনি। সেখানে কীর্তন, টপ্পা, ঠুংরির সঙ্গে গাইতে হবে রবীন্দ্রসঙ্গীতও। কিন্তু রবীন্দ্রগানে তো তিনি অনভিজ্ঞ! কাকা রতু মুখোপাধ্যায় বললেন, ''যা, জর্জের কাছে যা।'' প্রতিযোগিতার দিন সাতসকালে মানবেন্দ্র গিয়ে হাজির দেবব্রত বিশ্বাস ওরফে জর্জেদার বাড়ি। ঘুম থেকে তুলে আবদার, গান শেখাতে হবে! জর্জেদা প্রথমে বিরক্ত হলেও, ওই তলব এড়াতে পারলেন না। শিখিয়ে দিলেন; 'ধরা দিয়েছি গো আমি আকাশেরও পাখি'। সেই গান গেয়েই প্রতিযোগিতায় প্রথম হলেন মানবেন্দ্র। বড় অদ্ভুত খেয়ালি মানুষ ছিলেন তিনি। অভিনয়েও এসেছিলেন, 'সাড়ে চুয়াত্তর' ছবিতে ছোট্ট একটি চরিত্রে। কিন্তু ওপথে আর মন দেননি। তাঁর স্বপ্ন ছিল অন্য। তারাশঙ্করের কালজয়ী সৃষ্টি 'জলসাঘর' নিয়ে তিনি একটি মিউজিক্যাল বায়োস্কোপ তৈরি করতে চেয়েছিলেন। কপিরাইটও কিনেছিলেন। কিন্তু ভাগ্যের ফেরে সেই প্রজেক্ট আর বাস্তবায়িত হয়নি। পরে সেই কাহিনি নিয়েই সত্যজিৎ রায় তৈরি করেন তাঁর মাস্টারপিস।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর বলতেন, এই শক্তি হচ্ছে সর্বজয়ী। যে কোনও স্থানে এই শক্তিকে প্রয়োগ করা সম্ভব হবে। কোনও সময়ে দেশমাতার বিরূপ কাজ করবে না।। যদি দেশ মাতার বিরূপ কাজ করো তাহলে কিন্তু তুমি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। তোমাকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। একেবারে নিখোঁজ হয়ে যাবে। নিজের সাধ্যমতো দেশ সেবা করো। দেশের মানুষদের ভালোবাসা ও সেবা দেওয়ার চেষ্টা করো। কোনও সময়ে অহং বোধ প্রকাশ করবে না। সব জানি হবে জ্ঞান প্রকাশ করবে না। সবার মধ্যে কিছু দেওয়ার শক্তি থাকে। সেই শক্তিকে গ্রহণ করতে হবে। মানসিক শক্তি ধারন করতে হবে।

রামকৃষ্ণ দর্শন

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বললেন,মা ভবতারিণী পরম সত্যের উপাসক। মায়ের ভক্ত হলে তবেই শক্তি অর্জন করা সম্ভব। তিনি আরও বললেন, মা জাগতিক শক্তি অর্জন করতে পেরেছেন। মা ভবতারিণী তাঁর সন্তানদের শক্তি দিয়ে থাকেন। মায়ের শক্তির অন্যতম অংশ হল তাঁর সন্তান। মাতা তাঁর সন্তানদের শক্তি দিয়ে থাকেন। প্রকৃত শিক্ষার মধ্যে শক্তি নিহিত। মা তাঁর শক্তি দিয়ে সন্তানদের জীবনকে সার্থক করে তোলার চেষ্টা করেন। আসলে মায়ের শক্তিই হচ্ছে পরম শক্তি। এই শক্তির কোনও ক্ষয় নেই। এই শক্তি হচ্ছে সর্বজয়ী। যে কোনও স্থানে এই শক্তিকে প্রয়োগ করা সম্ভব হবে। মায়ের শক্তির ওপরে নির্ভর করে জাগতিক নিয়ম কানুন চলে। বেদ বেদান্ত নির্ভর করে রয়েছে মাতৃশক্তি বন্দনায়। মাতৃশক্তির স্বরূপকে বুঝতে হবে এবং মনে ধারন করতে হবে। নিষ্ঠাবান হতে হবে। জ্ঞানের প্রভাব বৃদ্ধি করতে হবে। শক্তির প্রভাব বৃদ্ধি করতে হবে। প্রকৃত শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। পারদর্শিতা অর্জন করতে হবে। কোনও একটি বিশেষ বিষয়ের মধ্যে থাকা একেবারে চলবে না।

বাংলার নবজাগরণ কালে বঙ্গ মনীষীরা বিদেশি বস্ত্র পরিহার করে স্বদেশি বস্ত্র পরিধান করতেন

রবীন্দ্রকুমার শীল

১৮৬১ সাল। বাংলার দুই বিখ্যাত ব্যক্তির জন্ম সাল। রবীন্দ্রনাথ এবং প্রফুল্লচন্দ্র। একজন এপার বাংলায়। আর একজন ওপার বাংলায়। বাংলার দুই মনীষী স্বদেশি চিন্তায় ব্যস্ত ছিলেন। কবিগুরু বহু স্বদেশ পর্যায়ে সঙ্গীত, কবিতা এবং গল্প রচনা করেছেন। আর আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় স্বদেশি চিন্তায় প্রভাবিত হয়ে বিজ্ঞানের প্রসার ঘটিয়েছেন। সাম্রাজ্যবাদের বেড়া ভেঙে

দেশাত্মবোধ এবং জাতীয়তাবাদের উদ্দীপ্ত হয়ে দেশ ও দশের সেবার কাজে জীবনকে উৎসর্গ করেছিলেন। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় জন্ম গ্রহণ করেছিলেন ১৮৬১ সালের ২ আগস্ট। পিতার নাম হরিশচন্দ্র রায়। মাতার নাম ভুবনমোহনী দেবী। অন্নপ্রাশনের সময়ে তাঁর নাম রাখা হয়েছিল প্রফুল্লচন্দ্র। সবাই তাঁকে সংক্ষেপে ফুলু বলে ডাকতো। কপোতাক্ষ নদের তীরে যশোর-খুলনা রাড়ুলি গ্রাম। এখানেই জন্ম গ্রহণ করেছিলেন বিজ্ঞানী আচার্যদেব রায়। এই নদের অন্য তীরে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত। মধুসূদন এবং প্রফুল্লের জন্মকালের ব্যবধান ছিল পংয়ত্রিশ বছর। রাড়ুলি ছিল মাইকেলের মামার বাড়ি। সাগরদাঁড়ি থেকে রাড়ুলি প্রায় দশ কিলোমিটারের পথ। ১৮৭০ সালে গ্রামের স্কুলের পড়া শেষ করে প্রফুল্ল পিতার সঙ্গে কলকাতায় এসেছিলেন পড়াশুনা করতে। ১৮৭১ সালে তিনি হেয়ার স্কুলে ভর্তি হলেন। সঙ্গে তাঁর বড় ভাই জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্রকে ভর্তি করা হয়েছিলেন। গিরিশচন্দ্র ঘোষ ছিলেন তখন হেয়ার স্কুলে প্রধান শিক্ষক। যখন তিনি চর্তুথ শ্রেণিতে পড়ছেন তখন তাঁর শরীর খারাপ হলে তিনি স্কুল ত্যাগ করেন। ১৮৭৪ সালে তিনি কলকাতা ছেড়ে গ্রামে উপস্থিত হলেন। ১৮৭৬ সালে সুস্থ হয়ে কলকাতায় এসেই ব্রাহ্ম সমাজের নেতা কেশবচন্দ্র সেনের প্রতিষ্ঠিত অ্যালবার্ট স্কুলে ভর্তি হলেন। সেই স্কুল থেকেই তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করলেন। বিদ্যাসাগরের প্রতিষ্ঠিত স্কুল মেট্রোপলিটন স্কুলে এফ.এ ক্লাসে ভর্তি হন। ১৮৮১ সালে তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হলেন। ইংল্যাণ্ডের অডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বৃত্তি পেয়েছিলেন। তখন স্টেটসম্যান পত্রিকায় লেখা হয়েছিল যে ভারতে দুইজন গিলক্রাইস্ট বৃত্তি লাভ করেছেন। একজন মুম্বই নিবাসী পারসি ছাত্র বাহাদুরজি এবং অপরজন হলেন কলকাতার প্রফুল্লচন্দ্র। বৃত্তি লাভ করেই তিনি বিলাতে গিয়েছিলেন পড়াশুনা করতে। সেখানে তখন ছিলেন ভারতের আর একজন বিখ্যাত বিজ্ঞানী আচার্য জগদীশচন্দ্র বোস। প্রফুল্লচন্দ্র এর দুই বছর আগেই জগদীশচন্দ্র বিলাতে গিয়েছিলেন পড়াশুনা করতে। প্রফুল্লকে স্বাগত জানাতে সেদিন লণ্ডনের ফেনচার্চ স্ট্রিট স্টেশনে উপস্থিত ছিলেন জগদীশচন্দ্র। লণ্ডন থেকে অডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয় ৪০০ মাইল দূরে। প্রফুল্লচন্দ্র বিএসসিতে ভর্তি হলেন। ১৮৮৬ সালে তিনি বিএসসি পাশ করলেন। এবারে তিনি এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গবেষণা কাজ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। প্রফুল্লচন্দ্রের আগে এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট পেয়েছিলেন সরোজিনী নাইডুর পিতা অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়। প্রফুল্লচন্দ্রের গবেষণার শিরোনাম ছিল 'অন পিরিয়ডিক ক্ল্যাসিফিকেশন অব এলিমেন্টস'। ১৮৮৭ সালে তিনি ডক্টরেট পেলেন সঙ্গে পেলেন হোপ পুরস্কারসহ দুটি স্কলারশিপ। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে কেমিক্যাল সোসাইটি ছিল। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পনন্ন বিজ্ঞানী ক্র্যামব্রাউন এই সোসাইটির সভাপতি ছিলেন। নিজের যোগ্য দিয়ে এই সোসাইটির সহ সভাপতি হলেন প্রফুল্লচন্দ্র রায়। তাঁর নাম বিলাতের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। ভারতবর্ষ তখন পরাধীন। সেই সময়ে এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টর 'সিপাহী বিদ্রোহের আগে এবং পরে ভারতবর্ষ' সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লেখার বিষয় পচ্ছন্দ করেছিলেন। সেখানে প্রফুল্লচন্দ্র ব্রিটিশ শাসকদের তীব্র নিন্দা করেছেন। প্রবন্ধটি পুরস্কার লাভ করেনি। কিন্তু একটি মন্তব্য লাভ তিনি করেছিলেন 'ব্রিটিশ শাসন বিষয়ে এই লেখক তীব্র কটূক্তি করেছেন'। বিখ্যাত রসায়নবিদ প্রফুল্লচন্দ্রের গায়ে ব্রিটশ বিরোধী এবং দেশপ্রেমিকের লেবেল এঁটে দেওয়া হল।

১৮৮৮ সালে স্বদেশে ফিরলেন প্রফুল্লচন্দ্র। প্রফুল্লচন্দ্র রায় কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে সহকারী অধ্যাপকের কাজে যোগদান করলেন মাত্র ২৫০ টাকার মাইনেতে। বেকার থাকার সময়ে প্রফুল্লচন্দ্রে দিন কাটতো জগদীশ চন্দ্র বোস এবং তাঁর স্ত্রী অবলা বসুর আতিথ্যে। প্রফুল্লচন্দ্র প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদালয়ের পরীক্ষাগারে 'মারকিউরাস নাইট্রেইট' আবিষ্কার করে ফেললেন। তিনি দুই খণ্ড 'এ হিস্ট্রি অব হিন্দু কেমিস্ট্রি' বই রচনা করেন। ভারতবর্ষে অতীতে যে রসায়ান শাস্ত্রের চর্চা ছিল তা তিনি বিস্তারিতভাবে তথ্য দিয়ে বই লিখতে শুরু করে দিয়েছিলেন। বৈদিক যুগ থেকে শুরু করে ক্রান্তিকাল,তান্ত্রিক পর্যায় এবং ওষধি বিজ্ঞানের যুগ পর্যন্ত অনুসন্ধান করে তাঁর এই রসায়ন বইটি রচিত। ভারতের বিভিন্ন গাছ থেকে ঔষুধি লাভ থেকে শুরু করে ধাতু নিষ্কাষণের মধ্যে দিয়ে যে সব চিকিৎসাবিদ্যা এবং ধাতুবিদ্যার উন্নতি লাভ করেছিল তা নিয়ে বিস্তারিতভাবে লেখা। আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় খুবই স্পষ্টবাদী বিজ্ঞানী ছিলেন। বিজ্ঞান সত্যকে প্রকাশ করে থাকে। সেই কারণে তাঁর প্রতিটি লেখার মধ্যে সত্যের প্রকাশ আমরা দেখতে পাই। তিনি কারোর কাছে মাথা নত করার ব্যক্তি ছিলেন না। তিনি লিখেছেন, '' যে দেশে সুশ্রুত বলিয়াছিলেন- শব ব্যবচ্ছেদ ভিন্ন চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা করা অসম্ভব। সেই দেশে শব স্পর্শ করা নিষিদ্ধ হইয়া গেল।' আমরা প্রত্যেকেই জাানি যে মধুসূদন গুপ্ত কলকাতার মেডিকেল কলেজে প্রথম শব ব্যবচ্ছেদ করেছিলেন। তার ফলে তিনি ধর্মচ্যুত হন। পরে তিনি খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। প্রফুল্লচন্দ্র বাঙালি জাতি সম্পর্কে উপলব্ধি করে লিখছেন, '' শ্রমবিমুখতাই আমাদের সর্বনাশের মূল। কোনো কাজ করিব না, হাত-পা গুটাইয়া বসিয়া থাকিব বা আরাম -চেয়ারে শুইয়া কেবল অন্যের সমালোচনা করিব। অথচ দেশকে অগ্রসর করাইব। আমরা আজকাল 'বাঙালি জাতি' বলিয়া চিৎকার করিতে আরম্ভ করিয়াছি; কিন্তু জাতি-গঠনের জন্য যে কত মালমশলা ও উপকরণ দরকার তাহা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছি। অস্পৃশ্যতারূপ পাপ বক্ষে ধারন করিয়া, আজ কয়েক শত বৎসর ধরিয়া তাহার জন্য কি প্রায়শ্চিত করিতে হইতেছে, ভাবিয়া দেখা যাক।'' ১৮৯২ সালে 'বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যাণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস' প্রতিষ্ঠা করেন তাঁর বন্ধু অমূল্যচরণ বসুকে সঙ্গে নিয়ে। ১৯০১ সালে ১২ এপ্রিল তিনি বেঙ্গল কেমিক্যাল লিমিটেড কোম্পানি পরিণত করেছিলেন। তিন বছর ধরে ভেজাল ঘি এবং তেল নিয়ে গবেষণা করেছিলেন যা কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে প্রকাশিত হয় ১৮৯৪ সালে (খণ্ড ৫৯, সংখ্যা ৬৩)। এছাড়াও আর বহু গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে। রাজনীতিবিদ গোপালকৃষ্ণ গোখলের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল আন্তরিক। মহাত্মা গান্ধির সঙ্গে তিনি স্বদেশি বিজ্ঞান ভাবনা নিয়ে বিশদে আলোচনা করেছিলেন। ১৫ জুন ১৯১২ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের একটি চিঠি পান। সেখানে রাজা বাজার সায়েন্স কলেজের প্রধান অধ্যাপক হিসাবে যোগ দেওয়ার আহ্বান করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মানিক ডক্টরেট প্রদান করে। ১৯৩৮ সলে তিনি 'ইণ্ডিয়ান কেমিক্যাল ম্যানুফ্যাকচারার অ্যাসোসিয়েশন' প্রতিষ্ঠা করেন এবং সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৪৪ সালে ১৬ জুন তিনি প্রয়াত হন।

বাংলার বিপ্লবীদের বোমা তৈরি ব্যাপারে আচার্য প্রফুল্ল রায় সহযোগিতা করেছেন। তবে খুব গোপনে। তিনি তখন প্রেসিডেন্সি কলেজে গবেষণাগারে গবেষণা করতেন। সেই সময়ে নিবেদিতা গিয়েছিলেন তাঁর কাছে বিপ্লবীদের বোমা তৈরি ফরমুলা করে দেওয়ার জন্য। গোপনে তিনি বিপ্লবীদের বোমা তৈরি ফরমূলা করে দিয়েছিলেন। সেই ফরমুলা ধরে বিপ্লবীরা তাঁর গবেষণাগারে উপস্তিত হয়ে রাতের বেলায় সবার অগোচরে বোমা তৈরি করে পরীক্ষা করতো। আবার সকাল হলেই বিপ্লবী গা ঢাকা দিত। কেউ যাতে সন্দেহ না করতে পারে তার জন্য গবেষণাগার পরিস্কার করে দিত বিপ্লবীরা। ফলে কেউ কিন্তু সন্দেহ করতে পারতো ন। আচার্য প্রফুল্ল রায়ের ওপরে কোনও দোশ এসে উপস্থিত হয়নি। সারা জীবন তিনি অতি সামান্য কাপড় পরে দিন কাটাতেন। কোনও দিন বিদেশি বস্ত্র তাঁর পরিধানে ছিল না। সুতি চাদর এবং পাঞ্জাবী ও ধুতি পরে দিন কাটাতেন। এটাই ছিল তাঁর প্রসাধন। বিদ্যাসাগর যেরকম কোনও দিন বিদেশি বস্ত্র পরিধান করেননি। সারা জীবন তিনি স্বদেশি বস্ত্র পরিধান করেছেন। ছিক সেই রকম আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় স্বদেশি পরিধান করতেন। সবেধিস পণ্য তৈরি করার জন্য তিনি বেঙ্গল কেমিক্যাল করেন

কলকাতার ক্যানাল এবং ক্রীক খাল ধরে ব্যবসা বাণিজ্য চলতো

নিজস্ব প্রতিবেদক

ইতিহাস কথা বলে। শিয়ালের বিচরণভূমিতে ট্রাফিক গার্ড! ভেঙে ফেলা ছাড়া তো আপাতদৃষ্টিতে আর উপায় নেই কোনও। যা জরাজীর্ণ অবস্থা বাড়িটার! দেখে মনে হবে, এই বুঝি নিজে থেকেই ভেঙে পড়বে হুড়মুড়িয়ে। বাড়ির বয়সও কম হয়নি, একশো কুড়ি বছর পার। এই বাড়িতেই শিয়ালদহ ট্র্যাফিক গার্ডের অফিস চালু হয়েছিল ১৯৭৬ সালে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশ এমনই ক্ষয়িষ্ণু চেহারা নিয়েছিল সেই বাড়ি, যে ২০১৪ সালে ভাবনাচিন্তা শুরু হয়েছিল ভেঙে ফেলার। ভেঙে ফেলা সহজ কাজ। কিন্তু শতাব্দীপ্রাচীন দ্বিতল বাড়িটি ভেঙে ফেলা মানে তো সেই ধ্বংসস্তূপের নিচে পুরনো কলকাতার ঐতিহ্যেরও কিয়দংশ চাপা পড়ে যাওয়া, এক টুকরো ইতিহাসেরও সমাধিস্থ হওয়া। ভাঙা হয়নি। না ভেঙেই বিশেষজ্ঞদের সাহায্য নিয়ে ২০১৪ সালে শুরু হয়েছিল ১৮, ক্যানাল স্ট্রিটের সেই বাড়ির আমূল সংস্কার এবং পুনর্গঠন। ফল? সেই বাড়িটি এখন কলকাতার অন্যতম সেরা এবং দৃষ্টিনন্দন 'হেরিটেজ বিল্ডিং'। এখনও সেখানেই শিয়ালদহ ট্র্যাফিক গার্ডের অফিস। বাড়িটি ফিরে পেয়েছে তার জন্মলগ্নের নামও,আমন্ড হাউজ। ঠিকানাটা 'ক্যানাল স্ট্রিট' কেন? রাস্তার নাম 'বেলেঘাটা সার্কুলার ক্যানাল' থেকে, যে খাল ব্রিটিশদের আগমনের ঢের আগে কলকাতায় জনবসতি স্থাপনে গুরুত্বপূর্ণ অনুঘটকের ভূমিকা নিয়েছিল।

পুরনো কিছু নথিপত্রে এই 'ক্যানাল'-এর অস্তিত্বের উল্লেখ পাওয়া যায় বারোশো শতাব্দীতেও, যখন বাংলার মসনদে বল্লাল সেন। ভাগীরথীতে ছিল এই খালের উৎসমুখ। যা বহু পথ পেরিয়ে এসে লবণাক্ত জলাভূমিতে মিশেছিল, যে জলাভূমি বিস্তৃত ছিল সুন্দরবন পর্যন্ত, এবং বর্তমান শিয়ালদহের প্রায় পুরোটাই ছিল যে জলাভূমির এলাকাভুক্ত। ষোড়শ শতাব্দীর দলিল-দস্তাবেজেও উল্লেখ পাওয়া যায় এই খালের। দক্ষিণবঙ্গের যে খালে তখন ছিল পর্তুগিজ এবং মগ (বর্মী) জলদস্যুদের উপদ্রব।

সতেরশো শতাব্দীতে কলকাতা, গোবিন্দপুর এবং সুতানুটি গ্রামের জমিদারি ছিল সাবর্ণ রায়চৌধুরীদের হাতে। গোবিন্দপুরের উত্তরদিকে বহমান বলে খালটি তখন 'গোবিন্দপুর খাল' হিসাবে পরিচিত ছিল। পণ্যবস্তু পরিবহনে খালটিকে ব্যবহার করত ব্রিটিশরা, যা তৎকালীন মানচিত্র থেকেও বোঝা যায়।

সুতানুটি গ্রামে জব চার্ণকের পদার্পণ ঘটে ১৬৯০ সালে, যার পর থেকেই সাবর্ণ রায়চৌধুরীদের অধীনস্থ তিনটি গ্রামকে একত্রিত করে নতুন একটি বাণিজ্যিক এবং সামরিক কেন্দ্র গড়ে তোলার কাজে মন দেয় ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি, যে কেন্দ্র পরবর্তীকালে হয়ে ওঠে ব্রিটিশ শাসিত ভারতের প্রথম রাজধানী, মহানগর কলকাতা।

আঠারো শতকের একাধিক ব্রিটিশ গেজেট থেকে জানা যায়, হুগলী নদীর চাঁদপাল ঘাট থেকে ধর্মতলা অঞ্চল হয়ে বেলিয়াঘাটার লবণাক্ত জলাভূমি অবধি বহমান খালের কথা। প্রসঙ্গত, বেলিয়াঘাটা, ছিল সেই ৫৫ গ্রামের একটি, মুঘল সম্রাট ফারুখসিয়ারের কাছ থেকে যেগুলির ইজারা নিয়েছিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। সামগ্রিকভাবে 'ডিহি পঞ্চান্নগ্রাম' নামে অভিহিত এই গ্রাম সমূহের স্মৃতি আজও বয়ে চলে ইস্টার্ন বাইপাস সংলগ্ন পঞ্চান্নগ্রাম এলাকা।

যাই হোক, ঐতিহাসিক এই খালের আওতায় পড়ত পরবর্তীকালের হেস্টিংস অঞ্চল, বেন্টিঙ্ক স্ট্রিট, এবং ওয়েলিংটন স্কোয়ারের মতো কলকাতার অতি পরিচিত এলাকা। বেলিয়াঘাটা এবং এন্টালি (ব্রিটিশ দের বানানের কল্যাণে এন্টালি) গ্রামের কাছে লবনাক্ত জলাভূমিতে পড়ে এই খাল মিশে যেত বিদ্যাধরী নদীর একটি শাখার সঙ্গে। এই খাল বা 'ক্রিক' থেকেই সম্ভবত মৌলালি এলাকার ক্রিক রো-এর নামকরণ। নথিপত্র বলে, আজ যা মধ্য কলকাতা, তার প্রায় সমস্তটা জুড়েই ১৭ এবং ১৮ শতকে বইত একাধিক খাল বা 'ক্যানাল' বা 'ক্রিক', এবং এই জলপথ ব্যবস্থার দৌলতে রমরমিয়ে ভেসে চলত অজস্র ছোটবড় বাণিজ্যতরী। তবে ১৭৩৭-এর ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড়ের প্রকোপে পাল্টে যেতে থাকে এলাকার ভৌগোলিক বিবরণ বা টোপোগ্রাফি। তার আগে অবধি এই জলপথ ধরেই চাঁদনী চকের বাজার এলাকা থেকে আজকের ঢাকা পর্যন্ত পণ্য সরবরাহ করতেন ব্যবসায়ীরা। এবং স্থলপথের অভাবে খালপথেই যাতায়াত করতেন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্তারাও।

ক্যানাল স্ট্রিটের ক্যানাল নিয়ে না বলা রইল অনেক কথাই, বলা হল না ভাগীরথী বা বিদ্যাধরীর সরে যাওয়ার গল্প, বা ভরন্ত জলপথের নর্দমায় পরিণত হওয়ার কাহিনিও, তবে সেই কাহিনি বলতে গেলে প্রয়োজন একটি গোটা বইয়ের।

ট্রাফিক গার্ড ভবনে, ১৮৯২-১৯০০ পর্যন্ত যার প্রথম মালিক ছিলেন জনৈক সি.এইচ. স্মিথ। এর পর বাড়িট চলে যায় সি.জে. ডিসকাট-এর হাতে, এবং ১৯২৯-৪২ পর্যন্ত এর মালিক ছিলেন বসন্তলাল নাথানি। এই সময় কালেই এই বাড়িতে থাকতে শুরু করেন রাজনীতিক তথা শিল্পপতি স্যার আবদুল হালিম গজনবী (১৮৭৬-১৯৫৩), যিনি পরবর্তীকালে কিনে নেন ভবনটি।

বহু ধর্মের অস্তিত্ব ভারতে তাই ধর্মীয় রাজনীতি হয় না

নিজস্ব প্রতিবেদক

সংখ্যাগরিষ্ঠতার ধর্ম ও ক্ষমতার রাজনীতি মোদি যুগে ভারতের রাজনৈতিক পণ্যের নতুন পরিচয়। ভারতের রাজনীতি বরাবরই বহুমাত্রিক;জাতি, ভাষা, অঞ্চল, শ্রেণি, অর্থনীতি ও মতাদর্শের জটিল সমীকরণে গড়ে উঠেছে এই দেশের ক্ষমতার কাঠামো। কিন্তু নরেন্দ্র মোদির শাসনামলে সেই বহুস্তর রাজনীতির কেন্দ্রে এসে দাঁড়িয়েছে একটি বিষয়;সংখ্যা গরিষ্ঠের ধর্ম। আজকের ভারতের রাজনীতিতে ধর্ম আর কেবল বিশ্বাসের ব্যক্তিগত পরিসরে সীমাবদ্ধ নেই; তা হয়ে উঠেছে নির্বাচনী প্রচারের ভাষা, রাষ্ট্রীয় নীতির অন্তর্লিখিত সুর এবং জনসমর্থন সংগঠনের প্রধান অস্ত্র। মোদি যুগে সংখ্যা গরিষ্ঠের ধর্ম যেন রাজনীতির প্রধান 'পণ্য'; যার বাজার সর্বত্র, যার চাহিদা ক্রমবর্ধমান, এবং যার বিপণন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত বিস্তৃত।

স্বাধীনতার পর ভারতের সংবিধান যে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখিয়েছিল, তার মূল দর্শন ছিল; রাষ্ট্র কোনও ধর্মের পক্ষে বা বিপক্ষে অবস্থান নেবে না, সকল নাগরিক সমান অধিকার পাবে। ধর্ম থাকবে ব্যক্তিগত বিশ্বাসের জায়গায়, রাজনীতি চলবে যুক্তি, নীতি ও সামাজিক ন্যায়ের ভিত্তিতে। কিন্তু বাস্তব রাজনীতি কখনওই পুরোপুরি এই আদর্শের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলেনি। কংগ্রেস আমলেও ধর্ম ছিল, কিন্তু তা ছিল মূলত সমঝোতার রাজনীতি, কখনও সংখ্যালঘু তোষণ, কখনও সংখ্যাগরিষ্ঠের আবেগ সামলানোর চেষ্টা। মোদি যুগে সেই দ্বিধা বা ভারসাম্যের চেষ্টা আর চোখে পড়ে না। এখানে ধর্মকে আর সামলানোর বিষয় হিসেবে দেখা হয় না, বরং তা হয়ে উঠেছে সরাসরি রাজনৈতিক চালিকাশক্তি। নরেন্দ্র মোদির রাজনৈতিক উত্থানকে বোঝার জন্য গুজরাটের অভিজ্ঞতা অগ্রাহ্য করা যায় না। ২০০২ সালের দাঙ্গা, তার পরবর্তী রাজনৈতিক পুনর্গঠন এবং 'গুজরাট মডেল'-এর প্রচার;সব মিলিয়ে মোদি নিজেকে এমন এক নেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন, যিনি উন্নয়ন ও শক্তিশালী নেতৃত্বের সঙ্গে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু পরিচয়ের আবেগকে জুড়ে দিতে পেরেছেন।

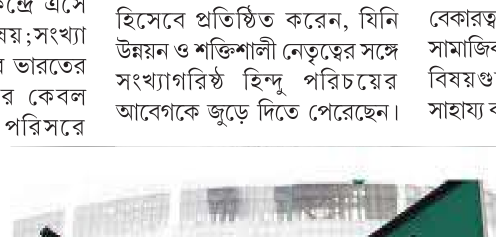

দিল্লির ক্ষমতায় আসার পর সেই কৌশল আরও বৃহত্তর পরিসরে প্রয়োগ হয়েছে। জাতীয় স্তরে উন্নয়ন, অবকাঠামো, ডিজিটালা ইজেশন ও বিশ্বমঞ্চে ভারতের অবস্থান;এই সব বিষয় থাকলেও, রাজনীতির গভীর স্রোতে বারবার ফিরে এসেছে ধর্মীয় পরিচয়ের প্রশ্ন। এই সময়কালে রাজনীতির ভাষায় এক স্পষ্ট পরিবর্তন দেখা যায়। 'নাগরিক' শব্দের বদলে 'হিন্দু' পরিচয় ক্রমশ সামনে আসে। নির্বাচনী প্রচারে উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি যতটা উচ্চারিত হয়, তার চেয়েও বেশি শোনা যায় সাংস্কৃতিক পুনরুত্থানের কথা, অতীতের গৌরবের গল্প, ধর্মীয় প্রতীক ও আচারকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদা দেওয়ার দাবি। রাম মন্দির নির্মাণ এই রাজনীতির সবচেয়ে দৃশ্যমান উদাহরণ। এটি কেবল একটি ধর্মীয় স্থাপনা নয়, বরং মোদি যুগের রাজনীতির প্রতীক;যেখানে ধর্মীয় আবেগকে রাষ্ট্রীয় সাফল্যের ভাষায় রূপান্তরিত করা হয়েছে।

সংখ্যাগরিষ্ঠের ধর্মকে রাজনীতির প্রধান পণ্য বানানোর একটি বড় সুবিধা আছে ক্ষমতাসীনদের কাছে। এটি জটিল অর্থনৈতিক প্রশ্ন, বেকারত্ব, মূল্যবৃদ্ধি, কৃষক সংকট বা সামাজিক বৈষম্যের মতো কঠিন বিষয়গুলোকে আড়াল করতে সাহায্য করে। যখন চাকরির অভাব নিয়ে প্রশ্ন ওঠে, তখন সামনে আসে সাংস্কৃতিক আত্মমর্যাদার কথা। যখন মূল্যবৃদ্ধিতে সাধারণ মানুষের নাভিশ্বাস ওঠে, তখন আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে ধর্মীয় গৌরব বা ঐতিহাসিক প্রতিশোধের গল্প। এই কৌশল নতুন নয়, কিন্তু মোদি যুগে তা অভূতপূর্ব মাত্রা পেয়েছে।

এই রাজনীতির আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল 'আমরা বনাম তারা' বিভাজন। সংখ্যাগরিষ্ঠের ধর্মকে রাজনৈতিক পরিচয়ের কেন্দ্রে রাখলে স্বাভাবিকভাবেই সংখ্যালঘুরা হয়ে ওঠে 'অন্য'। এই অন্যীকরণ কখনও সরাসরি ভাষায়, কখনও নীতির সূক্ষ্ম ইঙ্গিতে প্রকাশ পায়। নাগরিকত্ব, খাদ্যাভ্যাস, পোশাক, ভাষা;সব ক্ষেত্রেই ধর্মীয় পরিচয় রাজনৈতিক বিতর্কের বিষয় হয়ে ওঠে। এর ফলে সমাজে এক ধরনের স্থায়ী উত্তেজনা তৈরি হয়, যা রাজনৈতিকভাবে ক্ষমতাসীনদের জন্য লাভজনক হলেও সামাজিক সংহতির জন্য বিপজ্জনক।

মোদি যুগের রাজনীতিতে মিডিয়ার ভূমিকা আলাদা করে উল্লেখযোগ্য। মূলধারার একাংশ গণমাধ্যম এই ধর্মভিত্তিক রাজনীতিকে প্রশ্ন করার বদলে প্রায়শই তা উদযাপন করেছে। ধর্মীয় অনুষ্ঠান রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানের রূপ নিয়েছে, প্রধানমন্ত্রী নিজে ধর্মীয় আচার পালন করলে তা সংবাদমাধ্যমে জাতীয় গৌরবের ছবি হয়ে উঠেছে। সমালোচনার জায়গা সংকুচিত হয়েছে, ভিন্নমতকে প্রায়শই দেশদ্রোহিতা বা সংস্কৃতিবিরোধিতার তকমা দেওয়া হয়েছে। এর ফলে ধর্মীয় রাজনীতি আরও স্বাভাবিক, আরও গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়েছে সাধারণ মানুষের কাছে।

সংখ্যাগরিষ্ঠের ধর্মকে রাজনৈতিক পণ্য বানানোর সবচেয়ে বড় ঝুঁকি হল;এটি একসময় নিজস্ব যুক্তিতে চলতে শুরু করে, যেখানে যুক্তি বা বাস্তবতার চেয়ে আবেগই মুখ্য হয়ে ওঠে। রাজনীতি তখন আর নীতিনির্ধারণের জায়গা থাকে না, হয়ে ওঠে পরিচয় রক্ষার যুদ্ধক্ষেত্র। এই অবস্থায় যে কোনও সমালোচনা সহজেই 'ধর্মবিরোধী' বা 'জাতিবিরোধী' বলে চিহ্নিত করা যায়। গণতন্ত্রের মূল শক্তি;বিতর্ক, প্রশ্ন, ভিন্নমত;এই আবহে ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ে।

ভারতের মতো বহুধর্মীয়, বহুভাষিক দেশে এই প্রবণতা দীর্ঘমেয়াদে কী প্রভাব ফেলবে, তা নিয়ে গভীর উদ্বেগ রয়েছে। সংবিধানের যে ধর্মনিরপেক্ষ কাঠামো দেশকে এতদিন একসূত্রে বেঁধে রেখেছিল, তা যদি কেবল কাগজে সীমাবদ্ধ থাকে আর বাস্তব রাজনীতিতে সংখ্যাগরিষ্ঠের ধর্মই প্রধান নিয়ামক হয়ে ওঠে, তবে সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা ও আস্থা গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। শুধু সংখ্যালঘু নয়, সংখ্যাগরিষ্ঠ সমাজের মধ্যেও ভিন্নমতাবলম্বীরা প্রান্তিক হয়ে পড়বেন। মোদি যুগের সমর্থকেরা যুক্তি দেন, অবহেলিত সংখ্যাগরিষ্ঠ।

নবদ্বীপ ডায়েরি

নবদ্বীপের বই মেলা

মঙ্গলবারের বই মেলা। তাই ভদ্রলোক কে বগলদাবা করে সোজা বই মেলার মাঠে। প্রথমে প্রিয় দোকানে এক প্রস্থ চা সিগারেট সঙ্গে ভদ্রলোক এর একমাত্র কন্যার জন্য চকলেট ওই সিগারেটের সাবস্টিটিউট এখন ,বলেছি তুমি দিনে যতগুলো সিগারেট খাবে আমাকে একটা করে চকলেট কিনে দেবে, সব সময় না হলেও সামনে থাকলে অগত্যা মধুসূদন। মঞ্চে তখন উদ্বোধনী অনুষ্ঠান চলছে বক্তব্য রাখছেন পরম শ্রদ্ধেয় শ্রী যুক্ত বিমান কৃষ্ণ সাহা (নবদ্বীপের পৌরপতি) (বাবাই এর মেসো মশাই আর আমার দাদু)। এদিক ওদিক ঘুরতে ফিরতে চোখ টানলো পত্র ভারতীর স্টল, রামকৃষ্ণ মিশন সহ অনেকগুলো প্রিয় প্রকাশনী সংস্থা,কুশল বিনিময় সেরে তার মধ্যে থেকে বাবাই ঘটনাচক্রে আবিষ্কার করলো আমার প্রিয় পরম শ্রদ্ধেয়া শ্রী মতী ইন্দিরা মুখো পাধ্যায় দিদিভাই এর বই, পরমেশ্বরের কৃপায় কিছু মানুষের সঙ্গে জুড়ে গেছি কখন, সবাই খুব গুণী মানুষ হলেও আমার কাছে শ্রদ্ধেয় ও ভালোবাসার মানুষ জন, যারা খোঁজ খবর নেন আগলে রাখেন এই ভবঘুরে মেয়েটাকে। একজন দিদি প্রতি বছর কৃষি মেলা আর বই মেলায় আসেন হাতের কাজের সম্ভার নিয়ে, যেতে বললেন ম্যাডাম নেবেন না কিছু, পছন্দ হলো নিলাম। কিছু বই এর তালিকা স্টলে রেখে,আজ যেহেতু শুরু বেলা সব স্টল গোছানো চলছে। এদিকে ভদ্রলোক একবার ঘুগনি একবার পকোড়া একবার চা নিয়ে বাবু খা বাবু খা করে চলেছেন। পাশে বসালাম অনুষ্ঠান দেখাতে,গান শুনতে বরাবরই ভালোবাসেন আজকে কতগুলো কচিকাঁচার নাচ দেখলেন অনেক দিন পর মুগ্ধ হয়ে, হয়তো নিজের বাবুর মেয়েবেলাটা খুঁজছিলেন ভদ্রলোক,এই নাচটা তুই ও করেছিস না বাবু। এখন তবে জিপস্টাটিক বেশী নাচ কম, তবে শেষের তিনটে কচি কুচিদের প্রণাম অঙ্গ ভঙ্গি বেশ নজর কাড়লো, বাবাই এর বক্তব্য মাম চলে যাওয়ার পর একদিন ও তোকে আর নাচতে দেখি না কেন? তুই এগুলো বন্ধ করে দিলে মাম কত কষ্ট পায় সেটা জানিস, এদিকে একটা পুঁচকে জেঠুর কাছে হাজির, পরিচিত এক দম্পতির পুঁচকে, বাবাইকে ঠিক চিনতে পেরে একপা দুপা করে এসে হাজির, চকলেট দিতেই একগাল ফোকলা হাসি,জানে জেঠুর পকেটে লজেন্স থাকে সব সময়। যাক এই দৌলতে নাচের প্রসঙ্গ এড়ানো গেল, নাচের মুদ্রা গুলো আর কস্টিউম নিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বিশ্লেষণ করলেন, আমার কস্টিউম ডিজাইনার তো সে, সেই ছোট বেলার থেকে, নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজের একসময় বিখ্যাত কালচারাল সেক্রেটারি সহ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এজিস ছিলেন ভদ্রলোক, গান তবলা মাউথ অর্গান সহ অনেক কিছু ভদ্রলোক এর বেশ দখলদারীতে, এখন চচ্চা নেই যদিও। শেষ বেলায় প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় বেশ কাবু, সম্প্রতি শরীর খারাপ কাটিয়ে উঠেছি আর ইচ্ছে না থাকলেও পরম শ্রদ্ধেয় শ্রী যুক্ত উওম মামার দোকান থেকে চাউমিন চিল্লি চিকেন, নলেন গুড়ের রসগোল্লা নিয়ে নিজ নিকেতন এ। বই মেলায় সন্ধ্যা যাপনটা বেশ কাটলো বাপ বেটির। সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আনন্দে থাকবেন। নবদ্বীপে বই মেলা শুরু হলে খাওয়ার ব্যাপারটা একেবাপে মুখে সঙ্গে লেগে ছাতে। বই কেনার পাশাপাশি চলে খাওয়ার এবং আড্ডা দেওয়া। গল্প আর শেষ হতে চায় না। আবার কবে এক সঙ্গে সবার দেখা হবে তা বলা একেবারে অসম্ভব। সেই কারণে সব গল্প শেষ করে বাড়ি ফেরার ইচ্ছা থাকে। কারোর বাড়ি ফেরার তাড়া নেই। ধীরে সুস্থে বাড়ি ফেরার ইচ্ছা থাকেষ

- রিয়া পোদ্দার, নবদ্বীপ।

'রাস্তাশ্রী-পথশ্রী' প্রকল্পে বালি পুরসভার বিস্তীর্ণ এলাকায় রাস্তা নির্মাণ ও পুনঃনির্মাণ হবেঃ রানা চ্যাটার্জী

শ্রেয়া আদক, হাওড়া, ২১ জানুয়ারি ঃ আগামী ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকেই হাওড়ার বালি, বেলুড় ও লিলুয়ায় প্রায় ৭৬ টি রাস্তা তৈরির কাজ শুরু হতে চলেছে। রাজ্য সরকারের 'রাস্তাশ্রী-পথশ্রী' প্রকল্পে এই

কাজ শুরু হবে। প্রায় ৩৪.১২৪ কিলোমিটার রাস্তা নির্মাণ ও পুনঃনির্মাণ কাজ করা হবে। এরজন্য পুরো টাকাটাই দেবে রাজ্য সরকার। বুধবার দুপুরে হাওড়ার বালি পুরসভায় এক সাংবাদিক সম্মেলন করে এমনটাই জানান পুরসভার মুখ্য প্রশাসক তথা বালির বিধায়ক ডা. রানা চ্যাটার্জী। তিনি বলেন, ২০২১ সালে বাংলায় রাস্তা ছিল ৩০ হাজার কিলোমিটার। মুখ্যমন্ত্রী ধাপে ধাপে বিভিন্ন পর্যায়ে মোট তিনটি ধাপে ইতিমধ্যেই প্রায় ৪০ হাজার কিলোমিটার রাস্তা নির্মাণ করেছেন। 'পথশ্রী- রাস্তাশ্রী-৪' প্রকল্পের মধ্যে তিনি আরও প্রায় ২০ হাজার কিলোমিটার রাস্তা নির্মাণ, পুনঃনির্মাণ তৈরি করতে চলেছেন। এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য পশ্চিমবঙ্গে গ্রাম ও শহরের মাঝের সড়ক সংযোগ স্থাপন। এই প্রকল্পে বিটুমিনাস, কংক্রিট, পেভার ব্লকের কাজ করা হবে। এবারই প্রথম বিভিন্ন প্রযুক্তি ব্যবহার করে রাস্তা নির্মাণ করা হবে। এর মধ্যে অন্যতম ফেলে দেওয়া প্লাস্টিক দিয়ে রাস্তা পুনর্নির্মাণ। এই প্রকল্পের মাধ্যমে রাজ্যজুড়ে ৩৫ হাজারেরও বেশি গ্রামের ও ১২৮টি পৌর এলাকার সকল মানুষ উপকৃত হবেন। সাধারণ মানুষ, কৃষক, ব্যবসায়ী, শিক্ষার্থী, স্বনির্ভর দলের সদস্য, রোগী, প্রসূতি মা সকলেই এর সুবিধা পাবেন। এই কাজগুলোর মাধ্যমে জব কার্ড ধারকদের জন্য অনেক বেশি শ্রমদিবস সৃষ্টি করা হবে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করার জন্য সর্বাঙ্গীণ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। রাস্তা উন্নয়নের স্তম্ভ। সেই কারণে রাস্তা তৈরির কাজকে প্রথমে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্পের জন্য বাজেটে সাড়ে আট হাজার কোটি টাকা। কেন্দ্রীয় সরকার দীর্ঘদিন ধরে বাংলার প্রাপ্য প্রায় ২ লক্ষ কোটি টাকা আটকে রেখেছে। প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনার প্রায় ২৭ হাজার কোটি টাকা আটকে রেখেছে। ফলে রাস্তা করার সমস্যা হচ্ছে। বালি পুরসভা এলাকার লিলুয়া বেলুড় এবং বালিতে মোট ৭৬টি রাস্তার প্রয়োজন। সেই অনুযায়ী আবেদন জানানো হয়েছিল। রাজ্য সরকার সবকটাই অনুমোদন দিয়েছে। এমনকি এর ওয়ার্ক অর্ডারও হয়ে গেছে। ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে পথশ্রী প্রকল্পের আওতাধীন ৭৬টি রাস্তার কাজ শুরু হয়ে যাবে। ৭৬টি রাস্তার মধ্যে বিটুমিনাসের রাস্তা হবে ৩৩টি, কংক্রিট (সিসি) রাস্তা হবে ৪০টি এবং পেভার ব্লকের রাস্তা হবে ৩টি। এই ৭৬টি রাস্তা সম্পন্ন করবে ৩৪.১২৪ কিলোমিটার। এই ৩৪.১২৪ কিলোমিটার রাস্তা নির্মাণ এবং পুনঃনির্মাণ হবে এই প্রকল্পের মাধ্যমে। এই প্রকল্পের জন্য বরাদ্দ হয়েছে সাড়ে ৮ হাজার কোটি টাকা। এই সমস্ত খরচ বহন করবে রাজ্য সরকার।

মহাধমনী (অর্টা) রোগে বাড়ছে ঝুঁকি, সময়মতো সনাক্তকরণে জোর চিকিৎসক মহলের

আশিস কুমার ঘোষ, কলকাতা, ২১ জানুয়ারি ঃ মানবদেহের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রক্তনালী মহাধমনী (Aorta)-কে একটি স্বতন্ত্র ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে, এর স্বাস্থ্য সুরক্ষায় বিশেষ মনোযোগ দেওয়ার আহ্বান জানাল চিকিৎসক মহল। কলকাতার মুকুন্দপুরে অবস্থিত নারায়ণা আরএন টেগোর হাসপাতালের চিকিৎসকদের মতে, পূর্ব ভারতে জটিল ও অতিজটিল মহাধমনী রোগে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা উদ্বেগজনকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। মহাধমনী শরীরের সবচেয়ে বড় ধমনী, যা হৃদয় থেকে অক্সিজেনযুক্ত রক্ত সারা শরীরে পৌঁছে দেয়। সাম্প্রতিক চিকিৎসা গবেষণায় দেখা গেছে, মহাধমনীজনিত রোগ যেমন অ্যানিউরিজম, ডিসেকশন ও জটিল আর্চ ও থোরাকো- অ্যাবডোমিনাল রোগের চিকিৎসায় বিশেষায়িত সার্জারি, উন্নত ইমেজিং ও সমন্বিত মাল্টিডিসিপ্লিনারি চিকিৎসা অপরিহার্য। লক্ষণ অনেক সময় হার্ট অ্যাটাকের সঙ্গে মিলে যাওয়ায় প্রায় ৩০ শতাংশ মহাধমনী রোগ প্রাথমিকভাবে ভুলভাবে হৃদরোগ হিসেবে চিহ্নিত হয়, যা রোগীর জীবনের জন্য মারাত্মক ঝুঁকি তৈরি করে। নারায়ণা আরএন টেগোর হাসপাতাল জানিয়েছে, ওড়িশা, মিজোরাম, মণিপুরসহ পূর্ব ভারতের বিভিন্ন রাজ্য ও এমনকি ভুটানের মতো প্রতিবেশী দেশ থেকেও রোগীরা উন্নত মহাধমনী চিকিৎসার

জন্য এখানে আসছেন। চিকিৎসকদের মতে, তীব্র মহাধমনীজনিত সমস্যায় প্রথম ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই মৃত্যুঝুঁকি অত্যন্ত বেশি, ফলে দ্রুত সনাক্তকরণ ও চিকিৎসা জীবনরক্ষাকারী ভূমিকা পালন করে। হাসপাতালের সিনিয়র কনসালট্যান্ট ও কার্ডিয়াক সার্জারি বিভাগের বিশেষজ্ঞ ডা. অতনু সাহা বলেন, মহাধমনী রোগ অনেক সময় নীরব থাকে বা ভুলভাবে বোঝা হয়। বুকে ব্যথা নিয়ে আসা রোগীদের ক্ষেত্রে দ্রুত সিটি স্ক্যান ও ইকোকার্ডিওগ্রাফি করলে হার্ট অ্যাটাক ও মহাধমনী রোগের মধ্যে পার্থক্য করা সম্ভব। নিজে থেকে ওষুধ খাওয়া বা চিকিৎসায় দেরি করা মারাত্মক হতে পারে। তিনি আরও জানান, যদিও এই রোগ সাধারণত বয়স্কদের মধ্যে বেশি দেখা যায়, তবে বর্তমানে ৩০-৪০ বছর বয়সীদের মধ্যেও আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে। জন্মগত মহাধমনী ভালভের ত্রুটি, অনিয়ন্ত্রিত উচ্চ রক্তচাপ, ধূমপান এবং গর্ভাবস্থায় মহিলাদের ক্ষেত্রে ঝুঁকি বেশি। ইন্টারভেনশনাল ও এন্ডোভাসকুলার রেডিওলজির ডিরেক্টর ডা. শুভ্র এইচ. রায় চৌধুরী বলেন, জটিল মহাধমনী রোগের চিকিৎসায় সার্জন, ভাসকুলার বিশেষজ্ঞ, ইন্টারভেনশনাল টিম ও ইমেজিং বিশেষজ্ঞদের সমন্বিত প্রচেষ্টা অত্যন্ত জরুরি। উন্নত সিটি ইমেজিং, ক্যাথ ল্যাব ও ওপেন সার্জারির সুবিধার মাধ্যমে আমরা দ্রুত ও নির্ভুল চিকিৎসা নিশ্চিত করছি।

পরপর দু'দিন জলঙ্গিতে এসআইআর আতঙ্কে মৃত্যু, চাঞ্চল্য এলাকা জুড়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ২১ জানুয়ারি ঃ এসআইআর-এর আতঙ্কে বুধবার ফের এক ব্যক্তির মৃত্যু হল মুর্শিদাবাদের জলঙ্গি বিধানসভা এলাকায়। মৃত ওই মহিলার নাম হাসিনা বিবি (৭৬)। তাঁর বাড়ি জলঙ্গি বিধানসভার অন্তর্গত ঘোষপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের সর্বপল্লী গ্রামে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, হাসিনা বিবির একাধিক ছেলে মেয়ের নামে এসআইআর-এর শুনানির নোটিস এসেছে। তাঁদেরকে দেশ ছাড়া হতে পারে এই আতঙ্কে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে বুধবার সকালে হাসিনার মৃত্যু হয় বলে তাঁর পরিবারের দাবি। এই ঘটনায় ফের একবার জাতীয় নির্বাচনের বিরুদ্ধে একরাশ ক্ষোভ উগরে দিয়েছে জেলা তৃণমূল নেতৃত্ব। প্রসঙ্গত, মঙ্গলবারও মুর্শিদাবাদের জলঙ্গি বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত নওদাপাড়া গ্রামে আকসার শেখ নামে এক ব্যক্তি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। আকসারের পরিবারের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, ভোটার তালিকায় নাম রাখার জন্য আকসার এনুমারেশন ফর্ম বিএলও-র কাছে জমা করেছিলেন। কিন্তু নামের কিছু ভুল থাকার জন্য তাঁকে শুনানির নোটিশ পাঠানো হয়েছিল। এসআইআর-এর শুনানির পর দেশ ছাড়তে হতে পারে এই আতঙ্কে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে আকসার মারা গেছে বলে তাঁর পরিবারের সদস্যদের দাবি। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, জলঙ্গি ঘোষপাড়া সর্বপল্লী গ্রামের বাসিন্দা হাসিনা বিবির ৫ ছেলে, ২ মেয়ে। ছয়ের বেশি সন্তান হওয়ার জন্য এবং বাবা-মার সম্পর্কে নামের কিছু গন্ডগোল থাকায় ওই মহিলার একাধিক সন্তানকে আগামী ৩০ জানুয়ারি এসআইআর-এর শুনানিতে হাজিরা দেওয়ার নোটিশ পাঠানো হয়েছে। সূত্রের খবর এসআইআর-এর শুনানির পর সন্তানদেরকে দেশ ছাড়া হতে পারে এই আতঙ্কে বুধবার সকাল সাতটা নাগাদ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয় হাসিনা বিবির। সাইদুল মন্ডল নামে ওই মহিলার এক ছেলে জানান, আমরা মোট পাঁচ ভাই, দুই বোন। আমার বাড়ির কয়েকজন সদস্যর নামে এসআইআর-এর শুনানির নোটিশ আসায় মা আতঙ্কে ভুগছিলেন। আমরা মাকে বহুবার বলেছিলাম সময়মতো সমস্ত নথি জমা আমরা জমা করে দেব। ওই ব্যক্তি জানান, বুধবার সকালে আমার কয়েকজন ভাই মাঠে কাজ করতে চলে যান। মায়ের সঙ্গে যখন আমি কথা বলছিলাম সেই সময় হঠাৎ করে তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হন। তাঁকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথেই মৃত্যু হয়। সাইদুল অভিযোগ করেন, এসআইআর-এর নামে যেভাবেই আমাদের পরিবারের সদস্যদেরকে হয়রানি করা হচ্ছে তাতে আমার মা আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন এবং সেই কারণেই হৃদরোগ আক্রান্ত হয়ে তাঁর মৃত্যু হযেছে। গোটা ঘটনা প্রসঙ্গে জলঙ্গির তৃণমূল বিধায়ক আব্দুর রাজ্জাক বলেন, জাতীয় নির্বাচন কমিশন যেভাবে তাড়াহুড়ো করে রাজ্যে এসআইআর লাগু করতে চাইছে তাতে বহু মানুষ আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে, নিজেদের নাগরিকত্ব হারানোর ভয়ে। যারা বছরের পর বছর এই দেশে নাগরিক হিসেবে ভোট দিয়েছে হঠাৎ করে তাঁদেরকে নতুন করে নথি দেখানোর জন্য বলা হচ্ছে। এই কারণেই সাধারণ মানুষ আতঙ্কিত হচ্ছেন এবং অনেকেই তার ফলে মারা যাচ্ছেন। নির্বাচন কমিশনকে আমরা ধিক্কার জানাচ্ছি।

ফলন কমে চিন্তায় কুল চাষীরা, সরস্বতী পূজার বাজারে আশাভঙ্গ

প্রসেনজিত দেবনাথ, পূর্বস্থলী, ২১ জানুয়ারি ঃ দাম তুলনামূলকভাবে ভালো থাকলেও ফলন কম হওয়ায় সরস্বতী পূজার আগে চরম হতাশার মুখে পড়েছেন কুল চাষীরা। পূর্বস্থলী দু'নম্বর ব্লকের সটডাঙ্গা, ধীতপুর, মোয়াইল-সহ বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে বাউকুল, বল সুন্দরী ও ভারত সুন্দরী- এই নানা প্রজাতির কুলের চাষ হলেও চলতি মরশুমে ফলন নেমে এসেছে একেবারে তলানিতে। চাষীদের অভিযোগ, কুল গাছে ফুল আসার গুরুত্বপূর্ণ সময়েই একটানা ও অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত হয়েছে। এর ফলে পরাগমিলন ঠিকমতো না হওয়ায় গাছে ফল ধরার পরিমাণ অনেকটাই কমে যায়। পাশাপাশি আবহাওয়ার হঠাৎ পরিবর্তন ও

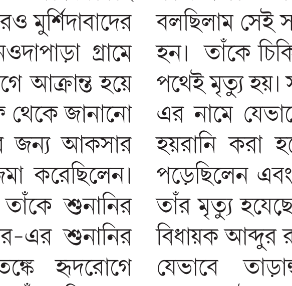

আর্দ্রতার কারণে কুল গাছে বিভিন্ন ধরনের রোগও দেখা দিয়েছে, যা ফলনের ওপর মারাত্মক প্রভাব ফেলেছে। অনেক গাছেই ফুল ঝরে যাওয়া কিংবা ছোট অবস্থাতেই ফল নষ্ট হয়ে যাওয়ার ঘটনাও ঘটেছে বলে জানান চাষীরা। চাষীরা আরও জানিয়েছেন, অন্যান্য বছরের তুলনায় এবার কুলের বাজারদর যথেষ্ট ভালো রয়েছে। কিন্তু ফলন কম হওয়ার কারণে সেই ভালো দামের সুফল তারা পাচ্ছেন না। উৎপাদন খরচ তুলতে গিয়ে হিমশিম খেতে হচ্ছে বহু চাষিকে। তাঁদের দাবি, সরস্বতী পূজার আগে যদি ফলন কিছুটা বেশি হতো, তাহলে ভালো লাভের মুখ দেখতে পারতেন তাঁরা। এই সময়ে বাজারে কুলের চাহিদা বাড়ে, ফলে বিক্রি নিয়েও আলাদা কোনো সমস্যা থাকত না। সব মিলিয়ে দাম ভালো হলেও ফলন বিপর্যয়ের কারণে কুল চাষীদের মুখে এখন শুধু হতাশার সুর। আবহাওয়ার এমন অনিশ্চয়তা চলতে থাকলে আগামী দিনে কুল চাষ নিয়েও চিন্তায় পড়তে পারেন চাষীরা-এমন আশঙ্কাও প্রকাশ করছেন।

এস আই আর নিয়ে প্রশাসনের বিরুদ্ধে অবস্থান বিক্ষোভ ও মিছিল শাসক দলের ঃ বর্ধমানে ব্যতিক্রমী কর্মসূচিতে তৃণমূল

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ২১ জানুয়ারি ঃ বুধবার বর্ধমানে এক ব্যতিক্রমী রাজনৈতিক ছবি ধরা পড়ল। এতদিন সরকারি প্রশাসনিক দপ্তরে বিরোধী

দলের পক্ষ থেকেই দাবি-দাওয়া ও অভিযোগ তুলে বিক্ষোভ - ডেপুটেশনের ছবি দেখা যেত। কিন্তু এদিন রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস নিজেদের নেতৃত্বাধীন প্রশাসনের বিরুদ্ধে মিছিল করে জেলা শাসকের কাছে ডেপুটেশন দিল। এস আই আর (SIR) সংক্রান্ত একাধিক অভিযোগকে সামনে রেখে এদিন পূর্ব বর্ধমান জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে এই কর্মসূচি পালন করা হয়। তৃণমূলের অভিযোগ, অযৌক্তিক কারণ দেখিয়ে বাংলার বহু ভোটারের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হচ্ছে। এই অভিযোগ তুলে জেলা শাসকের কাছে স্মারকলিপি জমা দেন দলের নেতৃত্ব। এদিন বর্ধমান টাউন হল থেকে একটি বিশাল মিছিল শুরু হয়ে জেলাশাসক দপ্তরের সামনে গিয়ে শেষ হয়। মিছিলে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ, পূর্ব বর্ধমান জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, বর্ধমান পূর্ব লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ শর্মিলা সরকার, বিধায়ক খোকন দাস সহ দলের একাধিক নেতা-কর্মী। জামালপুর ব্লক থেকেও এদিন বিপুল সংখ্যক কর্মী ব্লক সভাপতি মেহেমুদ খানের নেতৃত্বে মিছিলে যোগ দেন। তার নেতৃত্বে প্রায় কুড়িটি বাস ও ট্রেনে করে প্রায় দু'হাজার তৃণমূল সমর্থক বর্ধমানে পৌঁছান বলে দলীয় সূত্রে জানা গেছে। মিছিল ও ডেপুটেশন ঘিরে যাতে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে, তার জন্য জেলাশাসক দপ্তরের সামনে ও আশপাশে ব্যাপক পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়। পুরো কর্মসূচি শান্তিপূর্ণভাবেই সম্পন্ন হয় বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে।

আবহাওয়ায় চ্যালেঞ্জ, ঐতিহ্য বাঁচাতে দিনরাত কাজ কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পীদের

গোপাল বিশ্বাস, নদীয়া, ২১ জানুয়ারি ঃ নদীয়ার কৃষ্ণনগর বরাবরই দেশ-বিদেশে সুপরিচিত মৃৎশিল্পের জন্য। কৃষ্ণনগরের ঘূর্ণি এলাকার শিল্পীদের হাতে গড়া পুতুল ও প্রতিমা রাজ্যের গণ্ডি পেরিয়ে পৌঁছে যায় দেশের বিভিন্ন প্রান্ত এমনকি বিদেশেও। সূক্ষ্ম কারুকাজ, বাস্তবধর্মী রূপ ও নিখুঁত রঙের ব্যবহারে কৃষ্ণনগরের মাটির প্রতিমা আলাদা পরিচিতি তৈরি করেছে। সামনেই সরস্বতী পুজো। উৎসবের আগমনে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পীরা। ছোট-বড় নানা আকারের সরস্বতী প্রতিমা তৈরিতে দিনরাত এক করে কাজ করছেন শিল্পীরা। এই প্রতিমাগুলি শুধুমাত্র নদীয়া বা পশ্চিমবঙ্গেই নয়, ভিনরাজ্যেও পাঠানো হয় বলে জানান শিল্পীরা। তবে চলতি বছরে প্রতিমা তৈরিতে কিছুটা সমস্যার মুখে পড়তে হয়েছে মৃৎশিল্পীদের। অতিরিক্ত ঠান্ডার কারণে প্রতিমা শুকোতে দেরি হচ্ছে, ফলে উৎপাদন তুলনামূলকভাবে কম হয়েছে। কৃষ্ণনগর রথতলা পালপাড়ার শিল্পী মনোজ পাল জানান, প্রতি বছর যেখানে তিনি প্রায় ৫০০টি সরস্বতী প্রতিমা তৈরি করতেন, সেখানে এ বছর তিনি প্রায় সাড়ে ৩০০টি প্রতিমা তৈরি করতে পেরেছেন। তার কথায়, ঠান্ডার জন্য মাটির কাজ ঠিকভাবে বসছে না এবং শুকোতে বেশি সময় লাগছে। এতে সময়মতো অর্ডার পূরণ করা কঠিন হয়ে পড়েছে। তবুও আবহাওয়া অনুকূল হলে শেষ মুহূর্তে কিছুটা হলেও উৎপাদন বাড়ানোর আশা করছেন তিনি ও অন্যান্য শিল্পীরা। সব প্রতিকূলতার মধ্যেও শতাব্দীপ্রাচীন এই ঐতিহ্যবাহী মৃৎশিল্পকে বাঁচিয়ে রাখতে আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন কৃষ্ণনগরের শিল্পীরা। তাদের নিপুণ হাতের ছোঁয়ায় তৈরি সরস্বতী প্রতিমা এবারও পুজোর মণ্ডপে শোভা পাবে -এই আশাতেই দিনরাত পরিশ্রম চালিয়ে যাচ্ছেন তারা।

এনজেপি স্টেশনের নাম বদলে 'নিউ শিলিগুড়ি' করার দাবি জোরালো হচ্ছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২১ জানুয়ারি ঃ নিউ জলপাইগুড়ি (এনজেপি) রেলওয়ে স্টেশনের নাম পরিবর্তন করে 'নিউ শিলিগুড়ি রেলওয়ে স্টেশন' করার দাবি এবার আরও জোরালো হচ্ছে। স্থানীয় বাসিন্দা থেকে শুরু করে বুদ্ধিজীবীদের একাংশ এই দাবিতে সরব হয়েছেন। আন্দোলনকারীদের দাবি, নিউ চ্যাংরাবান্ধা স্টেশন চ্যাংরাবান্ধার কাছে বা নিউ ময়নাগুড়ি স্টেশন ময়নাগুড়ির পাশেই অবস্থিত। কিন্তু নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনটির নামে 'জলপাইগুড়ি' থাকলেও তা জলপাইগুড়ি শহর থেকে প্রায় ৪০-৪৫ কিলোমিটার দূরে। অথচ স্টেশনটি শিলিগুড়ি কর্পোরেশনের ৩৫ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্ভুক্ত। শিলিগুড়ি শহর থেকে এর দূরত্ব মাত্র ৫ কিলোমিটার। উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রবেশদ্বার এই গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনটির নামে পার্শ্ববর্তী জেলার নাম থাকায় পর্যটকদের মধ্যে বিভ্রান্তি ছড়ায় বলে অভিযোগ। কথাশিল্পী বিপুল দাস জানান, শুরু থেকেই তিনি এই নামকরণের বিরোধী। স্টেশনের নাম দেখে পর্যটকরা ভাবেন শিলিগুড়ি শহর হয়তো অনেক দূর। অধ্যাপক অমিতাভ কাঞ্জিলালের মতে, ১৯৯৪ সালে শিলিগুড়ি পুরনিগম সম্প্রসারণের পর স্টেশনটি এখন পুরোপুরি শহরের ভেতরে। তাই 'নিউ শিলিগুড়ি' নামে কারও আপত্তি থাকা উচিত নয়। সাহিত্যিক গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য ভিন্নমত পোষণ করেছেন। তাঁর মতে, এনজেপি নামের সঙ্গে জলপাইগুড়ির মানুষের আবেগ জড়িত। নাম বদলালে দুই শহরের মধ্যে অহেতুক তিক্ততা বা সামাজিক উত্তেজনা তৈরি হতে পারে। উল্লেখ্য, ১৯৯৪ সালের আগে এই এলাকাটি জলপাইগুড়ি জেলার সম্প্রসারিত অংশের অধীনে ছিল। কিন্তু পরে শিলিগুড়ি পুরনিগমের সীমানা বৃদ্ধি পাওয়ায় ১৪টি নতুন ওয়ার্ড তৈরি হয় এবং এনজেপি স্টেশন ৩৫ নম্বর ওয়ার্ডের অধীনে চলে আসে। বর্তমানে উত্তর প্রদেশের মুঘলসরাই স্টেশনের নাম বদলে যেমন দীনদয়াল উপাধ্যায় করা হয়েছে, সেই উদাহরণ টেনেই শিলিগুড়িবাসী এখন রেল মন্ত্রকের হস্তক্ষেপ দাবি করছেন।

সিঙ্গুরে যাচ্ছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

বনস্পতি দে, সিঙ্গুর, ২১ জানুয়ারি ঃ বিধানসভা ভোটের আগে মুখ্যমন্ত্রীর সিঙ্গুরের সভা রাজনৈতিক দিক থেকে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ হতে চলেছে বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহলের একাংশ। সিঙ্গুরে যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নবান্ন সূত্রে খবর, আগামী ২৮ জানুয়ারি সিঙ্গুরে জনসভা করবেন তিনি। পাশাপাশি মঞ্চ থেকে বেশ কিছু সরকারি প্রকল্পের ঘোষণাও করতে পারেন বলে জানা যাচ্ছে। ১৮ জানুয়ারি সিঙ্গুরে দু'টি কর্মসূচিতে যোগ দেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সরকারি অনুষ্ঠান থেকে বন্দে ভারত, অমৃত ভারত এক্সপ্রেস-সহ একাধিক ট্রেনের উদ্বোধনের পাশাপাশি বেশ কিছু প্রকল্পের শিলান্যাসও করেছিলেন তিনি। তার পরে জনসভা থেকে তৃণমূল জমানাকে 'মহা-জঙ্গলরাজ' বলে কটাক্ষ করেন তিনি। একই সঙ্গে বলে দেন, 'আইনশৃঙ্খলা ঠিক থাকলে তবেই বিনিয়োগ আসবে।' তবে টাটাকে ফেরানো নিয়ে কোনও শব্দ খরচ করেননি তিনি। ২৮ জানুয়ারির সভা থেকে মমতা সুদে- আসলে সমস্ত অভিযোগের জবাব দিতে পারেন বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশ। একই সঙ্গে সিঙ্গুরের মাটিতে দাঁড়িয়ে বিনিয়োগের বার্তাও দিতে পারেন বলে মনে করা হচ্ছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভা ঘিরে ইতিমধ্যেই সাজ সাজ রব পড়ে গেছে সিঙ্গুরে। মাঠে নেমে পড়েছেন তৃণমূলের কর্মী- সমর্থকরা। হুগলি জেলা তৃণমূল সূত্রে খবর, রতনপুরের মাঠে মমতার সভার আয়োজন করা হচ্ছে। সিঙ্গুরের বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী বেচারাম মান্না বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী আসছেন শুনেছি। তবে আমাদের কাছে এখনও কোনও নির্দেশ আসেনি।' একই কথা বলছেন হুগলি সাংগঠনিক জেলা তৃণমূলের সভাপতি অরিন্দম গুঁইও। তবে মুখ্যমন্ত্রীর সভা ঘিরে তৃণমূলের আয়োজনকে তীব্র আক্রমণ করেছেন বিজেপির হুগলি সাংগঠনিক জেলার প্রাক্তন সভাপতি তুষার মজুমদার। তিনি বলেন, 'এতদিন সিঙ্গুরের কথা মনে পড়েনি। যেই প্রধানমন্ত্রী সভা করলেন, সঙ্গে সঙ্গে সিঙ্গুরের কথা মনে পড়ে গেল। তৃণমূল এখন বিজেপির জুজু দেখছে।'

যানজট কমাতে, হাইটেক ট্রাফিক অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২১ জানুয়ারি ঃ শহরের ক্রমবর্ধমান যানজট নিয়ন্ত্রণে প্রযুক্তিনির্ভর উদ্যোগ নিল শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের ট্রাফিক বিভাগ। বুধবার ড্রোন ক্যামেরার সাহায্যে শহরের ব্যস্ততম রাস্তাগুলিতে নজরদারি চালিয়ে যান চলাচলের বাস্তব চিত্র খতিয়ে দেখা হয়। দার্জিলিং মোড় থেকে জংশন, চম্পাসারি, দাগাপুর ও সিটি সেন্টার-এই বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে বিশেষ অভিযান চালানো হয়। ডেপুটি পুলিশ কমিশনার (ট্রাফিক) কাজী সামসুদ্দিন আহমেদের নেতৃত্বে পরিচালিত এই অভিযানে জাতীয় সড়ক ও গুরুত্বপূর্ণ মোড়গুলিতে বিশেষ নজর রাখা হয়। ড্রোন ফুটেজে একাধিক ট্রাফিক নিয়ম লঙ্ঘনের চিত্র ধরা পড়ে। জাতীয় সড়কে বেআইনিভাবে টোটো চলাচল, বাইক আরোহীদের লেন ভাঙা এবং বেপরোয়া চালনাই যানজটের প্রধান কারণ বলে চিহ্নিত করা হয়। এর জেরে অভিযানের দিনই কড়া ব্যবস্থা নেয় ট্রাফিক পুলিশ।

পাওয়ার সাপ্লাই-এর নির্ভরযোগ্যতার উন্নয়ন

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: ইএল/২৯/-আরসিডি/৩০_২০২৫/কে/১৩৬৮, তারিখ: ০৯-০১-২০২৬। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: টেন্ডার নং: আরসিডি৩০_২০২৫; কাজের নাম: কাটিহার ডিভিশনের প্রধান ট্রান্সফরমার সাব-স্টেশনগুলিতে এসইবি পাওয়ার সাপ্লাই ফিডের সাথে পাওয়ার সাপ্লাই-এর নির্ভরযোগ্যতার উন্নয়ন এবং সংশ্লিষ্ট/আনুষঙ্গিক কাজসমূহ। টেন্ডার মূল্য: ২,০৫,০৭,৯৮৪/- টাকা; বায়নার মূল্য: ২,৫২,৫০০/- টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ০২-০২-২০২৬ তারিখের ১৫:০০ ঘণ্টায় এবং খুলবে ০২-০২-২০২৬ তারিখের ১৫:৩০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য http:// www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনি. ডিইই/জি অ্যান্ড সিএইচজি./কাটিহার

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

Short Notice Inviting Tender No-01 of 2025-2026

Tender is invited by the Executive Engineer, Hooghly Division, PHE Dte. for various Govt. programme. Bid submission Closing Date **24.01.2026 up to 05.00 p.m.** For Details, corrigendum / addendum, participating contact undersigned office.

Sd/-
Executive Engineer
Hooghly Division, PHE Dte.

Dehimondalghat-I Gram Panchayat
Baradabar, Ajodhya, Dist- Howrah
Email Id-dmghat1@gmail.com

NOTICE INVITING TENDER No.: 09 OF 2025-26, Dated:- 16/1/2026

Bid Submission last date **27/01/2026**. For details visit office of the undersigned.

Sd/- Prodhan
Dehimondalghat-I Gram Panchayat

OFFICE OF THE COUNCILLORS OF MURSHIDABAD MUNICIPALITY
LALBAGH, P.O. & DIST.- MURSHIDABAD, PIN-742149
e-mail Id: murshidabadmunicipality@gmail.com
Office Phone & Fax No:-03482-270232

NOTICE INVITING e-Tender

e-Tender are invited through online Bid System under Following Tender (NIeT) No. **523/MM/NIeT/2025-26 and 524/MM/NIeT/2025-26, Dated: 19-01-2026 and 20.01.2026.** The last date for online submission of tender is **28-01-2026 (Wednesday) up to 14:00 Hours. and 29.01.2026 14 Hrs.** For details please visit website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Indrajit Dhar,
Chairman,
Murshidabad Municipality

Office of the Block Development Officer
Purbasthali-I Development Block
SRIRAMPUR, PURBA BARDHAMAN

NOTICE INVITING TENDER

1. **e-Tender Reference No- P-I/50/212/BDO/WBSDMA/2025-26**, Dated-20/01/2026 Tender ID: 2026_ZPHD 991837_1 to 6 has been floated 6nos. Tender under Purbasthali-I Dev, Block Fund Fund-WBSDMA

Look for detail you may visit **www.wbtenders.gov.in** and office notice board.

Sd/- B.D.O/E.O
Purbasthali-I Development Block/P.S
Srirampur, Purha Bardhaman.

OFFICE OF THE PURULIA-I DEVELOPMENT BLOCK
At-Chakda, Kotloi, Purulia, 723102.

Memo. No. 218/BDO/P-I Dated: 21/01/2026

Notice

Block Development Officer, Purulia-I Development Block invites E-tender as follows: **NIeT No.- WBPUR/BDO/NIet-40/25-26** dt.21.01.2026, for 24no. schemes **(Tender ID 2026_DM_5009050_01 to 2026_DM_5009050_24)** under APAS within the jurisdiction of Purulia-I Development Block. Last Date of tender submission is **28.01.2026 up to 5:55 pm** respectively. Details may be obtained from website: **https://tenders.wb.gov.in.**

Sd/-
Block Development Officer
Purulia-I Development Block

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Dy. Chief Engineer (Parks & Squares), KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/DCE(PS)/I/NC_L/25-26 (1st Call) Name of the work: **Supply of hired lorry for attending natural calamities in BR-I under P&S Department (Night Shift) from 6 P.M. to 6 A.M. (FY 2026-2027).**
(2) NIT No. : KMC/DCE(PS)/II/NC_L/25-26 (1st Call) Name of the work: **Supply of hired lorry for attending natural calamities in BR-II under P&S Department (Night Shift) from 6 P.M. to 6 A.M. (FY 2026-2027).**
(3) NIT No. : KMC/DCE(PS)/III/NC_L/25-26 (1st Call) Name of the work: **Supply of hired lorry for attending natural calamities in BR-III under P&S Department (Night Shift) from 6 P.M. to 6 A.M. (FY 2026-2027).**
(4) NIT No. : KMC/DCE(PS)/IV/NC_L/25-26 (1st Call) Name of the work: **Supply of hired lorry for attending natural calamities in BR-IV under P&S Department (Night Shift) from 6 P.M. to 6 A.M. (FY 2026-2027).**
(5) NIT No. : KMC/DCE(PS)/V/NC_L/25-26 (1st Call) Name of the work: **Supply of hired lorry for attending natural calamities in BR-V under P&S Department (Night Shift) from 6 P.M. to 6 A.M. (FY 2026-2027).**
(6) NIT No. : KMC/DCE(PS)/VI/NC_L/25-26 (1st Call) Name of the work: **Supply of hired lorry for attending natural calamities in BR-VI under P&S Department (Night Shift) from 6 P.M. to 6 A.M. (FY 2026-2027).**
(7) NIT No. : KMC/DCE(PS)/VII/NC_L/25-26 (1st Call) Name of the work: **Supply of hired lorry for attending natural calamities in BR-VII under P&S Department (Night Shift) from 6 P.M. to 6 A.M. (FY 2026-2027).**
(8) NIT No. : KMC/DCE(PS)/VIII/NC_L/25-26 (1st Call) Name of the work: **Supply of hired lorry for attending natural calamities in BR-VIII under P&S Department (Night Shift) from 6 P.M. to 6 A.M. (FY 2026-2027).**
(9) NIT No. : KMC/DCE(PS)/IX/NC_L/25-26 (1st Call) Name of the work: **Supply of hired lorry for attending natural calamities in BR-IX under P&S Department (Night Shift) from 6 P.M. to 6 A.M. (FY 2026-2027).**
(10) NIT No. : KMC/DCE(PS)/X/NC_L/25-26 (1st Call) Name of the work: **Supply of hired lorry for attending natural calamities in BR-X under P&S Department (Night Shift) from 6 P.M. to 6 A.M. (FY 2026-2027).**
(11) NIT No. : KMC/DCE(PS)/XI/NC_L/25-26 (1st Call) Name of the work: **Supply of hired lorry for attending natural calamities in BR-XI under P&S Department (Night Shift) from 6 P.M. to 6 A.M. (FY 2026-2027).**
(12) NIT No. : KMC/DCE(PS)/XII/NC_L/25-26 (1st Call) Name of the work: **Supply of hired lorry for attending natural calamities in BR-XII under P&S Department (Night Shift) from 6 P.M. to 6 A.M. (FY 2026-2027).**
(13) NIT No. : KMC/DCE(PS)/XIII/NC_L/25-26 (1st Call) Name of the work: **Supply of hired lorry for attending natural calamities in BR-XIII under P&S Department (Night Shift) from 6 P.M. to 6 A.M. (FY 2026-2027).**
(14) NIT No. : KMC/DCE(PS)/XIV/NC_L/25-26 (1st Call) Name of the work: **Supply of hired lorry for attending natural calamities in BR-XIV under P&S Department (Night Shift) from 6 P.M. to 6 A.M. (FY 2026-2027).**
(15) NIT No. : KMC/DCE(PS)/XV/NC_L/25-26 (1st Call) Name of the work: **Supply of hired lorry for attending natural calamities in BR-XV under P&S Department (Night Shift) from 6 P.M. to 6 A.M. (FY 2026-2027).**
(16) NIT No. : KMC/DCE(PS)/XVI/NC_L/25-26 (1st Call) Name of the work: **Supply of hired lorry for attending natural calamities in BR-XVI under P&S Department (Night Shift) from 6 P.M. to 6 A.M. (FY 2026-2027).**
(17) NIT No. : KMC/DCE(PS)/CR1/NC_L/25-26 (1st Call) Name of the work: **Supply of hired lorry for attending natural calamities in Control Room-I under P&S Department (Night Shift) from 6 P.M. to 6 A.M. (FY 2026-2027).**
(18) NIT No. : KMC/DCE(PS)/CR2/NC_L/25-26 (1st Call) Name of the work: **Supply of hired lorry for attending natural calamities in Control Room-II under P&S Department (Night Shift) from 6 P.M. to 6 A.M. (FY 2026-2027).**
(19) NIT No. : KMC/DCE(PS)/HYDRA1/25-26 (1st Call) Name of the work: **Deployment of hydra for combating natural calamities like thunder storm, Aila during monsoon at Control Room (6 A.M. to 6 A.M.) for Br-I to VII (round the clock basis) (FY 2026-2027).**
(20) NIT No. : KMC/DCE(PS)/HYDRA2/25-26 (1st Call) Name of the work: **Deployment of hydra for combating natural calamities like thunder storm, Aila during monsoon at Gurudwara Park, Br-VIII (6 A.M. to 6 A.M.) for Br-VIII to XVI (round the clock basis) (FY 2026-2027).**
(21) NIT No. : KMC/DCE(PS)/H_LAD1/25-26 (1st Call) Name of the work: **Deployment of Hydraulic Ladder for combating Natural Calamities in Night Shift (6 P.M. to 6 A.M.) at Tala Park in Br-I for Br-I and II for a period of 7 (Seven) months (FY 2026-2027).**
(22) NIT No. : KMC/DCE(PS)/H_LAD2/25-26 (1st Call) Name of the work: **Deployment of Hydraulic Ladder for combating Natural Calamities in Night Shift (6 P.M. to 6 A.M.) at Control Room, KMC HQ for Br-III, IV, XI and XII for a period of 7 (Seven) months (FY 2026-2027).**
(23) NIT No. : KMC/DCE(PS)/H_LAD3/25-26 (1st Call) Name of the work: **Deployment of Hydraulic Ladder for combating Natural Calamities in Night Shift (6 P.M. to 6 A.M.) at Gurudwara Park in Br-VIII for Br-VIII, X and XV for a period of 7 (Seven) months (FY 2026-2027).**
(24) NIT No. : KMC/DCE(PS)/H_LAD4/25-26 (1st Call) Name of the work: **Deployment of Hydraulic Ladder for combating Natural Calamities in Night Shift (6 P.M. to 6 A.M.) at Br-IX Office at Belvedere Road for Br-IX for a period of 7 (seven) months (FY 2026-2027).**
(25) NIT No. : KMC/DCE(PS)/H_LAD5/25-26 (1st Call) Name of the work: **Deployment of Hydraulic Ladder for combating Natural Calamities in Night Shift (6 P.M. to 6 A.M.) at College Square in Br-V for Br-V, VI and VII for a period of 7 (seven) months (FY 2026-2027).**
(26) NIT No. : KMC/DCE(PS)/H_LAD6/25-26 (1st Call) Name of the work: **Deployment of Hydraulic Ladder for combating Natural Calamities in Night Shift (6 P.M. to 6 A.M.) at Br-XIII and XIV Office for Br-XIII, XIV and XVI for a period of 7 (seven) months (FY 2026-2027).** Estimated cost: **Quotation invited (For Sl. No. 1 to 26).** Earnest money: **₹ 3,500.00 (For Sl. No. 1 to 18); ₹ 7,700.00 (For Sl. No. 19 & 20)** and **₹ 2,800.00 (For Sl. No. 21 to 26).** Period of completion: **7 months (For Sl. No. 1 to 26).**
(27) NIT No. : KMC/DCE(PS)/I/NC_M/25-26 (1st Call) Name of the work: **Arrangement for attending natural calamities in Br-I (FY 2026-2027).**
(28) NIT No. : KMC/DCE(PS)/II/NC_M/25-26 (1st Call) Name of the work: **Arrangement for attending natural calamities in Br-II (FY 2026-2027).**
(29) NIT No. : KMC/DCE(PS)/III/NC_M/25-26 (1st Call) Name of the work: **Arrangement for attending natural calamities in Br-III (FY 2026-2027).**
(30) NIT No. : KMC/DCE(PS)/IV/NC_M/25-26 (1st Call) Name of the work: **Arrangement for attending natural calamities in Br-IV (FY 2026-2027).**
(31) NIT No. : KMC/DCE(PS)/V/NC_M/25-26 (1st Call) Name of the work: **Arrangement for attending natural calamities in Br-V (FY 2026-2027).**
(32) NIT No. : KMC/DCE(PS)/VI/NC_M/25-26 (1st Call) Name of the work: **Arrangement for attending natural calamities in Br-VI (FY 2026-2027).**
(33) NIT No. : KMC/DCE(PS)/VII/NC_M/25-26 (1st Call) Name of the work: **Arrangement for attending natural calamities in Br-VII (FY 2026-2027).**
(34) NIT No. : KMC/DCE(PS)/VIII/NC_M/25-26 (1st Call) Name of the work: **Arrangement for attending natural calamities in Br-VIII (FY 2026-2027).**
(35) NIT No. : KMC/DCE(PS)/IX/NC_M/25-26 (1st Call) Name of the work: **Arrangement for attending natural calamities in Br-IX (FY 2026-2027).**
(36) NIT No. : KMC/DCE(PS)/X/NC_M/25-26 (1st Call) Name of the work: **Arrangement for attending natural calamities in Br-X (FY 2026-2027).**
(37) NIT No. : KMC/DCE(PS)/XI/NC_M/25-26 (1st Call) Name of the work: **Arrangement for attending natural calamities in Br-XI (FY 2026-2027).**
(38) NIT No. : KMC/DCE(PS)/XII/NC_M/25-26 (1st Call) Name of the work: **Arrangement for attending natural calamities in Br-XII (FY 2026-2027).**
(39) NIT No. : KMC/DCE(PS)/XIII/NC_M/25-26 (1st Call) Name of the work: **Arrangement for attending natural calamities in Br-XIII (FY 2026-2027).**
(40) NIT No. : KMC/DCE(PS)/XIV/NC_M/25-26 (1st Call) Name of the work: **Arrangement for attending natural calamities in Br-XIV (FY 2026-2027).**
(41) NIT No. : KMC/DCE(PS)/XV/NC_M/25-26 (1st Call) Name of the work: **Arrangement for attending natural calamities in Br-XV (FY 2026-2027).**
(42) NIT No. : KMC/DCE(PS)/XVI/NC_M/25-26 (1st Call) Name of the work: **Arrangement for attending natural calamities in Br-XVI (FY 2026-2027).**
(43) NIT No. : KMC/DCE(PS)/CR1/NC_M/25-26 (1st Call) Name of the work: **Arrangement for attending natural calamities in Control Room-I (FY 2026-2027).**
(44) NIT No. : KMC/DCE(PS)/CR2/NC_M/25-26 (1st Call) Name of the work: **Arrangement for attending natural calamities in Control Room-II (FY 2026-2027).** Estimated cost (Excluding CESS): **₹ 3,54,788.00 (For Sl. No. 27 to 36); ₹ 2,97,115.00 (For Sl. No. 37 to 44).** Earnest money: **₹ 7,100.00 (For Sl. No. 27 to 36). ₹ 6,000.00 (For Sl. No. 37 to 44).** Period of completion: **214 days (For Sl. No. 27 to 44).** Last date and time of submission of bid: **02.02.2026 - 1 P.M. (For Sl. No. 1 to 44).** Bid opening date for technical proposals (Online): **05.02.2026 - 2 P.M. (For Sl. No. 1 to 44).** The bid forms and other details shall be available on and from **22.01.2026 - 10 A.M. (For Sl. No. 1 to 44).** The website: **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 44).**

(2030/25-26)

গৃহস্থালী

সহজেই ঝকঝকে সুখের নীড়, সামান্য পরিকল্পনাতেই বদলে ফেলুন আপনার ঘরের চেহারা

সারাদিনের ক্লান্তি শেষে যে জায়গাটিতে ফিরে এসে শান্তি খুঁজে পাওয়া যায়, আবার ভোরের আলোয় যেখান থেকে নতুন দিনের শুরু-সেই জায়গাটি হল আমাদের নিজের ঘর। এই ' শান্তির নীড়' যদি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও গোছানো থাকে, তবে মনও থাকে হালকা, কাজের আগ্রহও বেড়ে যায়। অনেকেই ভাবেন, ঘর ঝকঝকে রাখতে হলে প্রচুর সময়, পরিশ্রম আর খরচের প্রয়োজন। কিন্তু বাস্তবে বিষয়টি মোটেও তেমন নয়। একটু ঠান্ডা মাথায় পরিকল্পনা করলেই এবং কিছু সহজ নিয়ম মেনে চললেই ঘর থাকবে তকতকে। প্রথম এবং সবচেয়ে জরুরি বিষয় হল-পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দায়িত্ব একা নেওয়ার মানসিকতা থেকে বেরিয়ে আসা। বাড়িতে যাঁরা থাকেন, সকলের হাতেই হাত মিলিয়ে ঘরদোর পরিষ্কার রাখার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। এই কাজ সহজ করতে সবচেয়ে কার্যকর পদ্ধতি হল একটি নির্দিষ্ট ক্লিনিং ক্যালেন্ডার তৈরি করা। সেই ক্যালেন্ডারে স্পষ্ট করে লেখা থাকবে-কোন কাজটি দৈনিক, কোনটি সাপ্তাহিক, মাসিক কিংবা বাসরিকভাবে করতে হবে। যেমন, প্রতিদিন মেঝে ঝাঁট দেওয়া, সপ্তাহে একদিন বাথরুম পরিষ্কার, মাসে একবার জানালার কাচ ধোয়া বা শীতের শেষে সিলিং ফ্যান পরিষ্কার করা। এই পরিকল্পনা থাকলে কোনও কাজ ভুলে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। ঘর পরিষ্কারের সময় একটি সহজ কিন্তু অত্যন্ত কার্যকর নিয়ম মনে রাখা দরকার-সবসময় উপর থেকে নিচে পরিষ্কার করুন। দেয়াল, সিলিং বা আলমারি

পরিষ্কার করার সময় প্রথমে উপরের অংশে হাত দিন। এতে উপরের ধুলো বা ময়লা নিচে পড়বে এবং শেষে মেঝে পরিষ্কার করলেই পুরো কাজ একবারেই শেষ হবে। এতে সময় যেমন বাঁচবে, তেমনই একই জায়গা বারবার পরিষ্কার করার ঝামেলাও থাকবে না। পরিষ্কার ঘর মানে শুধু ভেতরের যত্ন নয়, বাইরের নোংরা যাতে ঘরে ঢুকতে না পারে, সেদিকেও নজর দিতে হবে। বাড়িতে ঢোকার মুখেই জুতো খোলার জায়গা রাখুন। সম্ভব হলে সেটা দরজার বাইরেই রাখুন, আর যদি তা না হয়, তবে একেবারে দরজার পাশেই নির্দিষ্ট জায়গা করুন। একটি বড় ও ভালো মানের পাপোশ অবশ্যই রাখবেন, যাতে জুতোর তলা থেকে ধুলো-ময়লা সেখানেই ঝরে যায়। এই ছোট অভ্যাস ঘরের ভেতরের অনেকটা পরিষ্কার রাখে। বাড়ির সবচেয়ে সংবেদনশীল ও গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলির মধ্যে একটি হল বাথরুম। অনেকেই এই জায়গাটি পরিষ্কার করতে দেরি করেন, ফলে ময়লা জমে কাজ আরও কঠিন হয়ে ওঠে। নিয়ম করে সপ্তাহে অন্তত একবার শাওয়ার, কমোড, বেসিন ও টাইলস ভালোভাবে পরিষ্কার করলে ময়লা জমার সুযোগই পায় না। এতে দুর্গন্ধ কমে, জীবাণুর ঝুঁকিও অনেকটাই হ্রাস পায়। পরিষ্কার রাখার আরেকটি স্মার্ট উপায় হল-ধুলো কমানোর ব্যবস্থা করা। যত কম ধুলো জমবে, পরিষ্কার করাও তত সহজ হবে। দরজা-জানালা সবসময় খোলা না রেখে প্রয়োজন অনুযায়ী বন্ধ রাখুন। ঘরে থাকলে হেপা ফিল্টারযুক্ত ভ্যাকুয়াম ক্লিনার ব্যবহার করতে পারেন, যা সূক্ষ্ম ধুলো কণাও তুলে নেয়। এছাড়া পিউরিফায়ার ব্যবহার করলে বাতাসে ভাসমান ধুলো ও অ্যালার্জেন অনেকটাই কমে যায়। বাড়িতে যদি লোমশ পোষা প্রাণী থাকে, তবে তাদের নিয়মিত ব্রাশ করা ও স্নান করানো জরুরি। এছাড়াও, এয়ার ফিল্টার থাকলে নির্দিষ্ট সময় অন্তর অবশ্যই তা পরিবর্তন করুন। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার ক্ষেত্রে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল কাজ অসম্পূর্ণ না রাখা। অনেকেই সময় কোনও কাজ শুরু করে মাঝপথে অন্য কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েন তা ফেলে রাখেন অনেকে। এতে কাজ জমে যায় এবং পরে বার বার শুরু করতে আরও অনীহা আসে। তাই কোনও সাফাই কাজ শুরু করলে চেষ্টা করুন সেটি শেষ করেই ছাড়তে। যদি সত্যিই মাঝখানে বিরতি নিতে হয়, তবে পরে ফিরে এসে কাজটি সম্পূর্ণ করুন-এই মানসিকতা গড়ে তুলুন। সব মিলিয়ে বলা যায়, ঝকঝকে ঘরের জন্য প্রয়োজন নেই বড় কোনও ত্যাগের। দরকার শুধু সামান্য পরিকল্পনা, নিয়মিত অভ্যাস আর সবার সম্মিলিত উদ্যোগ। এই ছোট ছোট টিপসগুলি মাথায় রাখলেই আপনার ঘর শুধু পরিষ্কারই থাকবে না।

উত্তর-পূর্ব রেলওয়েতে সাহিত্য ও সরকারি ভাষা পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান

গোরখপুর, ২১ জানুয়ারীঃ ২১ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে গোরখপুরের রেলওয়ে অফিসার্স ক্লাবে সরকারি ভাষা বিভাগের পৃষ্ঠপোষকতায় একটি স্বাস্থ্য ও সাহিত্য সেমিনার এবং সরকারি ভাষা পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। প্রধান বাণিজ্যিক ব্যবস্থাপক শ্রী প্রকাশ চন্দ্র জয়সওয়ালের সভাপতিত্বে এই সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। স্বাস্থ্য সেমিনারে, ললিত নারায়ণ মিশ্র রেলওয়ে হাসপাতালের বিভাগীয় চিকিৎসা কর্মকর্তা ডাঃ দিলীপ কুমার অগ্রহরি জীবনধারা সম্পর্কিত রোগ প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ এবং চিকিৎসার উপর একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। এই অনুষ্ঠানে সরকারি ভাষা বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত আঞ্চলিক রেলওয়ে হিন্দি রচনা, বক্তৃতা, ভাষ্য, কুইজ এবং খসড়া লেখা প্রতিযোগিতা ২০২৫-এ কৃতিত্ব অর্জনকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সম্মানিত ও পুরস্কৃত করা হয়। হিন্দি কুইজ প্রতিযোগিতায় বারোজন কর্মকর্তা ও আটজন কর্মচারী, হিন্দি রচনা প্রতিযোগিতায় ছয়জন কর্মচারী, হিন্দি বক্তৃতা প্রতিযোগিতায় ছয়জন কর্মচারী এবং হিন্দি নোট লেখা ও খসড়া প্রতিযোগিতা ২০২৫-এ ছয়জন কর্মচারীকে তাদের অসাধারণ পারফরম্যান্সের জন্য প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ এবং অনুপ্রেরণামূলক পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান প্রধান চিকিৎসা পরিচালক ডঃ মোহাম্মদ এ.এ. খান উপস্থিত ছিলেন। সিম্পোজিয়ামে বক্তব্য রেখে, প্রিন্সিপাল প্রধান বাণিজ্যিক ব্যবস্থাপক শ্রী প্রকাশ চন্দ্র জয়সওয়াল ২০২৫ সালে অনুষ্ঠিত জোনাল রেলওয়ে হিন্দি রচনা, বক্তৃতা, নোট লেখা ও খসড়া প্রতিযোগিতা এবং সরকারী ভাষা সপ্তাহ উদযাপনের সময় অনুষ্ঠিত কুইজ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী পুরস্কারপ্রাপ্ত রেল কর্মীদের অভিনন্দন জানান। তিনি বলেন, উত্তর-পূর্ব রেলওয়ে সরকারী ভাষা বিভাগ স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিষয়গুলির উপর একটি সিম্পোজিয়াম এবং সাহিত্য সিম্পোজিয়াম আয়োজন করেছিল। এই বিষয়গুলি আজ অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। আধুনিক ও সমৃদ্ধ হওয়ার আকাঙ্ক্ষা বিভিন্ন মানসিক চাপ এবং উত্তেজনা তৈরি করছে এবং মানুষের মধ্যে অনেক রোগ বাড়ছে। এই রোগগুলির মধ্যে ডায়াবেটিস এবং হৃদরোগ সবচেয়ে মারাত্মক হয়ে উঠেছে। তিনি বলেন, আজকের সেমিনারে বিশেষ বক্তা হিসেবে বিভাগীয় চিকিৎসা কর্মকর্তা ডাঃ দিলীপ কুমার অগ্রাহরী গুরুতর রোগ সম্পর্কে অত্যন্ত তথ্যবহুল এবং কার্যকর তথ্য প্রদান করেছেন। বিভাগীয় চিকিৎসা কর্মকর্তা ডাঃ দিলীপ কুমার অগ্রাহরী ডায়াবেটিস, রক্তচাপ এবং ফ্যাটি লিভারের মতো জীবনধারা সম্পর্কিত বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করেছেন।

এসএমভিটি বেঙ্গালুরু-রাধিকাপুর-এসএমভিটি বেঙ্গালুরু এক্সপ্রেস সূচনা

কলকাতা, ২১শে জানুয়ারি, ২০২৬সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে ১৬২২৩১৬২২৪ এসএমভিটি বেঙ্গালুরু-রাধিকাপুর- এসএমভিটি বেঙ্গালুরু এক্সপ্রেস ট্রেনটি ২২.০১.২০২৬ তারিখ থেকে এসএমভিটি বেঙ্গালুরু থেকে ১৬২২৩ এসএমভিটি বেঙ্গালুরু-রাধিকাপুর এক্সপ্রেস হিসাবে এবং ২৫.০১.২০২৬ তারিখ থেকে রাধিকাপুর থেকে ১৬২২৪ রাধিকাপুর-এসএমভিটি বেঙ্গালুরু এক্সপ্রেস হিসাবে নিম্নলিখিত সময়সূচী অনুযায়ী চালু করা হবেঃ১৬২২৩ এসএমভিটি বেঙ্গালুরু-রাধিকাপুর এক্সপ্রেস ট্রেনটি ২২.০১.২০২৬ তারিখ থেকে প্রতি বৃহস্পতিবার ১৩ঃ৫০ ঘটিকায় এসএমভিটি বেঙ্গালুরু থেকে ছেড়ে যাবে এবং তৃতীয় দিন ১২ঃ৪৫ ঘটিকায় রাধিকাপুরে পৌঁছাবে। ফিরতি পথে, ১৬২২৪ রাধিকাপুর-এসএমভিটি বেঙ্গালুরু এক্সপ্রেস ট্রেনটি ২৫.০১.২০২৬ তারিখ থেকে প্রতি রবিবার ২১ঃ৩০ ঘটিকায় রাধিকাপুর থেকে ছেড়ে যাবে এবং তৃতীয় দিন ২০ঃ৪৫ ঘটিকায় এসএমভিটি বেঙ্গালুরুতে পৌঁছাবে।এই বিশেষ ট্রেনটি দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের আওতাধীন বালেশ্বর, খড়গপুর এবং আন্দুল স্টেশনে থামবে।

নামখানা ব্লকের সাতমাইল বাজারে অনুষ্ঠিত হলো ভারতীয় জনতা পার্টির কর্মীসভা। এই কর্মী সভায় ১২ টি পরিবার তৃনমূল কংগ্রেস ছেড়ে বিজেপিতে যাগদান করেন। কর্মী সভায় উপস্থিত ছিলেন মথুরাপুর সাংগঠনিক জেলার সম্পাদক বিপ্লব নায়েক, ছিলেন সাগর মন্ডল -৫ এর সভাপতি দিলীপ প্রধান সহ অন্যান্য কর্মীবৃন্দ।

এসটিকেকে রোডে বসে পড়ে বিক্ষোভ দেখায় তৃণমূল কর্মীরা

নিজস্ব সংবাদদাতা, বলাগড় ঃ বলাগড় বিডিও অফিসের সামনে এসটিকেকে রোড অবরোধ করে তৃণমূল। এখনও ফর্ম সেভেন বিক্ষোভ অব্যাহত। নরেঃ দ্র মোদী, অমিত শাহ, জ্ঞানেশ কুমারের কুশপুতুল নিয়ে বিক্ষোভ শুরু হয়েছে। কুশপুতুলে জুতোপেটা করে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। এসটিকেকে রোডে বসে পড়ে বিক্ষোভ দেখায় .তৃণমূল কর্মীরা। তৃণমূল সংখ্যালঘু সেলের অভিযোগ, বলাগ।রে কয়েক হাজার সংখ্যালঘু ভোটারের নাম পূরণ করে ফর্ম সেভেন জমা দেওয়া হয়েছে। যাঁদের নামে জমা দেওয়া হয়েছে, তাঁদের নাম বাদ যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। আবার শুনানিতে ডেকে হয়রানিরও সম্ভাবনা।তাই প্রতিবাদ বিক্ষোভ। বলাগ। ব্লক তৃণমূল নেতৃত্ব, প্রাক্তন বিধায়ক অসীম মাজি, বর্তমান জেলা পরিষদ সদস্য রুনা খাতুন,পূজা ধর,কোর কমিটির সদস্য নবীন গঙ্গোপাধ্যায়, শ্যামাপ্রসাদ রায় বঃেদ্যাপাধ্যায় ও সঞ্জয় দাস উপস্থিত। বলাগ। সংখ্যালঘু সেলের সভাপতি মীর জসিমউদ্দীনের অভিযোগ, বেছে বেছে তৃণমূল সমর্থকদের নামে ফর্ম সেভেন জমা দেওয়া হয়েছে। কারা এই ফর্ম জমা করেছে তাদের নাম জানাতে হবে।কারন প্রকৃত ভোটারের নাম বাদ দেওয়ার চক্রান্ত করছে বিজেপি। নির্বাচন কমিশন তাতে সঙ্গত করছে। তাঁদের বিরুদ্ধে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে বলে জানান তিনি।

ডিব্রুগড়-গোমতী নগর-ডিব্রুগড় অমৃত ভারত সাপ্তাহিক এক্সপ্রেস

গোরখপুর, ২০ জানুয়ারীঃ ভ্রমণকারী জনসাধারণের সুবিধার্থে, রেল প্রশাসন ১৫৯৪৯/১৫৯৫০ ডিব্রুগড়-গোমতী নগর-ডিব্রুগড় অমৃত ভারত সাপ্তাহিক এক্সপ্রেস নিয়মিতভাবে ৩০ জানুয়ারী, ২০২৬ থেকে ডিব্রুগড় থেকে এবং ১ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬ থেকে গোমতী নগর থেকে নিম্নলিখিতভাবে পরিচালনা করবেঃ ১৫৯৪৯ ডিব্রুগড়-গোমতী নগর অমৃত ভারত সাপ্তাহিক এক্সপ্রেস ৩০ জানুয়ারী, ২০২৬ থেকে প্রতি শুক্রবার রাত ৯ঃ০০ টায় ডিব্রুগড় থেকে ছেড়ে যাবে এবং রাত ৯ঃ৩৭ টায় মারানহাটে পৌঁছাবে, শিমলাগুড়ি জংশন। ২২.২৫ ঘন্টা থেকে, মারিয়ানি থেকে ২৩.২৫ ঘনন্টা পরের দিন ফারাকাটিং থেকে ০০.৪২ ঘন্টা, ডিমাপুর থেকে ০২.৪০ ঘন্টা, ডিফু থেকে ০৩.১৫ ঘন্টা, লামডিং থেকে ০৪.১০ ঘন্টা, হোজাই থেকে ০৫.০২ ঘন্টা, চাপরমুখ থেকে ০৫.৩৭ ঘন্টা, জাগি রোড থেকে ০৬.০৫ ঘন্টা, গুয়াহাটি থেকে ০৭.৪৫ ঘন্টা, কামাখ্যা থেকে ০৮.০২ ঘন্টা, রাঙ্গিয়া থেকে ০৮.৫২ ঘন্টা, নলবাড়ি থেকে ০৯.১০ ঘন্টা, বরপেটা রোড থেকে ০৯.৪৬ ঘন্টা, নিউ বঙ্গাইগাঁও থেকে ১০.৪০ ঘন্টা, কোকরাঝাড় থেকে ১১.২২ ঘন্টা, নিউ আলিপুরদুয়ার থেকে ১২.২৭ ঘন্টা, নিউ কোচবিহার থেকে ১২.৪৭ ঘন্টা, নিউ জলপাইগুড়ি থেকে ১৫.১০ টায় , আলুবাড়ী রোড থেকে ১৫.৫৪ এ এবং কিষাণগঞ্জ ১৬.২২ এ ছাড়বে, বারসোই ১৭.২২ এ, কাটিহার ১৯.৩০ এ, নবগাছিয়া ২০.১৫ এ, খাগড়িয়া ২১.১৯ এ, বেগুসরাই ২১.৫২ টায় , বেগুসরাই থেকে ২১.৫২ টায় , তৃতীয় দিন ৫২.৫২ এ ছাড়বে। ০০.২৩ এ হাজিপুর, ০০.৩৩ এ সোনপুর, ০২.৫০ এ ছাপরা, ০৩.৫০ এ সিওয়ান, ০৪.৫২ এ দেওরিয়া সদর, ০৭.০০ এ গোরখপুর, ০৭.০০ এ খলিলাবাদ, ০৮.১৬ এ বাস্তি, ০৮.১৬ এ মানকাপুর, ০৯.১০ এ. ক্যান্ট ১০.৪০ এ এবং বারাবাঙ্কি ১২.৩৮ এ পৌঁছে যাবেন গোমতী নগর দুপুর ১.৩০ মিনিটে।ফিরতি যাত্রায়, ১৫৯৫০ গোমতী নগর - ডিব্রুগড় অমৃত ভারত সাপ্তাহিক এক্সপ্রেস ০১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ থেকে প্রতি রবিবার ১৮ঃ৪০ ঘন্টায় গোমতী নগর থেকে ছাড়বে এবং ১৯ঃ১৪ টায় বারাবাঙ্কিতে, ২১ঃ৪০ টায় অযোধ্যা ক্যান্টে, ২০২৬-০২ঃ০২ এ পৌছাবে। মানকাপুর ২২ঃ৫৮ টায় , বস্তি ২৩ঃ৫০ টায় , খলিলাবাদ ০০ঃ১৮ টায় , গোরক্ষপুর ০২ঃ০০ টায় , দেওরিয়া সদর ০৩ঃ০০ টায়, সিওয়ান ০৪ঃ১০ টায় , ছাপরা ০৫ঃ২০ টায়, ছাপরা ০৫ঃ২০ টায়, হাপুর ০৪ঃ২০ টায় ০৭ঃ০০ টায় , বারাউনি ০৯ঃ১৫ টায় , বেগুসরাই ০৯ঃ৩৩ টায় , খাগরিয়া ১০ঃ২৫ টায় , নওগাছিয়া ১২ঃ০২ টায়।

চারদিন পর মিললো সুন্দরবনের নদীতে পড়ে যাওয়া পর্যটকের দেহ

নিজস্ব সসংববাদদাতা, কুলতলিঃবেড়াতে গিয়ে সুন্দরবনের মাতলা নদীতে পড়ে যাওয়া পর্যটকের দেহ মিললো চারদিন পর।শীত মানেই বেড়ানো। আর শীতকাল মানেই সু ন্দরবনে পর্যটকদের ঢল। রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার দেখার আশায় এ বছরও সু ন্দরবনে ভিড় জমিয়েছেন কযেক্ হাজার পর্যটক। সুন্দরবনে বেড়ানোর অন্যতম আকর্ষণ সারারাত লঞ্চে নদীর বুকে রাত কাটানো।আর এ বার সু ন্দরবনে ঘুরতে গিয়েই মর্মান্তিক পরিণতি হল এক পর্যটকের। সম্প্রতি গড়িয়া থেকে ২২ জনের পর্যটকের একটি দল সুন্দরবনে বেড়াতে যায়। গত শনিবার রাতে কুলতলির কৈখালির মাতলা নদীতে লঞ্চে রাত কাটাচ্ছিল ওই পর্যটকদের দলটি।সেই সময়ই আচমকা লঞ্চ থেকে পা পিছলে নদীতে পড়ে যান সুমন পাল নামে ওই পর্যটক। ৩৫ বছরের ওই যুবক পাটুলি থানাএলাকার ব্রিজি পশ্চিমপাড়ার বাসিন্দা ছিলেন।

CHANGE OF NAME

I JAYNAL MOLLA,S/O-Soleman Molla Residing at Vill-&-P.O-Bargram,P.S-Shyampur, Dist- Howrah,Pin-711312,W.B, do hereby Solemnly affirm and declares as follows, That my actual name is JAYNAL MOLLA That has been reflected in my Aadhaar card Vide No.973436422498 and also in my Voter Id Card Vide No.YWJ2036515.That due to Inadvertence my name has been wrongly written in my Voter List in the year of 2002 Vide 172 Shyampur Constituency Vide Serial No.422, Part No.39 as MOLLA JAYED in place of my actual name is JAYNAL MOLLA, That said JAYNAL MOLLA and MOLLA JAYED S/O-Soleman Molla is the same and one identical person Vide affidavit Before the Notary public at Uluberia, Howrah, Date-20/01/26

CHANGE OF NAME

I SEKH SIRAJUL S/O- SEKH ROUSON ALI, Residing at Vill-Nischindapur, P.O-Shyampur, Dist- Howrah, (That my actual name is SEKH SIRAJUL) That said SEKH SIRAJUL, SIRAJUDDIN and SEKH SIRAJUDDIN is the same and one identical person. Vide affidavit In the court of Ld. Judicial Magistrate (1st Class) at Howrah, Date-19/01/26

CHANGE OF NAME

I PHANI SANA S/O KISHORI SANA residing at Kulpi Barbaria, Daria, Dist-South 24 Parganas-743332, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as PHANIBHUSAN SANA as declared before the Notary Public at Kolkata vide affidavit Dated 21/01/2026. PHANI SANA and PHANIBHUSAN SANA both are same and identical person.

CHANGE OF NAME

I, Mahidul Hossain, S/o Ali Hossain, R/o Vill & Po-Goragachha, Ps-Kalyani, Nadia Pin-741245, West Bengal, India, do hereby declare that in my Aadhaar card no (956632744154) voter card no (UHG1650803) and all other relevant document my father name has been recorded as Ali Hossain instead of Ali Hossain Mondal s/o Mahammad Ali Mondal (as Recorded in the voter list of 2002) in an affidavit no -144, dated- 20/01/2026, submitted in the court of A.C.J.M. (1st Class) at Kalyani, Nadia, I do declare that Mahidul Hossain s/o Ali Hossain, G s/o Mahammad Ali Mondal and Mahidul Hossain s/o Ali Hossain Momdal, G s/o Mahammad Ali Mondal will be considered as same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Mehemud Hossain, S/o Ali Hossain, R/o Vill & Po-Goragachha, Ps-Kalyani, Nadia Pin-741245, West Bengal, India, do hereby declare that in my Aadhaar card no (403370245977) voter card no (UHG2658912) and all other relevant document my father name has been recorded as Ali Hossain instead of Ali Hossain Mondal s/o Mahammad Ali Mondal (as Recorded in the voter list of 2002) in an affidavit no -136, dated- 20/01/2026, submitted in the court of A.C.J.M. (1st Class) at Kalyani, Nadia, I do declare that Mehemud Hossain s/o Ali Hossain, G s/o Mahammad Ali Mondal and Mehemud Hossain, s/o Ali Hossain Mondal, G s/o Mahammad Ali Mondal will be considered as same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Abusoyaleb Mondal, S/o Late Noor Mohammad, R/o Vill & Po-Goragachha, Ps-Kalyani, Nadia Pin-741245, West Bengal, India, do hereby declare that in my Aadhaar card no (794870316193) voter card no (UHG1650167) and all other relevant document my name has been recorded as Abusaleb Kanta s/o Noor Mahammad Kanta as Recorded in the voter list of 2002,(82 Chakdaha, part no-157, slno-19) in an affidavit no -136, dated- 20/01/2026, submitted in the 2nd court of A.C.J.M. (1st Class) at Kalyani, Nadia, I do declare that Abusoyaleb Mondal s/o Late Noor Mahammad and Abusaleb Kanta s/o Noor Mahammad Kanta is the same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, GAFUR SARDAR (old name) S/O - MAHARAM SARDAR residing at VILL- SHUBRAJPUR PO - NATIDANGA PS - THANARPARA DIST - NADIA PIN - 741152. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from GAFUR SARDAR (old name) to GAFFAR SARDAR (new name) and henceforth, I shall be Known as GAFFAR SARDAR (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public at Berhampore court dated on 21/01/2026. GAFFAR SARDAR (new name) & GAFUR SARDAR (old name) both name are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, MD ASHAB BARI MONDAL (old name) S/O - JATAI MONDAL residing at VILL & PO -JHITKIPOTA PS - KOTWALI DIST - NADIA PIN -741102. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from MD ASHAB BARI MONDAL (old name) to ASABBARI MONDAL (new name) and henceforth, I shall be Known as ASABBARI MONDAL (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Id EXECUTIVE MAGISTRATE KRISHNAGAR JUDGES court NADIA dated on 28/11/2025. ASABBARI MONDAL(new name) & MD ASHAB BARI MONDAL (old name) both name are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, SADER ALI (old name) S/O - KASED ALI SK residing at VILL- DIARA PO - BHALKUNDI PS - KHARGRAM DIST - MURSHIDABAD PIN -742159. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from SADER ALI (old name) to SADER ALI SK (new name) and henceforth, I shall be Known as SADER ALI SK (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the NOTARY PUBLIC AT BERHAMPORE court, MURSHIDABAD dated on 21/01/2026. SADER ALI SK (new name) & SADER ALI (old name) both name are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, SARUL SHAIKH (old name) S/O - SABER ALI residing at VILL - SANKARPUR PO - SANKARPUR PS - KHARGRAM DIST - MURSHIDABAD PIN-742157. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from SARUL SHAIKH (old name) to SARUL SK (new name) and henceforth, I shall be Known as SARUL SK (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the JUDICIAL MAGISTRATE 1ST CLASS AT KANDI court, MURSHIDABAD dated on 23/12/2025. SARUL SK (new name) & SARUL SHAIKH (old name) both name are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Bornali Saren (old name) wife of Niladri Kumar Soren, residing at 7/1A/5,Picnic Garden,1St Lane Ps.Tiljala Kolkata pin-700039, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Barnali Soren (New Name) as declared before the notary public at Kolkata, vide an affidavit , dated 21/02/2026. Barnali Soren (New Name) and Bornali Saren (old name) both are same and identical person.

CHANGE OF NAME

I, Saiful Mondal, Son of Late Rahed Boksh Mondal, residing at Vill-kantabele, Po-Goragachha, Ps-Kalyani, Nadia Pin-741245, West Bengal, India, do hereby notified that my Father's name Rahed Mondal, Rahid Box Mondal, Rahed Boksh Mondal (old name as per Voter Id Card No WB/12/082/456380, Sl no-302, Part-158, Jl no-89, Khatian-175) shall henceforth be known as declared before the Court of Ld. A.C.J.M. II (1st Class) at Kalyani, Nadia, vide an affidavit dated 20/01/2026. Rahed Mondal, Rahid Box Mondal, Rahed Box Mondal and Rahed Boksh Mondal both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, REHANA ALAM (old name) W/O - RAFIK ALAM residing 46 BERHAMPORE KANSHARI BAZARPO - BERHAMPORE PS - BERHAMPORE DIST - MURSHIDABAD PIN -742101. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from REHANA ALAM (old name) to REHANA ALI (new name) and henceforth, I shall be Known as REHANA ALI (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public at Lalbagh court dated on 05/06/2025. REHANA ALI (new name) & REHANA ALAM (old name) both name are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Sudipta Saha (Aadhar, PAN & Voter Card), W/o.- Gour Chandra Saha, R/o.- 56J, Dr. Suresh Chandra Banerjee Road, Beleghata, Kol-10, WB, declare that my actual name has been wrongly recorded as Sudipta Nayak in 2002 Voter List, in place of Sudipta Saha, vide Affidavit No. 730/26, dtd. 14.01.2026, in the Court of Ld. 1st Class, Judicial Magistrate at Alipore. That, Sudipta Saha & Sudipta Nayak both are same & one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Md Abdul Rahaman (Old Name) S/o Lt. Jaber Ali Residing at Vill. 147 Uttar Bhotbari, P.O. Bhotbari, P.S. Mekliganj, Dist. Coochbehar, Pin-735301 West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Abdul Rahaman (New Name) as declared before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Mekhliganj vide Affidavit no- 74 Dated 14-01-2026. Md Abdul Rahaman and Abdul Rahaman both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, RANAJIT CHANDRA (old name) S/O - FANIBHUSAN CHANDRA residing at VILL- LABHPUR PO - LABHPUR PS - LABHPUR DIST - BIRBHUM PIN -731303. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from RANAJIT CHANDRA (old name) to RANJIT CHANDRA (new name) and henceforth, I shall be Known as RANJIT CHANDRA (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public at Berhampore court, MURSHIDABAD dated on 21/01/2026. RANJIT CHANDRA (new name) & RANAJIT CHANDRA (old name) both name are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Sabbir Ali and Bappar Ali, Son of Late Rajak Ali, residing at Ghoragachha, Po-Goragachha, Ps-Kalyani, Nadia Pin-741245, West Bengal, India, do hereby notified that my Father's name Rejakali Bangar (old name as per Voter Id Card No WB/12/082/453090) shall henceforth be known as Rejak Ali (new name), as declared before the Court of Ld. A.C.J.M. II (1st Class) at Kalyani, Nadia, vide an affidavit dated 16/01/2026. Rejakali Bangar (old name) and Rejak Ali (new name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Nazrul Shaikh (Old Name) S/O– Majid Sekh residing at Vill & Po-Chandanpur, Ps-Nakashipara , Dist-Nadia , West Bengal 741162 do hereby declared that I have changed my name from Nazrul Shaikh to Nazrul Sekh and henceforth I shall be known as Nazrul Sekh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 20/01/2026. My name Nazrul Sekh & Nazrul Shaikh both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Mirajul Islam, my father's (Old Name) Iyadul Islam resident of Vill-Karkatpara PO-Pulinda , PS-Beldanga , Murshidabad, West Bengal 742134 do hereby declared that I have changed my father's name from Iyadul Islam to Md Yeadul Islam and henceforth my father's name shall be known as Md Yeadul Islam (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 21/01/2026. My father's name Md Yeadul Islam & Iyadul Islam both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Abul Basher (Old Name) S/O– Kalmuddin Sk residing at Vill & PO-Debpur, PS-Beldanga , Murshidabad, West Bengal 742134 do hereby declared that I have changed my name from Abul Basher to Md Abul Basher and henceforth I shall be known as Md Abul Basher (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 21/01/2026. My name Md Abul Basher & Abul Basher both are same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি, নুরেফা খাতুন, স্বামী-মিন্টু সেখ গ্রাম-কান্দরা, পোস্ট- মালিহাটি থানা- সালার, জেলা-মুর্শিদাবাদ, ৭৪২৪০১, আমার পিতার সঠিক নাম সামসু সেখ পিতা-ওবানি সেখ, যেটা আমার পিতার আধার কার্ড (৪৮৫৩-৮৮৭৩-০৫৬৭) ও ভোটার কার্ড নম্বর (HRL1536614) উল্লেখিত আছে। এবং আমার পিতার ভুল নাম সামস সেখ পিতা-উকলী সেখ, যেটা আমার পিতার ২০০২ বছরের ভোটার লিস্ট তালিকায় উল্লেখিত আছে। আমার পিতার নাম সামসু সেখ পিতা-ওবানি সেখ, এবং সামস সেখ পিতা-উকলী সেখ দুজনেই একই ব্যক্তি

সুচিকিৎসা মাসিক পত্রিকা

CHANGE OF NAME

I, Md Abdul Majed (Old Name) S/O-Mobarak Sekh resident of Vill-Gangulipara , Po-Kolan Radhakantapur , Ps-Ranital , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742123 do hereby declared that I have changed my name from Md Abdul Majed to Majed Sekh and henceforth I shall be known as Majed Sekh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 26/09/2025. My name Majed Sekh & Md Abdul Majed both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Sibajee Biswas (Old Name) S/O– Shibkumar Biswas residing at Vill & PO-Bathangachi , PS-Hanskhali , Nadia , West Bengal 741507 do hereby declared that I have changed my name from Sibajee Biswas to Shibaji Biswas and henceforth I shall be known as Shibaji Biswas (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 21/01/2026. My name Shibaji Biswas & Sibajee Biswas both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Rakesh Chandra Mondal (Old Name) S/O–Bidhan Mondal residing at Vill-Panchdara , PO-Panchdara Abhoynagar , PS-Tehatta , Nadia , West Bengal 741156 do hereby declared that I have changed my name from Rakesh Chandra Mondal to Rakesh Mondal and henceforth I shall be known as Rakesh Mondal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 15/01/2026. My name Rakesh Mondal & Rakesh Chandra Mondal both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Sibh Kumar Biswas (Old Name) S/O–Gosta Biswas residing at Vill & PO-Bathangachi , PS-Hanskhali , Nadia , West Bengal 741507 do hereby declared that I have changed my name from Sibh Kumar Biswas to Shibkumar Biswas and henceforth I shall be known as Shibkumar Biswas (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 21/01/2026. My name Shibkumar Biswas & Sibh Kumar Biswas both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Bidhan Chandra Mondal (Old Name) S/O– Bholanath Mondal residing at Vill-Panchdara , PO-Panchdara Abhoynagar , PS-Tehatta , Nadia , West Bengal 741156 do hereby declared that I have changed my name from Bidhan Chandra Mondal to Bidhan Mondal and henceforth I shall be known as Bidhan Mondal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 15/01/2026. My name Bidhan Mondal & Bidhan Chandra Mondal both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Md Nurul Hoda (Old Name) S/O– Jattul Sk residing at Vill & PO-Jajigram , PS-Paikar , Birbhum , West Bengal 731221 do hereby declared that I have changed my name from Md Nurul Hoda to Nurul Hoda and henceforth I shall be known as Nurul Hoda (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 21/01/2026. My name Nurul Hoda & Md Nurul Hoda both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Ka E Naat Imtiaz (old name) daughter of Imtiaz Mohammed, residing at 11, Bed Ford Lane, Park Street, Kolkata - 700016, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Kaenaat Imtiaz (new name) as sworn before the Notary Public at Kolkata vide affidavit No. 8 dated 20/01/2026. Ka E Naat Imtiaz (old name) and Kaenaat Imtiaz (new name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Kabirul Haque (Old Name) S/o Azizul Haque Residing at Vill - Abua, P.o - Pakapoler Hat, P.s - Hatisala, District - South 24 Parganas, Pin - 700135, West Bengal, India, Have Changed my name and shall henceforth be known as Md Kabirul Haque (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Date 20-01-2026. Kabirul Haque (Old Name) and Md Kabirul Haque (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Smita (Old Name) W/o Rajiv Kumar Sareen Residing at Flat - 5A, Block E, 34/35/2/1, Sri Aurabinda Road, Salkia, District - Howrah, Pin - 711106, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Smita Sareen (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 9 Dated 16-01-2026. Smita (Old Name) and Smita Sareen (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Rajiv Sareen (Old Name) S/o Om Prakash Sareen Residing at Flat - 5A, Block E, 34/35/2/1, Sri Aurabinda Road, Salkia, District - Howrah, Pin - 711106, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Rajiv Kumar Sareen (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 10 Dated 16-01-2026. Rajiv Sareen (Old Name) and Rajiv Kumar Sareen (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Biswadeep Mukherjee (Old Name) S/o Durgadas Mukherjee Residing at 139, B.B. Chatterjee Road, Kasba, District - Kolkata, Pin - 700042, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Biswadip Mukherjee (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 20-01-2026. Biswadeep Mukherjee (Old Name) and Biswadip Mukherjee (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Nayyar Alam (Old Name) S/o Md Khurshid Alam Residing at Muradganj, Balarampur, P.o - Rangadih, District - Purulia, Pin - 723143, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Nayyar Alam Hashmi (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 20-01-2026. Nayyar Alam (Old Name) and Nayyar Alam Hashmi (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Selina Mondal (Old Name) W/o Ismail Mondal Residing at Vill+P.o - Satberia, P.s - Gopalnagar, District - North 24 Parganas, Pin - 743262, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Shahina Mondal (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 20-01-2026. Selina Mondal (Old Name) and Shahina Mondal (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Sibnath Biswas (Old Name) S/o Pramod Ranjan Biswas Residing at 141, Raja Ram Mohan Roy Road, P.o - Paschim Putiari, P.s - Behala, District - Kolkata, Pin - 700041, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be Known as Shib Nath Biswas (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 21-01-2026. Sibnath Biswas (Old Name) and Shib Nath Biswas (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Sarswati Devi (Old Name) W/o Shankar Shaw Residing at 13/2, Makhla Kulipara, P.o - Makhla, P.s - Uttarpara, District - Hooghly, Pin - 712245, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be Known as Saraswati Shaw (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 21-01-2026. Sarswati Devi (Old Name) and Saraswati Shaw (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Jyotsna Mozumder, Jyotsna De (Old Name) W/o Pradip Dey Residing at Kalupukur Main Road, Vagar More, P.o+P.s - Chandannagar, District - Hooghly, Pin - 712136, West Bengal, India, Have Changed my name and shall henceforth be known as Jyotshna Dey (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Date 21-01-2026. Jyotsna Mozumder, Jyotsna De (Old Name) and Jyotshna Dey (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Ghosh Surojit Siddheswar (Old Name) S/o Siddheswar Ghosh Residing at Narna, P.o - Domjur, P.s - Domjur, District - Howrah, Pin - 711405, West Bengal, India, Have Changed my name and shall henceforth be known as Surojit Ghosh (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Date 21-01-2026. Ghosh Surojit Siddheswar (Old Name) and Surojit Ghosh (New Name) both are same and one identical person.

চলছে রাজ জেগে প্রস্তুতি, সরস্বতী পুজোয় বিশেষ আকর্ষণ 'অশ্বমেধের ঘোড়া'!

নিজস্ব প্রতিনিধি, কালনা, ২১ জানুয়ারি ঃ আর মাত্র একদিন। সরস্বতী পুজোর আগমনে গোটা

রাজ্যজুড়েই উৎসবের আমেজ। তবে পূর্ব বর্ধমান জেলার কালনা শহরে এই উন্মাদনা যেন কয়েক ধাপ বেশি। বছরের পর বছর ধরে সরস্বতী পুজোর জাঁকজমকে কালনা নিজের আলাদা পরিচিতি গড়ে তুলেছে। এখন শহরজুড়ে শুধুই সাজো সাজো রব। অলিগলি থেকে মাঠ, সব জায়গাতেই ব্যস্ততা, রাত জেগে চলছে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি। কালনার প্রায় প্রতিটি ক্লাবই এবার শহরবাসীর জন্য রাখছে চোখধাঁধানো চমক। কোথাও অভিনব থিম, কোথাও আবার প্রতিমার বিশেষত্ব, সব মিলিয়ে লক্ষাধিক টাকা বাজেটে তৈরি হচ্ছে একের পর এক আকর্ষণীয় পুজো। তার মধ্যেই আলাদা করে নজর কেড়েছে কালনা কোল্ডস্টোরেজ মাঠের ত্রিধারা পুজো কমিটির সরস্বতী পুজো। পুজো উদ্যোক্তাদের তরফে সৌরভ বসু বলেন, এই প্যান্ডেলের মাধ্যমে আমরা একটা পরিবেশ সচেতনতার বার্তাও দিতে চাইছি। সেই কারণেই বেশিরভাগ পরিবেশবান্ধব উপকরণ দিয়ে এই প্যান্ডেল সাজানো হয়েছে। এখন সরস্বতী পুজো আমাদের কালনা শহরের প্রধান উৎসব হয়ে উঠেছে। এই কয়েকটা দিন আমরা খুব আনন্দ করি আর ব্যস্তও থাকি। এবছর ত্রিধারা পুজোর ভাবনায় রয়েছে এক ব্যতিক্রমী চমক 'অশ্বমেধের ঘোড়া'। জানা গেছে, কালনা শহরের মধ্যে এটাই এবছরের সবথেকে উঁচু প্যান্ডেল। বিশালাকৃতির এই প্যান্ডেল ইতিমধ্যেই শহরবাসীর কৌতূহল বাড়িয়ে তুলেছে। জোরকদমে চলছে প্রস্তুতির কাজ। পূর্ব বর্ধমান জেলার পাটুলি থেকে আনা হয়েছে সুবিশাল সরস্বতী প্রতিমা, আর মেদিনীপুরের দক্ষ শিল্পীদের নিপুণ হাতে ধীরে ধীরে রূপ পাচ্ছে গোটা প্যান্ডেল। বিশেষত্ব এখানেই শেষ নয়। পাট, কাপড়ের টুকরো- সহ নানা ধরনের পরিবেশবান্ধব উপকরণ ব্যবহার করে সাজিয়ে তোলা হচ্ছে এই প্যান্ডেল। যা একদিকে যেমন দৃষ্টিনন্দন, তেমনই পরিবেশ সচেতনতার বার্তাও দিচ্ছে। গোটা প্যান্ডেল জুড়ে রয়েছে পাটের আকর্ষণীয় শিল্পকর্ম, যা দর্শনার্থীদের আলাদা করে মুগ্ধ করবে বলেই মনে করছেন উদ্যোক্তারা। শিল্পী বলেন, প্যান্ডেলের মধ্যে আকর্ষণীয় পাটের কাজ রয়েছে রাতের আলোয় দেখতে বেশি ভালো লাগবে। আমরা কুড়িজন শিল্পী রয়েছি, প্রায় কুড়ি দিনের বেশি সময় লাগলো এই প্যান্ডেল তৈরি করতে। প্রায় ৭ লক্ষ টাকা বাজেটে আয়োজিত এই পুজোর মাধ্যমে ত্রিধারা পুজো কমিটি এবছর চতুর্থ বর্ষে পা রাখল। আগামী ২২ তারিখ, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হবে এই পুজোর। সব মিলিয়ে, এবারের সরস্বতী পুজোয় কালনার মানচিত্রে ত্রিধারা পুজো যে অন্যতম বড় আকর্ষণ হতে চলেছে, তা বলাই যায়।

কর্মবিরতি চুক্তিভিত্তিক অস্থায়ী সাফাইকর্মীদের, দুর্ভোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ২১ জানুয়ারি ঃ বকেয়া বেতনের দাবিতে কর্মবিরতি শুরু করলেন মালদা মেডিক্যাল কলেজের অস্থায়ী সাফাইকর্মীরা। বুধবার সকাল থেকে কর্মবিরতিতে শামিল হন চুক্তিভিত্তিক প্রায় শতাধিক অস্থায়ী সাফাইকর্মী। জরুরি বিভাগের সামনে অবস্থান শুরু করেন তাঁরা। তাঁদের কর্মবিরতিতে দুর্ভোগে পড়েন রোগীর আত্মীয়েরা। কর্মীরা কাজ না করায় রোগীদের কোলে নিয়ে তাঁদের আত্মীয়েরা ওয়ার্ডে নিয়ে যাচ্ছেন। জানা গেছে, অস্থায়ী কর্মীরা ঠিকাদার সংস্থার মাধ্যমে নিয়োগ হন। পাঁচ মাস ধরে তাঁরা বেতন পাচ্ছেন না বলে অভিযোগ। মঙ্গলবার বকেয়া বেতনের দাবিতে মেডিক্যাল কলেজ কর্তৃপক্ষকে ঘেরাও করেও কোনও সুরাহা না হওয়ায় বুধবার তাঁরা কর্মবিরতি শুরু করেন। আলোচনা করে সমস্যা মেটানোর প্রক্রিয়া চলছে বলে জানা গেছে মেডিক্যাল কলেজ কর্তৃপক্ষের তরফে।

টোটো করে বাড়ি ফেরার সময় ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনা, আহত একাধিক ছাত্রছাত্রী

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ২১ জানুয়ারি ঃ মাদ্রাসা থেকে বাড়ি ফেরার সময় মোটরসাইকেলের সঙ্গে টোটো গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে আহত হলেন পাঁচজন ছাত্রছাত্রী। ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার দুপুর নাগাদ মুর্শিদাবাদের সুতি থানার অন্তর্গত হারুয়া- গাইঘাটা মোড়ে কেবি রোডে। এই দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন টোটো এবং বাইক চালকও। দুর্ঘটনার পর আহত ছাত্র-ছাত্রীদেরকে চিকিৎসার জন্য জঙ্গিপুর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে দুর্ঘটনাগ্রস্ত টোটোর চালক এবং এক ছাত্রের অবস্থা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক। দুর্ঘটনার খবর পাওয়ার পরই সুতি থানার অন্তর্গত আহিরণ ফাঁড়ির পুলিশ এলাকায় পৌঁছে উদ্ধার কাজ শুরু করে। ইতিমধ্যেই পুলিশের তরফ থেকে দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাইক এবং টোটোটিকে আটক করা হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বুধবার দুপুর নাগাদ বীরভূমের রাজগ্রাম এলাকার একটি মাদ্রাসা থেকে টোটো করে মুর্শিদাবাদের সুতির গাইঘাটা গ্রামে কয়েকজন ছাত্রছাত্রী বাড়িতে আসছিলেন। টোটটি যখন গাইঘাটা মোড়ের কাছাকাছি কেবি রোডের উপর ছিল সেই সময় উল্টো দিক থেকে একটি বাইক দ্রুতগতিতে এসে টোটোটিকে মুখোমুখি ধাক্কা মারে। বাইকটির সঙ্গে সংঘর্ষের অভিঘাতে টোটোয় থাকা ছাত্রছাত্রীরা রাস্তার দু'ধারে পড়ে গিয়ে গুরুতর আহত হন। দুর্ঘটনার খবর পাওয়ার পরই স্থানীয় বাসিন্দারা উদ্ধারকার্যে হাত লাগান। ঘটনাস্থলে পুলিশ পৌঁছে অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করে আহতদেরকে জঙ্গিপুর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করে। স্থানীয় এক বাসিন্দা জানান, দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাইকটি অত্যন্ত দ্রুত গতিতে চলছিল। গ্রামের রাস্তায় একটি বাঁকের কাছে উল্টো দিক থেকে আসার টোটোটিকে সময়মতো দেখতে না পেয়ে সেটিকে সজোরে গিয়ে ধাক্কা মারে। খাবিরুল শেখ নামে আহত এক ছাত্রের আত্মীয় জানান, দুর্ঘটনায় যে সমস্ত ছাত্ররা আহত হয়েছেন তারা সবাই বীরভূমের রাজগ্রামে একটি মাদ্রাসায় পড়াশোনা করে। আজকে ওই ছাত্ররা নিজেদের বাড়িতে ফিরে আসছিল। টোটোটি গাইঘাটা মোড়ের কাছাকাছি পৌঁছালে সেই সময় উল্টো দিক থেকে আসা একটি বাইক সজোরে টোটোকে ধাক্কা মারে। এর ফলে টোটো এবং বাইকের সামনের অংশ দুমড়ে যায়। বাইক এবং টোটোতে থাকা সকলেরই কমবেশি চোট লেগেছে।

এস আই আরের নোটিশ, তাই বাড়ি ফিরতে তোড়জোর নদীয়ার শিউলির

দেবশ্রী মজুমদার, রামপুরহাট, ২১ জানুয়ারি ঃ এস আই আরের নোটিশ, তাই বাড়ি ফিরতে তৎপর নদীয়ার শিউলি ভোলা সেখ। বাড়ি নদীয়ার দেবগ্রামে। আশ্বিনের ২০ তারিখ রামপুরহাটের বড়শাল গ্রামে ভোলা শিউলি তার অস্থায়ী আস্তানা গেড়ে। মাস চারেক হলো ব্যবসা করেছেন। ফেব্রুয়ারী মাস শেষ করে মার্চে বাড়ি রওনা দেন শিউলিরা। ভোলা সেখ জানান, দু'দিন আগে নোটিশ পেয়েছেন এস আই আর শুনানির। এদিন তিনি বলেন, প্রতি বছর খেজুর রস সংগ্রহে আসি। এবছর তাড়াতাড়ি চলে যেতে হচ্ছে। একমাসে পঞ্চাশ ষাট হাজার টাকার গুড়ের ক্ষতি হলো। কী আর করতে পারি। আমাদের এলাকায় অনেকের নামে নোটিশ এসেছে। ৩১ জানুয়ারি ব্লক অফিসে শুনানি। সব গাছের ছা খুলে দিয়ে বাড়ি রওনা দেব কালকেই। কাগজপত্র দেখতে হবে খুব টেনশন হচ্ছে। ভোলা সেখ ও তাঁর নবম শ্রেণীতে পড়া বড়ো ছেলে আকাশ সেখ এসেছে। বাড়িতে রয়েছে বাবা আসারুদ্দিন সেখ, মা মানোয়া সেখ এবং এক ছেলে ও এক মেয়ে। তারা চতুর্থ এবং পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ে। স্থানীয় একশোটি খেজুর গাছ ইজারা নিয়েছেন। প্রতি সিজনে গাছ পিছু সাড়ে সাতশো গুড় দিতে হয় গাছের মালিককে। রসের হাঁড়ি নামিয়ে বেলার দিকে গাছে 'ছা' দিয়ে ভাঁড় বেঁধে দিয়ে আসতে হয়। ভোরবেলা গাছ থেকে ভাঁড় নামিয়ে এনে গুড় জ্বাল দেওয়া হয়। কয়েক ঘন্টা ওই রস জ্বাল না দিয়ে ফেলে রাখলে খেজুরের রস গেঁজে যেতে থাকে। তৈরি হয় নেশার রস 'তাড়ি'। তাই সময় ও তাক বুঝে কাজ করতে হয়। দিনের বেলা খেজুর গাছের থেকে যে রস বেরোয়, তাকে বলে 'ঝরা-রস'। এই রস থেকে তৈরি গুড় আদৌ সুগন্ধি হয় না। তাই সকাল সকাল কাজ শুরু হয়ে যায় শিউলিদের। গাছ তৈরি করতেও তো পনেরো দিন সময় লাগে। সকালে গাছ থেকে রস নামানো হয়। রস মেরে গুড় তৈরী হয়। ঝোলা গুড় তুলে নিয়ে, রসে জ্বাল দিয়ে আরও মোটা করা হয়। তারপর গরম গুড় ঘষে ঘষে মাটির বড়ো কাপে তৈরী হয় পাটালি গুড়। ঝোলা গুড়ের কেজি প্রতি দাম আড়াইশো টাকা। প্রতি কেজি পাটালির দাম একশো কুড়ি টাকা। সমস্ত মিষ্টির দোকান পাটালি নিয়ে যায়। জানা গেল, খেজুর কাছ প্রত্যেকদিন কাটলে গুড়ে মান বজায় থাকে না। তাই সপ্তাহে তিনদিন মাত্র রস বের করা হয়। তিনদিন গাছকে বিশ্রাম দেওয়া হয়। তিনদিন বিশ্রামের পর প্রথম দিনের জিরেন রস থেকে তৈরি গুড়কে বলে 'জিরেন গুড়'। এই জিরেন গুড় মোয়া তৈরির জন্য সবচেয়ে ভালো। দ্বিতীয় দিনের রসকে বলে 'দো-কাট' আর তৃতীয় দিনের রস হল 'তে-কাট'। গুড়ের গন্ধ অটুট রাখতে আকাশে মেঘ করলে বা কুয়াশা হলে রাতেই গুড় তৈরি করেন অনেক শিউলি। সুগন্ধি-পাতলা নলেন গুড়। তৈরির ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য নাম দক্ষিণ বারাসাতের দক্ষিণ কালিকাপুরের শিউলি পরিবারের কৃত্তিবাস সর্দারের নাম। তাঁকে নিয়ে ছড়ায় শিউলিদের কথা আজও লোকমুখে -- কৃত্তিবাসের নলেন গুড় / জয়নগরের মোয়া, দক্ষিণ বারাসাতের মিষ্টি আম/ খাজা কাঁঠালের কোয়া। সাগরের চাবড়া চিংড়ি/ সুন্দরবনের মউ। এনে যদি দিতে পার / বাসবে ভালো বউ।।

ব্যতিক্রমী সরস্বতী পুজো বাঁকুড়ার রতনপুর গ্রামে

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাঁকুড়া, ২১ জানুয়ারি ঃ রাজ্যের এক ব্যতিক্রমী সরস্বতী পুজোর সাক্ষী হয়ে ওঠে বাঁকুড়ার ওন্দা ব্লকের রতনপুর গ্রাম। এখানে টানা ন'দিন ধরে দেবী সরস্বতীর আরাধনা চলে, যা রাজ্যের অন্য কোনও জায়গায় দেখা যায় না। বসন্ত পঞ্চমী থেকেই শুরু হয় এই বিশেষ উৎসব। গ্রামজুড়ে ছড়িয়ে পড়ে আনন্দ ও উৎসবের আবহ। এই গ্রামে দেবী সরস্বতী একা আসেন না। দীর্ঘদিন থাকার জন্য তাঁর সঙ্গে থাকেন লক্ষ্মী, গণেশ, কার্তিক ও ভগবতী- সবাই একসঙ্গেই পূজিত হন। প্রাচীন রীতি মেনেই যুগ যুগ ধরে চলে আসছে এই পুজো। পুজোর আরেকটি ব্যতিক্রমী দিক হল ভোগ নিবেদন। এখানে প্রথমে মহাপ্রভুকে ভোগ দেওয়া হয়, তারপর সেই ভোগই দেবী ও অন্যান্য দেবদেবীর কাছে অর্পণ করা হয়। এই ভোগে থাকে পাকা কাঁঠাল, যা এই সময়ে খুবই বিরল। পাকা কাঁঠাল নিয়ে গ্রামবাসীরা গ্রাম পরিক্রমায় অংশ নেন-এই রীতিও বহু প্রাচীন। রতনপুর গ্রামে দুর্গাপুজোর জন্য আলাদা করে মূর্তি তৈরি হয় না। গ্রামবাসীদের বিশ্বাস, গ্রামের মাঠেই অধিষ্ঠিতা দেবী অম্বিকা। তাই বছরের প্রধান উৎসব হিসেবে সরস্বতী পুজোকেই ঘিরে আবেগ, আনন্দ ও উৎসবের উন্মাদনা। গ্রামের দাসপাড়া ও বিশ্বাসপাড়ায়. পৃথকভাবে টানা ন'দিন ধরে পুজো চলে। অঞ্জলি, ভোগ গ্রহণ ও ঠাকুর দর্শনে সংলগ্ন গ্রামগুলির বাসিন্দারাও শামিল হন। পুজো উপলক্ষ্যে গ্রামে মেলার আয়োজন হয় এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি চলে বহুদিন ধরেই। কর্মসূত্রে বাইরে থাকা গ্রামবাসীরাও প্রতি বছর এই সময় ছুটি নিয়ে বাড়ি ফেরেন, প্রিয় উৎসবে অংশ নিতে। প্রাচীন ঐতিহ্য আর লোকাচারের মেলবন্ধনে রতনপুর গ্রামের এই সরস্বতী পুজো আজ রাজ্যের এক অনন্য সাংস্কৃতিক পরিচয়।

নাবালকসহ ৩২ জন গ্রেপ্তার, খড়গপুরে ট্রেনে পাথর নিক্ষেপ কমাতে কঠোর ব্যবস্থা

নিজস্ব প্রতিনিধি, খড়গপুর, ২১ জানুয়ারি ঃ খড়গপুর ডিভিশনের চলন্ত ট্রেনে পাথর নিক্ষেপের ঘটনায় রেল কর্তৃপক্ষ কঠোর ব্যবস্থা নিয়েছে। প্রযুক্তির সাহায্য ও সচেতনতা কর্মসূচির মাধ্যমে এই ধরনের ঘটনা বর্তমানে কম, এমনটাই জানাচ্ছেন আরপিএফ কর্মকর্তারা। গত এক বছরে খড়গপুর ডিভিশনের বিভিন্ন শাখায় এই ধরনের ঘটনা প্রায় নিয়মিত ঘটেছে। এতে যাত্রীদের সরাসরি ক্ষতি না হলেও ট্রেনের ক্ষতি হয়েছে। আরপিএফ সূত্রে জানা গেছে, অনেক পাথর নিক্ষেপকারী নাবালক ও কিশোর। যাদের ধরা হলেও আদালতে তাদের অভিভাবকদের পেশ করা হয়। আর আদালতে সেইসব অভিভাবকদের মুচলেকা নিয়ে ছাড়া হয়েছে। যেখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ভবিষ্যতে এই ধরনের ঘটনা আর ঘটাবে না তাঁদের সন্তানরা। যদি ঘটায় তাহলে তারজন্য অভিভাবকরা নিজেরা দায়ী থাকবেন। আরপিএফের খড়গপুর ডিভিশনের সিনিয়র সিকিউরিটি কমিশনার প্রকাশ কুমার পান্ডা বললেন, বাচ্চারা সাধারণভাবে না বুঝে খেলার ছলে এই ধরনের ঘটনা ঘটায়। কিন্তু পরে ঘটনার তদন্ত করে আমরা তাদের চিহ্নিত করতে পারি। তাদের তো ধরা হয়ই। তার সঙ্গে অভিভাবকদের আদালতে হাজির করিয়ে এই ধরনের ঘটনা ভবিষ্যতে আর সন্তানরা ঘটাবে না এইরকম একটি মুচলেকা লিখিয়ে মুক্তি দেওয়া হয়। যে এলাকায় চলন্ত ট্রেনে পাথর নিক্ষেপের ঘটনা ঘটে, সেখানে রেলের কর্মীরা গ্রামে গিয়ে চিহ্নিত নিক্ষেপকারীদের বাড়িতে পৌঁছে 'অপারেশন জন জাগুরকতা' কর্মসূচির মাধ্যমে সচেতন করেন। পাশাপাশি, আরপিএফের খড়গপুর ডিভিশন এখন সৌর-নির্ভর বা সোলার ক্যামেরা স্থাপন শুরু করেছে, যাতে এই ধরনের ঘটনা দ্রুত চিহ্নিত করা যায়। গত দু'মাসে গোটা খড়গপুর ডিভিশনের বিভিন্ন শাখায় এখনও পর্যন্ত ১০টি সোলার ক্যামেরা লাগিয়েছে আরপিএফের খড়গপুর ডিভিশন। মূলত যেসব এলাকায় এই পাথর নিক্ষেপের ঘটনা ঘটেছে, সেইসব এলাকাতে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সোলার ক্যামেরা বসানো হয়েছে। এতে সাফল্য পাওয়া গেলে ভবিষ্যতে আরও এই ধরনের সোলার ক্যামেরা বসানো হবে। আরপিএফের খড়গপুর ডিভিশনের সিনিয়র সিকিউরিটি কমিশনার প্রকাশ কুমার পান্ডা বলেন, আপাতত আমরা ১০টি সোলার ক্যামেরা লাগিয়েছি। তাতে সাফল্য অনেকটাই পাওয়া গিয়েছে। এইসব এলাকায় এখন চলন্ত ট্রেনে পাথর নিক্ষেপের ঘটনা কার্যত বন্ধ হয়ে গিয়েছে। আমরা এখন এই পদক্ষেপের সাফল্যের দিকে তাকিয়ে রয়েছি। সাফল্য আরও পেলে ভবিষ্যতে আরও কিছু এলাকায় এই ক্যামেরা লাগানো হবে।

দুর্গাপুরে দুঃসাহসিক ডাকাতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, দুর্গাপুর, ২১ জানুয়ারি ঃ দুর্গাপুর মুচিপাড়া বাজারে মঙ্গলবার রাতে একদল দুষ্কৃতী নিরাপত্তারক্ষীকে মারধর করে দুই দোকানে ডাকাতি চালায়। বুধবার ঘটনার অভিযোগে জানা গেছে, দুষ্কৃতীরা রায় মার্কেটের দুটি স্টেশনারি পাইকারি দোকানের শাটার কেটে লুটপাট চালায়। দোকানের মালিক শ্যাম বর্ণওয়াল ও পাপ্পু বর্ণওয়ালের হিসাব অনুযায়ী, কয়েক লক্ষ টাকার ক্ষতি হয়েছে। নিরাপত্তারক্ষী গুরুতর জখম অবস্থায় দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। দুষ্কৃতীরা প্রমাণ লোপাট করতে সিসিটিভি ক্যামেরা ভেঙে দিয়েছে বলে অভিযোগ। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জানাইতেছি যে আমি শ্রীমতী দুর্গা ঝাঁ স্বামী- শ্রী বিনোদ ঝাঁ। সাং- দেবীরপাড়া পোঃ- চামরাইল থানা- লিলুয়া জেলা- হাওড়া, আমি লিলুয়া থানার অধীন জগদীশপুর মৌজায় অন্তর্গত হাল- ৫৪৫১, ৫৪৫২ নং খতিয়ানে হাল-৪৬৩১ নং দাগে ০১ কাঠা ০৮ ছটাক ০০ বর্গফুট পরিমান জমি ১। সুশান্ত প্রধান ২। শ্রীমতি সম্পিতা প্রধান এদের পক্ষে নিযুক্তীয় আমমোক্তার আনন্দ মণ্ডল পিতা ও রেণুপদ মন্ডল হইতে খরিদ করিয়া নাম খারিজ এর জন্য আবেদন করিয়াছি উক্ত Power নং -I- I0063/2023 তারিখ - ২৬।০৯।২০২৩ A.D.S.R হাওড়া উক্ত পাওয়ার নামা সম্বন্ধে কারো কোন অভিযোগ থাকলে ৩০ দিনের মধ্যে বালি B.L & L.R.O অফিসে যোগাযোগ করুন অন্যথায় আইনানুগ কার্য্য হইবে।

কাটিহার ডিভিশনে বৈদ্যুতিক সাধারণ কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : ইএল/২৯/আরটি২-২৭_২০২৫/কে/১৩৫৪; তারিখ: ০৮-০১-২০২৬; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; **টেন্ডার নং ঃ আরটি-২৭_২০২৫। কাজের নাম ঃ** বাণিজ্যিক কাজের সাথে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক সাধারণ কাজ "কাটিহার ডিভিশনের ১৮টি প্রস্তাবিত স্থানে এটিভিএম স্থাপনের জন্য সিভিল, বৈদ্যুতিক এবং ল্যান সংযোগের কাজ"। (স্টেশন:-কাটিহার, নিউ জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি জং., বারসোই জং., পূর্ণিয়া জং., জোগবানি, কিষাণগঞ্জ, সামসি, রায়গঞ্জ, ফোর্বসগঞ্জ জং., আরারিয়া কোর্ট, কালিয়াগঞ্জ, ডালখোলা, বালুরঘাট, আলুয়াবাড়ি রোড, জলপাইগুড়ি, বুনিয়াদপুর এবং গঙ্গারামপুর)। **টেন্ডার মূল্য:** ৩৩,৬১,০০২/-টাকা; **বায়না মূল্য ঃ** ৬৭,২০০/- টাকা; টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ ও সময় ০২-০২-২০২৬ তারিখে ১৫:০০ টা এবং খোলার সময় ১৫:৩০ টা। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ০২-০২-২০২৬ তারিখে ১৫:০০ টা পর্যন্ত **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনিয়র ডিইই (জি এন্ড সিএইচজি.), কাটিহার

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

OFFICE OF THE BLOCK DEV. OFFICER
Joypur Dev. Block, Joypur, Purulia

NOTICE INVITING TENDER NO: NIT-12/APAS/BDO/JDB/2025-26 And ENIT-30/APAS/BDO/JDB/2025-26

Off line & On-Line Tenders are invited by the undersigned from eligible bonafide contractors having requisite credentials and other valid documents for **NIT 12/APAS/BDO/JDB/2025-26 up to 11.30 AM of 05/02/2026 and for e NIT-30/APAS/BDO/JDB/2025-26 up to 1.00 p.m.** of **28/01/2026** under APAS 2025-26 funds.
For details intending participants may contact to the office of the undersigned in any working day before the last date of dropping of tender documents.

Sd/-Block Development officer
Joypur Development Block

OFFICE OF THE JHALDA-II PANCHAYAT SAMITY
At-Kotshila, PO-Jiudaru, PS-Kotshila, Dist.- Purulia, 723213.

Memo. No. 43/EO/JLD-II Dated: 21/01/2026

Notice

Executive Officer, Jhalda-II Panchayat Samity invites E-tender as follows: NIT No.-8(e)/EO/JLD-II/2025-26 (2nd Call) dt.21.01.2026, for 06 nos. scheme **(Tender ID 2026_ZPHD_5009148_1 TO 2026_ZPHD_5009148_2)** within the jurisdiction of Jhalda-II Panchayat Samity. Last Date of tender submission is **30.01.2026 up to 4-00 pm** respectively. Details may be obtained from website: **https://tenders.wb.gov.in.**

Sd/-Executive Officer
Jhalda-II Panchayat Samity

OFFICE OF THE
Purandarpur Gram Panchayat
(Under Kandi Panchayet)
P.O.- Purandarpur, Dist.– Murshidabad. (W.B.)
Email- pgp.prodhan@gmail.com
e-Tender No.:-MSD/KAN/PGP/08/2025-2026, Memo No: 21/En/P.G.P Date 19/01/2026

e-N.I.T 08/2025-26 is invited through **on-line** by the Prodhan, Purandarpur GP, Purandarpur, Kandi, Murshidabad for **2(Two)** no work under Purandarpur Gram Panchayat from **21/01/2026** to **31/01/2026**. **N.B. Details may be obtained from http://etender.wb.nic.in & from this office during office hours.**

Sd/- Prodhan
Purandarpur Gram Panchayat

JAMTORA GRAM PANCHAYAT
SALCHURA:: MANTUMRA :: CHHATNA :: BANKURA

Please visit at **www.wbtenders.gov.in** for date extension in **eTender Notice No. 8/JAM/2025-26 dated 24/12/2025 (SL-4) & 9/JAM/2025-26 dated 26/12/2025 (SL-1)** last date of submission **27/01/2026 upto 2.00 P.M.**

Sd/-Pradhan
Jamtora Gram Panchayat
Chhatna: Bankura

BAJAJ FINANCE বাজাজ ফাইন্যান্স লিমিটেড

নিবন্ধিত কার্যালয়ঃ সি /ও বাজাজ অটো লিমিটেড কমপ্লেক্স, মুম্বাই - পুনে রোড, আকুর্ডি, পুনে ৪১১৩৫, মহারাষ্ট্র, ভারত
শাখা কার্যালয়ঃ অফিস- ১২০১, ১২ তলা, ইনফিনিটি বেঞ্চমার্ক, প্লট জি-১, ইপি ও জিপি, সেক্টর ৫, সল্টলেক, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০৯১

দখল সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

(সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলস, ২০০২-এর বিধি ৮(১)-এর সাথে পঠিত পরিশিষ্ট IV অনুযায়ী)

যেহেতু, আমি, নিম্নস্বাক্ষরকারী, বাজাজ ফাইন্যান্স লিমিটেড (BFL)-এর অনুমোদিত কর্মকর্তা হিসেবে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর বিধান অনুসারে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর বিধি ৩-এর সাথে পঠিত ধারা ১৩(১২) অনুযায়ী প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতা / সহ-ঋণগ্রহীতাদের কাছে রেজিস্টার্ড ডাকযোগে একটি দাবি নোটিশ (''নোটিশ'') জারি করেছি, যেখানে উক্ত আইনের ধারা ১৩(২) অনুযায়ী উল্লিখিত পরিমাণ অর্থ নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করার জন্য বলা হয়েছে।
নিম্নোক্ত নামধারী ঋণগ্রহীতা/ বন্ধকদাতা/ জামিনদারগণ উক্ত অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা/ বন্ধকদাতা/ জামিনদার এবং সর্বসাধারণকে জানানো হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর বিধি ৮-এর সাথে পঠিত উক্ত আইনের ধারা ১৩(৪) অনুযায়ী আমার উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত বর্ণিত সম্পত্তির শারীরিক দখল গ্রহণ করেছি। বিশেষ করে ঋণগ্রহীতাদের এবং সর্বসাধারণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তারা যেন উক্ত সম্পত্তি নিয়ে কোনো প্রকার লেনদেন না করেন এবং এই সম্পত্তি নিয়ে যেকোনো লেনদেন বাজাজ ফাইন্যান্স লিমিটেড-এর পাওনা নিম্নোক্ত উল্লিখিত পরিমাণ অর্থ এবং তার উপর চুক্তিবদ্ধ হারে সুদসহ চার্জের অধীন হবে। ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে যে, সুরক্ষিত সম্পদ খালাস করার জন্য উপলব্ধ সময় সম্পর্কে উক্ত আইনের ধারা ১৩-এর উপধারা (৮)-এর বিধানগুলো বিবেচনা করুন।

ঋণ হিসাব নম্বর / ঋণগ্রহীতা/ বন্ধকদাতা/ জামিনদারদের নাম	বন্ধক রাখা স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ	ধারা ১৩(২) অনুযায়ী নোটিশের তারিখ, ধারা ১৩(২) অনুযায়ী নোটিশের পরিমাণ এবং দখলের তারিখ।
এলএএনঃ 4100HL33888636 এবং 4100HL33888743 মনোজ কুমার ডাগা (ঋণগ্রহীতা) ঠিকানাঃ ৭৬ /৪, বাঙ্গুর অ্যাভিনিউ ব্লক-বি, (প্রাঙ্গণ নং-১ থেকে ৯০), পার্ট-২, দক্ষিণ দমদম, লেক টাউন, উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০৫৫। সচিয়া ক্রিয়েশন (সহ-ঋণগ্রহীতা) (এর স্বত্বাধিকারী/ অনুমোদিত স্বাক্ষরকারী/ ব্যবস্থাপনা পরিচালকের মাধ্যমে) ঠিকানাঃ কালসারা, কদম্বগাছি, বারাসাত, উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৫ রোনাক ডাগা (সহ-ঋণগ্রহীতা) ঠিকানাঃ ৭৬ / ৪, বাঙ্গুর অ্যাভিনিউ ব্লক-বি, (প্রাঙ্গণ নং-১ থেকে ৯০), পার্ট-২, দক্ষিণ দমদম, লেক টাউন, উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০৫৫	নিম্নলিখিতভাবে বর্ণিত সমস্ত অ-কৃষি সম্পত্তিঃ জে. জে. নং ৩২ / ২০ (পূর্বে ১৭)-এর অন্তর্গত দাগ নং ১৩০৬, খতিয়ান নং ৮৮৩, তৌজি নং ২২৮ এবং ২২৯-এর অধীনে শ্যামনগর মৌজায় অবস্থিত ২ কাঠা, ১৫ ছটাক এবং ১০ বর্গফুট পরিমাপের একটি জমি, যার উপর নির্মিত ফ্ল্যাট নং ৪, যা দ্বিতীয় তলায় উত্তরমুখী এবং মোজাইক মেঝেযুক্ত, যার সুপার বিল্ট আপ এলাকা ৭৪০ বর্গফুট। এটি লেকটাউন (পূর্বে দমদম) থানার অধীনে উত্তর ২৪ পরগনা জেলায় অবস্থিত এবং বর্তমানে মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং নং ১৩৭৩, বাঙ্গুর অ্যাভিনিউ নামে পরিচিত, যা ৭৬/ ৪, বাঙ্গুর অ্যাভিনিউ, ব্লক-বি নামেও পরিচিত। এটি দক্ষিণ দমদম পৌরসভার ২৯ নং ওয়ার্ডের এখতিয়ারভুক্ত এবং বিধাননগর সল্ট লেক সিটিতে অবস্থিত অতিরিক্ত জেলা সাব-রেজিস্ট্রেশন অফিসের অধীনে নিবন্ধিত (পূর্বে কসিপুর দমদমের সাব-রেজিস্ট্রির অধীনে ছিল)। **সীমানাঃ** পূর্ব- ৭৬ / ৫, বাঙ্গুর অ্যাভিনিউ, ব্লক-বি দ্বারা, পশ্চিম- ৭৬ / ৩, বাঙ্গুর অ্যাভিনিউ, ব্লক-বি দ্বারা, উত্তর- অন্যের সম্পত্তি দ্বারা, দক্ষিণ- ১২ ফুট চওড়া পৌর রাস্তা দ্বারা।	২৮।০৫।২০২৪ ১১।০৫।২৪ তারিখ অনুযায়ী ৩০,০৩,৮৮৫/- টাকা (ত্রিশ লক্ষ তিন হাজার আটশ পঁচাশি টাকা মাত্র) **দখল হস্তান্তরের তারিখ** ২০।০১।২০২৬

তারিখ ঃ ২০।০১।২০২৬
স্থানঃ কলকাতা

স্বা।- অথোরাইজড অফিসার,
বাজাজ ফাইন্যান্স লিমিটেড

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (Civil) / Br.-IX, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works :

(1) NIT No. : KMC/IX/073/065/2025-2026/APAS
Name of work : **Renovation of communit toilets at 71, 76, 63/3, Harish Chatterjee Street and its surrounding area in Ward No. 073 (APAS/01/159/221/0001)**; Estimate Amount : **₹ 2,99,962.64 (Incl. GST & CESS)**; Earnest Money : **₹ 6,000.00**; Period of completion : **60 Days**.

(2) NIT No. : KMC/IX/073/066/2025-2026/APAS
Name of work : **Improvement of drainage system at 76, Harish Chatterjee Street and its surrounding premises in Ward No. 73 (APAS/01/159/221/0002)**; Estimate Amount : **₹ 1,99,485.93 (Incl. GST & CESS)**; Earnest Money : **₹ 4,000.00**.

(3) NIT No. : KMC/IX/073/067/2025-2026/APAS
Name of work : **Improvement of passage at 71, Harish Chatterjee Street and its surrounding area in Ward No. 073 (APAS/01/159/221/0003)**; Estimate Amount : **₹ 2,98,825.36 (Incl. GST & CESS)**; Earnest Money : **₹ 6,000.00**; Period of completion : **45 Days (For Sl. No. 2 & 3)**.

(4) NIT No. : KMC/IX/073/077/2025-2026/APAS
Name of work : **Development of passage by laying of paver block at 128/19, 125/20, 128/25 Hazra Road and its surrounding area in Ward No. 073 (APAS/01/159/225/0002)**; Estimate Amount : **₹ 3,99,558.83 (Incl. GST & CESS)**; Earnest Money : **₹ 8,000.00**; Period of completion : **30 Days**; Last date and time of submission of bid : **28.01.2026 - 12 Noon (For Sl. No. 1 to 4)**; Tender will be opened on : **30.01.2026 - 12 Noon (For Sl. No. 1 to 4)**; The bid forms and other details are available on and from **19.01.2026 - 5 pm (For Sl. No. 1 to 4)**; The website **https://etender.wb.gov.in (For Sl. No. 1 to 4)**.

(5) NIT No. : KMC/IX/071/2025-2026/APAS/137/09 (1st Call)
Name of work : **Improvement of road surface by cement concrete from 23 Kundu Lane to Kundu Lane More in Ward No. 071 (APAS/01/159/137/0009)**; Estimate Amount : **₹ 3,97,801.43 (Incl. GST & CESS)**; Earnest Money : **₹ 8,000.00**.

(6) NIT No. : KMC/IX/071/2025-2026/APAS/134/02 (2nd Call)
Name of work : **Improvement of drainage system at 30A Debendra Ghosh Road and surrounding areas in Ward No. 071 (APAS/01/159/134/0002) (2nd Call)**; Estimate Amount : **₹ 1,99,506.69 (Incl. GST & CESS)**; Earnest Money : **₹ 4,000.00**.

(7) NIT No. : KMC/IX/071/2025-2026/APAS/135/01 (2nd Call)
Name of work : **Improvement of footpath and passage near 15/1 Dhirendra Nath Ghosh Road in Ward No. 071 (APAS/01/159/135/0001) (2nd Call)**; Estimate Amount : **₹ 2,98,016.66 (Incl. GST & CESS)**; Earnest Money : **₹ 6,000.00**.

(8) NIT No. : KMC/IX/071/2025-2026/APAS/145/02 (2nd Call)
Name of work : **Improvement of road by cement concrete 20 Dhirendra Nath Ghosh Road to Venus Club Gali in Ward No. 071 (APAS/01/159/145/0002)**; Estimate Amount : **₹ 4,98,651.49 (Incl. GST & CESS)**; Earnest Money : **₹ 10,000.00**.

(9) NIT No. : KMC/IX/071/079/2025-2026/R
Name of work : **Restoration of road surface and IPS passage at 22A School Row, 13 Chandra Nath Chatterjee Street, 14A Kundu Lane & surrounding roads disturbed by CESC and Water Supply in Ward No. 71**; Estimate Amount : **₹ 3,98,641.75 (Incl. GST & CESS)**; Earnest Money : **₹ 8,000.00**; Period of completion : **60 Days (For Sl. No. 5 to 9)**; Last date and time of submission of bid : **29.01.2026 - 12 Noon (For Sl. No. 5 to 9)**; Tender will be opened on : **31.01.2026 - 12 Noon (For Sl. No. 5 to 9)**; The bid forms and other details are available on and from **20.01.2026 (5 pm) (For Sl. No. 5 to 9)**; The website **https://tenders.wb.gov.in (For Sl. No. 5 to 8), https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 9)**.

The **Executive Engineer (Civil) / Br.-IV, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following work :
NIT No. : KMC/EE(C)/IV/038/BUSTEE-4/2025-2026/R
Name of work : **Supplying, Fitting and Fixing M.H. Cover/G.P. Cover / C.P. Cover / Inspection pit cover at 147/H/26 K.C. Sen St., 15/H/7 Badur Bagan Lane and others Uttaran area in Ward No. 38**; Estimated Cost : **₹ 2,37,125.78 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : **₹ 5,000.00**; Period of completion : **180 Days**; Last date and time of submission of bid : **28.01.2026 - 11 am**; The tender will be opened on : **30.01.2026 - 11 am**; The bid forms and other details are available on and from **20.01.2026 (5 pm)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **Executive Engineer (Civil) / Br.-III, KMC** invites online percentage rate e-tenders under two bid system for following works :

(1) NIT No. : KMC/EE-III/014/APAS/71/25-26 (1st Call)
Name of work : **Development of passage at 41/D/2, B.B. Ghosh Sarani in Ward No. 14**; Estimated Cost : **₹ 2,99,229.00**; Earnest Money : **₹ 6,000.00**.

(2) NIT No. : KMC/EE-III/014/APAS/83/25-26 (1st Call)
Name of work : **Development of passage at 23/1, Canal East Road and its surrounding area in Ward No. 14 under Br.-III**; Estimated Cost : **₹ 1,99,606.00**; Earnest Money : **₹ 4,000.00**.

(3) NIT No. : KMC/EE-III/014/APAS/75/25-26 (1st Call)
Name of work : **Development of passage at 226A/H/10, Bagmari Road in Ward No. 14**; Estimated Cost : **₹ 1,99,808.00**; Earnest Money : **₹ 4,000.00**.

(4) NIT No. : KMC/EE-III/014/APAS/42/25-26 (1st Call)
Name of work : **Renovation of latrine at 21/1/H/13, C.E. Road and its surrounding area in Ward No. 14**; Estimated Cost : **₹ 2,99,402.00**; Earnest Money : **₹ 6,000.00**.

(5) NIT No. : KMC/EE-III/014/APAS/82/25-26 (1st Call)
Name of work : **Development of footpath 25/H/3, Canal East Road and its surrounding areas in Ward No. 14 under Br.-III**; Estimated Cost : **₹ 2,99,194.00**; Earnest Money : **₹ 6,000.00**.

(6) NIT No. : KMC/EE-III/014/APAS/68/25-26 (1st Call)
Name of work : **Improvement of passage at 36C/H/12, B.B. Ghosh Sarani and its surrounding areas in Ward No. 14**; Estimated Cost : **₹ 2,99,313.00**; Earnest Money : **₹ 6,000.00**.

(7) NIT No. : KMC/EE-III/014/APAS/61/25-26 (1st Call)
Name of work : **Improvement of sanitary latrines at 1, Satin Sen Sarani in Ward No. 14 under Br.-III**; Estimated Cost : **₹ 2,99,844.00**; Earnest Money : **₹ 6,000.00**.

(8) NIT No. : KMC/EE-III/014/APAS/43/25-26 (1st Call)
Name of work : **Improvement of tap water platform at 21/H/21, C.E. Road and its surrounding area in Ward No. 14**; Estimated Cost : **₹ 1,99,523.00**; Earnest Money : **₹ 4,000.00**; Period of completion : **30 Days (For Sl. No. 1 to 8)**.

(9) NIT No. : KMC/EE-III/014/APAS/92/25-26 (1st Call)
Name of work : **Improvement of footpath at 33/6, M.P. Road in Ward No. 14**; Estimated Cost : **₹ 2,99,926.00**; Earnest Money : **₹ 6,000.00**.

(10) NIT No. : KMC/EE-III/014/APAS/78/25-26 (1st Call)
Name of work : **Improvement of sanitary latrine at 32/1, B.B. Ghosh Sarani and its surrounding area in Ward No. 14, Br.-III**; Estimated Cost : **₹ 3,99,389.00**; Earnest Money : **₹ 8,000.00**.

(11) NIT No. : KMC/EE-III/014/APAS/89/25-26 (1st Call)
Name of work : **Development of passage at 40/3, B.B. Ghosh Sarani and its surrounding areas in Ward No. 14**; Estimated Cost : **₹ 4,99,695.00**; Earnest Money : **₹ 10,000.00**; Period of completion : **40 Days (For Sl. No. 9 to 11)**; Last date and time of submission of bid : **31.01.2026 upto 12 Noon (For Sl. No. 1 to 11)**; Date and time of opening of tender : **02.02.2026 on or after 12 Noon (For Sl. No. 1 to 11)**; The bid forms and other details shall be available on and from **20.01.2026 (5 pm) (For Sl. No. 1 to 11)**; The website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 11)**.

(12) NIT No. : EE-III/29/APAS-21/25-26
Name of work : **Improvement of sewer at 49, 49A etc. N.N. Road in Ward No. 29**; Estimated Cost : **₹ 2,93,293.00 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : **₹ 6,000.00**; Period of completion : **30 Days;** Last date and time of submission of bid : **29.01.2026 at 12 Noon**; Date and time of opening of bid : **31.01.2026 after 12 Noon**; The bid forms and other details will be available on and from **21.01.2026 at 5 pm** from the website **https://wbtenders.gov.in**

The **Executive Engineer (Civil) / Br.-V, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following works :

(1) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-V/041/PS209/2025-2026/APAS1/2nd Call
Name of work : **Renovation of Primary School (PS209) at 12 Bal Mukund Makkar Road in Ward No. 041, KMC under Br.-V**; Estimated Cost : **₹ 1,16,526.16 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : **₹ 2,400.00**; Period of completion : **30 Days**.

(2) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-V/041/29/2025-2026
Name of work : **Restoration of concrete passage with ancillary work at 145B C.R. Avenue in Ward No. 041**; Estimated Cost : **₹ 3,47,420.31 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : **₹ 7,000.00**; Period of completion : **28 Days**.

(3) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-V/044/032/2025-2026/UTTARAN/2nd Call
Name of work : **Repairing of different Uttaran areas latrines at 28/1 Giri Babu Ln., 12 Phears Ln., 1, 2 Srinath Babu Ln. etc. in Ward No. 44**; Estimated Cost : **₹ 4,96,880.07 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : **₹ 10,000.00**; Period of completion : **60 Days**; Last date and time of submission of bid : **03.02.2026 - 11 am (For Sl. No. 1 to 3)**; Date and time of opening of tender : **05.02.2026 - 11 am (For Sl. No. 1 to 3)**; The bid forms and other details are available on and from **21.01.2026 (5 pm) (For Sl. No. 1 & 2), 24.01.2026 (5 pm) (For Sl. No. 3)**;The website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 3)**.

The **Executive Engineer (Civil) / Br.-XI, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following work :
NIT No. : XI/114/051/25-26/R (2nd Call)
Name of work : **Renovation of catch pits at Sreepally, Khasmohol and surrounding places in Ward No. 114**; Estimated Cost : **₹ 2,78,057.00**; Earnest Money : **₹ 6,000.00**; Period of completion : **45 Days**; Starting date and time of submission of bid (Online) **: 24.01.2026 at 5 pm**; Last date and time of submission of bid (Online) : **31.01.2026 at 12 Noon**; Tender will be opened on : **02.02.2026 at 12 Noon**; The website **https://etender.wb.nic.in**

The **Director General (Civil) / Br.-XI, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following work :
(2) NIT No. : APAS/114/152/122/05/042/25-26
Name of work : **Renovation of R.D. along with R.D. side beautification U.G. facilities and some ancillary work at Nutan Polly and surround area in Ward No. 114, Br.-XI**; Estimated Cost : **₹ 4,86,249.00 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : **₹ 10,000.00**; Time of completion : **60 Days**; Last date and time of submission of bid : **31.01.2026 - 12 Noon**; Date and time of opening of bid : **02.02.2026 - 12 Noon**; The bid forms and other details are available on and from **24.01.2026 (From 5 pm)** from the website **https://etender.nic.in**
2032/25-26

Quotation Notice

Quotation are invited for Local Market Rate under MGNREGA fund in N.I.Q. No. 01/2025-26 Documents and other details is available in this office notice board. The last date of submission for all the quotation are **up to 2.00 PM on dated 27/01/2026** respectively.
Further, contact with the office of the undersigned for any quarries in the office hours.

Sd/-
Block Development Officer
Hariharpara, Murshidabad

SRIRAMPUR GRAM PANCHAYAT
SRIRAMPUR, PURBA BARDHAMAN

1. Tender notice No:- **Tender Reference No.-31/SGP/15Th.CFC/TIED/2025-26 Dt:16.10.2026.** Last Date of Bid Submission as on **26/01/25 upto 5 PM**.

Sd/- Prodhan
Srirampur Gram Panchayat

শনিবার ফের প্রস্তুতি ম্যাচে নামছে সবুজ-মেরুন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২১ জানুয়ারিঃ সপ্তাহ কয়েক আগেই ঘোষণা হয়েছে ইন্ডিয়ান সুপার লিগের দিনক্ষণ। সেই অনুযায়ী ১৪ই ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হতে চলেছে ইন্ডিয়ান সুপার লিগ। সেইমতো নিজেদের প্রস্তুতি শুরু করেছে একাধিক ফুটবল ক্লাব। তবে এক্ষেত্রে বাকিদের তুলনায় প্রথম থেকেই সকলের নজর কাড়ছে মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট। বড়দিন ও বর্ষবরণের ছুটি কাটানোর পর নতুন বছরের তৃতীয় দিন থেকেই অনুশীলন শুরু করেছে ময়দানের এই প্রধান। যেখানে প্রথম থেকেই ফুরফুরে মেজাজে দেখা গিয়েছিল দলের সকল ফুটবলারদের। এক কথায় যা ইতিবাচক সকলের কাছেই। পরবর্তীতে সার্জিও লোবেরার তত্ত্বাবধানে নিজেদের পুরনো ছন্দ ফিরে পেতে শুরু করে মেরিনার্সরা। সেক্ষেত্রে অনুশীলনের পাশাপাশি প্রস্তুতি ম্যাচের দিকে ও যথেষ্ট গুরুত্ব দেন কোচ। গত কয়েকদিন আগে সেইমতো নিজেদের রিজার্ভ দলের সঙ্গে একটি প্রস্তুতি ম্যাচে নেমেছিল লোবেরার ছেলেরা। সম্পূর্ণ সময়ের শেষে বড় ব্যবধানে সেই ম্যাচে জয় ছিনিয়ে নিয়েছিল কামিন্সরা। এমনকি প্রস্তুতি ম্যাচে জোড়া গোল পেয়েছিলেন দিমিত্রি পেত্রাতোস। যেটা নিঃসন্দেহে মন জয় করেছিল সকলের। আসন্ন আইএসএলের আগে এমন পারফরম্যান্স নিঃসন্দেহে বাড়তি আত্মবিশ্বাস জোগাবে সকলকে। তবে সেখানেই শেষ নয়। দিনকয়েক আগেই বিধাননগর মিউনিসিপ্যাল গ্রাউন্ডে দ্বিতীয় ম্যাচে নেমেছিল দল। যেখানে তাঁদের প্রতিপক্ষ হিসেবে ছিল বিধাননগর মিউনিসিপ্যাল স্পোর্টস অ্যাকাডেমি। সম্পূর্ণ সময়ের শেষে প্রায় সাত গোলের ব্যবধানে সেই ম্যাচে জয় ছিনিয়ে নিয়েছিল মেরিনার্সরা। বলাবাহুল্য, অনুশীলন ম্যাচ গুলিতে এবার নিয়মিত গোল পাচ্ছেন দিমি পেত্রাতোস। বলতে গেলে নিজের পুরনো ছন্দ বজায় রাখাই এখন অন্যতম লক্ষ্য এই অজি ফুটবলারের। তাছাড়াও খুব একটা পিছিয়ে নেই দলের অন্যান্য ফুটবলাররা। এসবের মাঝেই এবার ফের অনুশীলন ম্যাচে নামছে সার্জিও লোবেরার ছেলেরা। হ্যাঁ ঠিকই শুনেছেন, আগামী ২৪শে জানুয়ারি অর্থাৎ শনিবার ফের প্রাকটিস ম্যাচ খেলতে নামছে বাগান ব্রিগেড। যেখানে এবার তাঁদের প্রতিপক্ষ হিসেবে রয়েছে ইয়ং ইউনাইটেড এফসি। উল্লেখ্য, এবারে আয়োজিত ভদ্রেশ্বর গোল্ড কাপে ও অংশ নিয়েছিল এই দল। এবার মোহনবাগানের মত দেশের অন্যতম শক্তিশালী দলের বিপক্ষে খেলতে নামছে ইয়ং ইউনাইটেডের ফুটবলাররা।

কোন মাঠে খেলবে আইপিএল?

আরসিবি-রাজস্থানকে ডেডলাইন দিল বিসিসিআই

মুম্বই, ২১ জানুয়ারিঃ আইপিএল শুরু হতে এখনও সময় আছে। তার আগে বোর্ড অফ কন্ট্রোল ফর ক্রিকেট ইন ইন্ডিয়া স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে-২৭ জানুয়ারির মধ্যে রাজস্থান রয়্যালস ও রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুকে নিজেদের হোম ভেন্যু চূড়ান্ত জানাতে হবে। আর এই নির্দেশিকার পরেই ঘনিয়েছে জটিলতা। আরসিবি চায়, আগের মতোই বেঙ্গালুরুর এম চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামকে ঘরের মাঠ রাখতে। কিন্তু সমস্যা তৈরি করেছে কর্নাটক সরকারের নতুন শর্তাবলি। সূত্রের খবর, স্টেডিয়ামের ভিতরের ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি বাইরের রাস্তা, ভিড় নিয়ন্ত্রণ, নিরাপত্তা ব্যবস্থার দায়ও ফ্র্যাঞ্চাইজির ঘাড়ে চাপাতে চায় রাজ্য প্রশাসন। এর মধ্যে রয়েছে-ডিজে ব্যবহারে কড়াকড়ি, আশপাশের এলাকায় আলাদা ফায়ার ব্রিগেড ইউনিট বসানো ও অতিরিক্ত সিভিক ও প্রশাসনিক দায়ভার। আরসিবির অন্দরের মত, এগুলো ফ্র্যাঞ্চাইজির কাজের আওতার বাইরে। তাই কর্নাটক স্টেট ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন ও রাজ্য সরকারের সঙ্গে দফায় দফায় আলোচনা চালানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে তারা। শেষ পর্যন্ত কী দাঁড়াবে, জানাতে হবে আইপিএল গভর্নিং কাউন্সিলকে। উল্লেখ্য, চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামের ওপর নজরদারি আরও বেড়েছে গত বছরের জুন

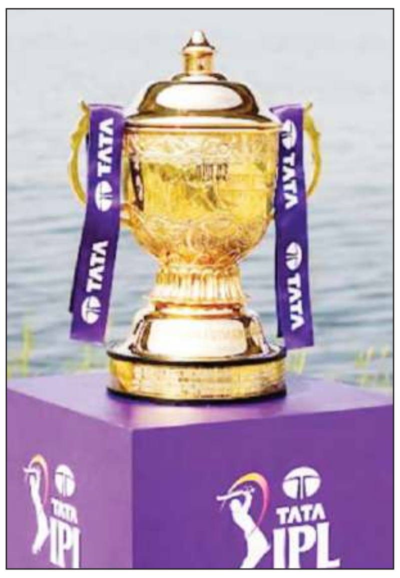

মাসের ভয়াবহ পদপিষ্ট-বিপর্যয়ের পর। আরসিবির প্রথম আইপিএল জয়ের উদযাপন চলাকালীন ভয়াবহ দুর্ঘটনায় ১১ জনের মৃত্যু হয়, প্রায় ৫০ জন আহত হন। ঘটনা গড়ায় আদালত পর্যন্ত। বিচারপতি জন মাইকেল ডি'কুনহার নেতৃত্বে গঠিত কমিশনের রিপোর্টে স্পষ্ট বলা হয়-এই স্টেডিয়াম বড় জমায়েতের জন্য নিরাপদ নয়। সেই রিপোর্ট সামনে আসার পর চিন্নাস্বামীতে কোনও বড় ম্যাচ হয়নি। যদিও কর্নাটক ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন দাবি করেছে, সরকার নির্ধারিত শর্ত মেনে তারা একটি বিস্তারিত সেফটি ও সিকিউরিটি রোডম্যাপ জমা দিয়েছে এবং তা কার্যকরও করা হবে। অন্যদিকে রাজস্থান রয়্যালসের সমস্যার জায়গা আলাদা। রাজস্থান ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের প্রশাসনিক জটের কারণে জয়পুরের সওয়াই মানসিংহ স্টেডিয়াম ঘিরে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে আরসিএ-তে নির্বাচন না হওয়ায় প্রশাসনিক অচলাবস্থা। তার প্রভাব পড়ছে সরাসরি আইপিএল আয়োজনের উপর। সূত্র বলছে, এই পরিস্থিতি না কাটলে জয়পুর থেকে আইপিএল ম্যাচ সরে যেতে পারে। সব মিলিয়ে, আইপিএল ২০২৬ শুরুর আগেই আরসিবি ও রাজস্থান-দুই ফ্র্যাঞ্চাইজিই বড় চাপে। একদিকে নিরাপত্তা ও প্রশাসনিক শর্ত, অন্যদিকে সংস্থাগত জটিলতা। ২৭ জানুয়ারির মধ্যে সিদ্ধান্ত না জানালে বিকল্প ভেন্যু বেছে নেওয়ার পথেও হাঁটতে হতে পারে। আইপিএলের আগে তাই মাঠের লড়াইয়ের চেয়েও বড় লড়াই এখন বোর্ডরুমে।

বাংলাদেশের ম্যাচ আয়োজনে রাজি পাকিস্তান বোর্ড!

সংবাদ সংস্থা, ইসলামাবাদ, ২১ জানুয়ারিঃ টি-২০ বিশ্বকাপকে ঘিরে নতুন জটিলতায় আন্তর্জাতিক ক্রিকেট। বাংলাদেশের ভারতে খেলতে অস্বীকার করার অবস্থানকে সমর্থন জানিয়ে এবার সরাসরি ময়দানে নামল পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড। আইসিসিকে পাঠানো এক বার্তায় পিসিবি স্পষ্ট জানিয়েছে-বাংলাদেশের নিরাপত্তা-সংক্রান্ত উদ্বেগ 'যৌক্তিক'। প্রয়োজনে তারা নিজেরাই বাংলাদেশের সব ম্যাচ আয়োজন করতে প্রস্তুত। এই প্রস্তাব ঘিরে বিশ্বকাপের সূচি, ভেন্যু এবং হাইব্রিড মডেল-সবই ফের আলোচনার কেন্দ্রে। চলতি সূচি অনুযায়ী টি-২০ বিশ্বকাপে বাংলাদেশের চারটি গ্রুপ ম্যাচই ভারতে হওয়ার কথা। প্রথম তিনটি খেলা কলকাতায়, চতুর্থটি মুম্বইয়ে। কিন্তু বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড এবং বাংলাদেশের সরকার স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে-নিরাপত্তাজনিত কারণে তারা ভারতে দল পাঠাতে অপারগ। এই অবস্থানের প্রেক্ষিতে আইসিসির সঙ্গে একাধিক দফা আলোচনা হয়েছে। গত সপ্তাহে ঢাকায় বৈঠক হলেও কোনও সমাধানসূত্র বেরোয়নি। আইসিসি চাইছে নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী টুর্নামেন্ট হোক, আর বিসিবি নিজের অবস্থানেই অন।। আর এই টানাপড়েনের মধ্যেই পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড সরাসরি আইসিসিকে ইমেল করে বাংলাদেশের দাবিকে সমর্থন জানিয়েছে। পিসিবি সূত্রে খবর, আইসিসিকে পাঠানো বার্তায় তারা জানিয়েছে-বাংলাদেশের ম্যাচ শ্রীলঙ্কায় সরানো সম্ভব না হলে, পাকিস্তান নিজেই সেই ম্যাচগুলো আয়োজন করতে রাজি। এক পিসিবি কর্তার কথায়, ''বাংলাদেশ বোর্ডের দাবি যুক্তিসঙ্গত। নিরাপত্তা নিয়ে যদি তাদের উদ্বেগ থাকে, তাকে সম্মান করা উচিত। প্রয়োজনে পাকিস্তান সব ম্যাচ আয়োজন করবে।'' উল্লেখযোগ্যভাবে, পাকিস্তান নিজেরাও এই বিশ্বকাপে হাইব্রিড মডেলে খেলছে। বিসিসিআই ও আইসিসির সঙ্গে চুক্তি অনুযায়ী, পাকিস্তান দলের সব ম্যাচই হবে শ্রীলঙ্কায়। এই হাইব্রিড ব্যবস্থা ২০২৭ সাল পর্যন্ত কার্যকর থাকবে। পিসিবি যদিও প্রকাশ্যে কোনও বিবৃতি দেয়নি, বোর্ড সূত্রের দাবি-বাংলাদেশ সরকার সরাসরি পাকিস্তানের সঙ্গে যোগাযোগ করে আইসিসিতে সমর্থন চেয়েছে।

ম্যানচেস্টার সিটিকে বিধ্বস্ত করল বোদো/গ্লিম্‌ট

সংবাদ সংস্থা, বোদো, ২১ জানুয়ারিঃ প্রতিপক্ষের মাঠে মঙ্গলবার রাতে তিন গোল হজমের পর, ঘুরে দাঁড়ানোর আভাস দিয়েছিল পেপ গুয়ার্দিওলার দল। কিন্তু অধিনায়ক রদ্রিকে হারিয়ে, শেষ আধা ঘণ্টায় তেমন কিছুই করতে পারল না তারা। চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ম্যাচে হেরে গেল ৩-১ গোলে। শক্তি-সামর্থ্যের তুলনা টানলে দুই দলের মাঝে ফারাকটা পাহাড়সম। সেখানে ম্যাচের আগে এমন ফল ছিল কল্পনাতীত। শেষ পর্যন্ত সেটাই বাস্তব হয়ে ধরা দিল দুই দলের বিপরীতমুখী পারফরম্যান্সে বোদো/গ্লিম্‌ট খেলল তাদের সেরা ফুটবল আর সিটি নিজেদের হারিয়ে খুঁজল। একমাত্র পজেশন রাখায় আধিপত্য করা ছাড়া মাঠের কোনো অংশেই দ্যুতি ছড়াতে পারেনি প্রাক্তন ইউরোপ চ্যাম্পিয়নরা। ম্যাচে সিটির জালে আরও দুবার বল পাঠায় বোদো/গ্লিম্‌ট, অফসাইডে সেগুলো কাটা পড়ে। ৩৫ শতাংশেরও কম সময় বল দখলে রেখে গোলের জন্য আটটি শট নিয়ে পাঁচটি লক্ষ্যে রাখতে পারে বোদো/গ্লিম্‌ট। আর সিটি ১৬ শট নিয়েও মাত্র পাঁচটি লক্ষ্যে রাখতে পারে। সাত ম্যাচে চার জয় ও এক ড্রয়ে সিটির পয়েন্ট ১৩। প্রথম জয় পাওয়ার পর বোদো/গ্লিম্‌টের পয়েন্ট হলো ৬। আগের ছয় রাউন্ডে কোনো জয় না পাওয়া বোদো/গ্লিম্‌ট ম্যাচ শুরু হতেই আক্রমণ শাণায়। তখন উল্লেখযোগ্য কিছু হয়নি তবে শক্তিশালী প্রতিপক্ষকে স্তব্ধ করে দিতে খুব বেশি সময়ও নেয়নি তারা। ষষ্ঠ মিনিটে অবশ্য এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ পায় সিটি। কিন্তু দারুণ

পজিশনে ফাঁকায় বল পেয়েও লক্ষ্যভ্রষ্ট হেড করেন মাক্স আলিন। কিছুক্ষণ পর তার এই হতাশা বেড়ে হয় কয়েক গুণ। ম্যাচের শুরু থেকেই রক্ষণে বেশ এলোমেলো দেখাচ্ছিল সিটিকে। দুই মিনিটের মধ্যে তাদের দুই গোল হজমের ধরণে সেটা আরও স্পষ্ট হয়। দুটি গোলের ক্ষেত্রেই দায় আছে সেন্টার-ব্যাক আলিনের। ২২তম মিনিটে ২০ বছর বয়সী এই ইংলিশ ফুটবলার বল হারানোর পরই এগিয়ে যায় আয়োজকরা। ডি-বক্সে ডান দিক থেকে দূরের পোস্টে ক্রস বাড়ান ওলে দিদ্রিক, আর সেখানে লাফিয়ে হেডে গোলরক্ষক দোন্নারুম্মার দুই পায়ের ফাঁক দিয়ে বল জালে পাঠান কাসপের হো। ওই ধাক্কা সামলে ওঠার আগেই ফের গোল খেয়ে বসে সিটি এবং এবারও দায় আলিনের। নিজেদের সীমানায় তার দুর্বলতায় বল ধরে দ্রুত আক্রমণে ওঠে বোদো/গ্লিম্‌ট। এবারও সহায়তার ভূমিকায় দিদ্রিক, তার পাস ডি-বক্সে ফাঁকায় পেয়ে ঠাণ্ডা মাথায় একটু বাঁকানো শটে দোন্নারুম্মাকে পরাস্ত করেন কাসপের হো। ৩৯তম মিনিটে হ্যাটট্রিক হতে পারতো হোর, কিন্তু ডি-বক্সে থেকে তার শট লক্ষ্যে ছিল না। বিরতির আগে ব্যবধান কমানোর দারুণ একটি সুযোগ পান আর্লিং হলান্ড। কিন্তু কাছ থেকেও শট লক্ষ্যে রাখতে পারেননি তারকা ফরোয়ার্ড। দ্বিতীয়ার্ধের চতুর্থ মিনিটে আবার প্রতি-আক্রমণে সিটির রক্ষণে ভীতি ছড়ায় বোদো/গ্লিম্‌ট। এবার অবশ্য দুরূহ কোণ থেকে হাকোনের শট পা দিয়ে আটকে দেন দোন্নারুম্মা। দর্শনীয় এক গোলে ৫৮তম মিনিটে ব্যবধান আরও বাড়ায় নরওয়ের দলটি। সতীর্থের পাস ধরে দুই জনের মাঝ দিয়ে দ্রুত এগিয়ে বক্সের বাইরে থেকে দারুণ শটে ঠিকানা খুঁজে নেন নরওয়ের ফরোয়ার্ড ইয়েন্স হগা। তিন গোল হজমে দিশেহারা সিটি ৬০তম মিনিটে ব্যবধান একটু কমাতে পারে। ডি-বক্সের বাইরে থেকে জোরাল শটে গোল করেন হায়ান শেহকি। একটু পরেই অবশ্য অনেক বড় আঘাত পায় দলটি। পরপর দুই মিনিটে দুই হলুদ কার্ড দেখে মাঠ ছাড়েন মিডফিল্ডার রদ্রি। অধিনায়ককে হারিয়ে দলটির মাঝমাঠও খেই হারিয়ে ফেলে। গত শনিবার ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের মাঠে ২-০ গোলে হেরে প্রিমিয়ার লিগের শিরোপা লড়াইয়ে অনেকটা পিছিয়ে পড়ে সিটি। সেই হতাশা সামলে ইউরোপ সেরার মঞ্চে আপনরূপে ফিরবে কী, উল্টো আরও বিব্রতকর অভিজ্ঞতা হলো দলটির।

পিএসজিকে হারিয়ে চমক স্পোর্টিংয়ের

সংবাদ সংস্থা, লিসবন, ২১ জানুয়ারিঃ চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ম্যাচে বুধবার ঘরের মাঠে ২-১ গোলে জিতেছে পর্তুগালের চ্যাম্পিয়নরা। ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নদের একবার সমতায় ফিরিয়েছিলেন খাভিচা কাভারাৎস্খেলিয়া। ম্যাচে ৭৪ শতাংশের বেশি সময় বল দখলে রেখে গোলের জন্য ২৮ শট নিয়ে ছয়টি লক্ষ্যে রাখতে পারে লুইস এনরিকের দল। এর মধ্যে কেবল একটি জড়ায় জালে। অন্যদিকে ১০ শটের চারটি লক্ষ্যে রাখে স্পোর্টিং। ৭৪তম মিনিটে 'ডেডলক' ভাঙেন সুয়ারেজ। কর্নারের পর ডি-বক্স থেকে জাল খুঁজে নেন ২৮ বছর বয়সী ফরোয়ার্ড। পাঁচ মিনিট পর ফরাসি চ্যাম্পিয়নদের সমতায় ফেরান কাভারাৎস্খেলিয়া। এই গোলেরও উৎস কর্নার। ৯০তম মিনিটে ফের স্পোর্টিংকে এগিয়ে নেন সুয়ারেজ। এবার ডি-বক্স থেকে হেডে ঠিকানা খুঁজে নেন গত জুলাইয়ে দলে যোগ দেওয়া ফরোয়ার্ড। ব্যবধান ধরে রেখে বাকি সময় কাটিয়ে দেয় আয়োজকরা। আসরে দ্বিতীয় হারের তেতো স্বাদ পায় পিএসজি। সাত ম্যাচে চার জয় ও এক ড্রয়ে ১৩ পয়েন্ট নিয়ে পাঁচ নম্বরে আছে পিএসজি। সমান পয়েন্ট নিয়ে ছয়ে উঠে এসেছে স্পোর্টিং।

ইন্টারের মাঠে জয় আর্সেনালের

মিলান, ২১ জানুয়ারিঃ চ্যাম্পিয়ন্স লিগে মঙ্গলবার ইন্টারের মাঠে ৩-১ গোলে জিতেছে মিকেল আর্তেতার দল। আসরে এটি সাত ম্যাচে তাদের সপ্তম জয়, ইন্টারের তৃতীয় হার। আর্সেনালের তৃতীয় গোলটি করেন ভিক্তর ইয়োকেরেশ। প্রথম মিনিটে দুটি শট প্রতিহত হয় আর্সেনালের। চতুর্থ মিনিটে লক্ষ্যে প্রথম শট রাখতে পারে দলটি। ডি-বক্স থেকে ইন্টার গোললক্ষক ইয়ান সমেরকে পরাস্ত করতে পারেননি বুকায়ো সাকা। দশম মিনিটে গোল পেয়ে যায় আর্সেনাল। ইউরিয়েন টিম্বার ঠিকঠাক শট নিতে পারেননি, তবে বলের গতি পথে থাকা জেসুস দিক পাল্টে অনায়াসে খুঁজে নেন জাল। আট মিনিট পর চমৎকার গোলে সমতা ফেরায় ইন্টার। লাউতারো মার্তিনেসের বাড়ানো বলে মাহকুশ টুহামের শট প্রতিহত হওয়ার পর, একই পরিনতি হয় নিকোলো বারেল্লার শটেরও। ফিরতি বলে ডি-বক্সের বাইরে থেকে কাছের পোস্ট দিয়ে গতিময় শটে জাল খুঁজে নেন পেতার সুসিচ। ২৭তম মিনিটে দলকে এগিয়ে নেওয়ার ভালো সুযোগ হাতছাড়া করেন টুহাম। কাছ থেকেও শট লক্ষ্যে রাখতে পারেননি ফরাসি ফরোয়ার্ড। চার মিনিট পর জেসুসের আরেকটি গোলে ফের এগিয়ে যায় আর্সেনাল। বুকায়ো সাকার কর্নারে দূরের পোস্টে লিয়ান্দ্রো ত্রোসারের হেড ক্রসবার ছুঁয়ে ফিরলে হেডেই ঠিকানা খুঁজে নেন ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড। ৪৩তম মিনিটে ফেদেরিকো দিমার্কোর গতিময় শট ঠেকিয়ে ব্যবধান ধরে রাখেন আর্সেনাল গোলররক্ষক দাভিদ রায়া। ফিরতি শটও চমৎকার

রিফ্লেক্সে ব্যর্থ করে দেন তিনি। দ্বিতীয়ার্ধেও প্রথম ভালো সুযোগ পায় আর্সেনাল। ৫১তম মিনিটে এবেরেচি এজের শট ঝাঁপিয়ে ঠেকান ইন্টার গোলরক্ষক সমের। ৬৭তম মিনিটে লুইস এইহিকের কাছ থেকে বল পেয়ে একটুর জন্য শট লক্ষ্যে রাখতে পারেননি ফ্রান্সেসকো পিও এস্পোজিতো। দুই মিনিট পর তার আরেকটি শট লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। ইন্টারের আক্রমণে ঢেউ সামাল দিয়ে ৭৮তম মিনিটে ব্যবধান আরও বাড়ানোর সুযোগ পায় আর্সেনাল। তবে গোলরক্ষক বরাবর শট নিয়ে সুযোগ হাতছাড়া করেন সাকা। ফিরতি বলে সুযোগ নিতে পারেননি সফরকারীদের কেউ। সাত মিনিট পর স্কোরলাইন ৩-১ করে ফেলেন ইয়োকেরেশ। সাকার কাছ থেকে বল পেয়ে গতিময় শটে ঠিকানা খুঁজে নেন তিনি। ঝাঁপিয়ে গ্লাভস ছোঁয়ালেও বলের জালে যাওয়া ঠেকাতে পারেননি সমের। সাত ম্যাচে ২১ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আর্সেনাল। টানা তিন ম্যাচে হারা ইন্টার ১২ পয়েন্ট নিয়ে আপাতত আছে আট নম্বরে।

ভিনিসিউস-এমবাপের নৈপুণ্যে রিয়াল মাদ্রিদের গোল উৎসব

সময়টা একদমই ভালো কাটছিল না, ক্লাব সমর্থকদের কাছ থেকেই শুনতে হচ্ছিল কটাক্ষ-এমন কঠিন সময়ে নিজেকে দারুণভাবে মেলে ধরলেন ভিনিসিউস জুনিয়র। বাঁ দিক দিয়ে মুহুর্মুহু আক্রমণ শাণিয়ে নাড়িয়ে দিলেন প্রতিপক্ষের রক্ষণের ভিত। তিনটি গোলে অবদান রাখার পর, জালে বলও পাঠালেন তিনি। জোড়া গোল করলেন কিলিয়ান এমবাপে। মোনাকোকে গুঁড়িয়ে ছন্দে ফেরার আভাস দিল রিয়াল মাদ্রিদ।

সংবাদ সংস্থা, মাদ্রিদ, ২১ জানুয়ারিঃ সান্তিয়াগো বের্নাবেউয়ে মঙ্গলবার রাতে দাপুটে পারফরম্যান্সে সব সমালোচনা জবাব দিল আলভারো আরবেলোয়ার দল। চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ম্যাচে জিতল ৬-১ গোলে। তাদের বাকি দুই গোলদাতা ফ্রাঙ্কো মাস্তানতুয়োনো ও জুড বেলিংহ্যাম। আসরে আগের তিন রাউন্ডের দুটিতে হেরেছিল রিয়াল, এর মধ্যে সবশেষ ম্যাচে ঘরের মাঠে হেরেছিল ম্যানচেস্টার সিটির বিপক্ষে। দারুণ পারফরম্যান্সেই এখানে জয়ের পথে ফিরল তারা। পয়েন্ট তালিকায়ও বড় লাফ দিল টুর্নামেন্টের রেকর্ড চ্যাম্পিয়নরা। সাত ম্যাচে পাঁচ জয়ে ১৫ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে উঠল তারা। আসরে দ্বিতীয় হারের পর ৯ পয়েন্ট নিয়ে ২০ নম্বরে আছে মোনাকো। গত সপ্তাহে স্প্যানিশ সুপার কাপের ফাইনালে হারের পর, দ্বিতীয় স্তরের দলের বিপক্ষে হেরে রিয়াল ছিটকে পড়ে কোপা দেল'রে থেকে। সবশেষ ম্যাচে গত শনিবার লা লিগায় লেভান্তের বিপক্ষে জিতলেও, সমর্থকদের কটাক্ষ শুনতে হয় ঘরের মাঠে। সমর্থকদের মন জয় করার মিশনে এবার ম্যাচের শুরুটা দুর্দান্ত হয় রিয়ালের। ডান দিক দিয়ে গোছানো আক্রমণে পঞ্চম মিনিটেই দলকে এগিয়ে দেন এমবাপে। ডি-বক্সে ফেদেরিকো ভালভের্দের ছোট পাস পেয়ে প্রথম ছোঁয়ায় গোলটি করেন ফরাসি তারকা। ১৯তম মিনিটে সমতায় ফেরার সুবর্ণ সুযোগ হারায় মোনাকো। ফাঁকায় বল পেয়ে আট গজ দূর থেকে লক্ষ্যভ্রষ্ট শট নেন আনসু ফাতি। দারুণ এক পাল্টা-আক্রমণে ২৬তম মিনিটে ব্যবধান বাড়ান এমবাপে। গোলটির পেছনে অসাধারণ অবদান গত ম্যাচে ঘরের মাঠেই কটাক্ষ শোনা ভিনিসিউস জুনিয়রের। মাঝমাঠ থেকে সতীর্থের থ্রু পাস ধরে ডি-বক্সে ঢুকেই ডানদিকে বাড়ান তিনি, গোলরক্ষক এগিয়ে

এসে পা বাড়ালেও আটকাতে পারেননি, প্রথম ছোঁয়ায় প্লেসিং শটে জালে পাঠান এমবাপে। এবারের চ্যাম্পিয়ন্স লিগে এ নিয়ে ১১ গোল নিয়ে তালিকার শীর্ষে আছেন এমবাপে। এই প্রতিযোগিতায় আগে এক আসরে আট গোলের বেশি করতে পারেননি তিনি। ৩১তম মিনিটে ভাগ্য সহায় হয়নি মোনাকোর ডাচ ডিফেন্ডার জর্ডান টেজের বক্সের বাইরে থেকে নেওয়া বুলেট গতির শট ক্রসবারে বাধা পায়। পাঁচ মিনিট পর ফরাসি মিডফিল্ডার মাহনেজ আক্লিউশের শট ঝাঁপিয়ে ঠেকিয়ে দেন থিবো কোর্তোয়া। দ্বিতীয়ার্ধের ষষ্ঠ মিনিটে দারুণ গোলে ব্যবধান বাড়ান মাস্তানতুয়োনো। বল পায়ে ডি-বক্সে ঢুকলেও শট নিতে পারেননি ভিনিসিউস, একটু ভারসাম্য হারালেও হারাননি বল, বাড়ান ডান দিকে সতীর্থকে। কোনাকুনি শটে দূরের পোস্ট বল লক্ষ্যে পাঠান তরুণ আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ড। তিন মিনিট পর আবার বাঁ দিক দিয়ে আক্রমণে ওঠেন ভিনিসিউস। ডি-বক্সে ঢুকে চেষ্টা করেন আর্দা গিলেরকে খুঁজে নেওয়ার, কিন্তু গিলেরের কাছে বল যাওয়া আটকাতে গিয়ে নিজেদের জালে পাঠিয়ে দেন জার্মান ডিফেন্ডার টিলো কেহরাহ। ম্যাচ জুড়ে দুর্দান্ত খেলা ভিনিসিউস ৬৩তম মিনিটে নাম লেখান স্কোরলাইন। মাঝমাঠের কাছে গিলের প্রতিপক্ষের থেকে বল কেড়ে বাড়ান ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ডকে। বলে ধরে ডি-বক্সে ঢুকে জায়গা বানিয়ে বুলেট গতির শট নেন তিনি, বল ক্রসবারের নিচের দিকে লেগে গোললাইন পেরিয়ে যায়। মুহূর্তের ভুলে ৭২তম মিনিটে গোল হজম করে রিয়াল। বল ক্লিয়ার না করে অহেতুক ডি-বক্সে নিজেদের মধ্যে বল দেওয়া-নেওয়া করছিল তারা। এর মাঝেই কোর্তোয়ার ছোট পাস কী বুঝে না ধরে ছেড়ে দেন দানি সেবাইয়োস, আর বল ধরেই জালে পাঠান টেজে। ৮০তম মিনিটে এমবাপের ব্যর্থ ফ্রি কিকের পরও, ডি-বক্সের একটু বাইরে পজেশন হারিয়ে ফেলে মোনাকো। ভালভের্দে বল ধরেই থ্রু পাস বাড়ান, আর জায়গা বানিয়ে দলের ষষ্ঠ গোলটি করেন এর আগে গোলমুখে সহজ সুযোগ হারানো বেলিংহ্যাম। বাকি সময়েও দারুণ কিছু আক্রমণ করে তারা। সুযোগও আসে। গোল করার দুই মিনিটের মধ্যে বেলিংহ্যাম সুযোগ তৈরি করেন আরেকটি, কিন্তু শট লক্ষ্যে রাখতে পারেননি। আক্রমণ কম করেনি মোনাকোও। বল দখলে দুই দলই সমানে-সমান। আক্রমণেও প্রায় তাই। রিয়াল গোলের জন্য ২৫ শট নিয়ে ছয়টি লক্ষ্যে রাখতে পারে। আর মোনাকোর ২০ শটে ছয়টি লক্ষ্যে থাকে কিন্তু তারা কাজে লাগাতে পারেনি অধিকাংশই। দারুণ সব সেভ করে তাদের সামনে বাধা হয়ে ছিলেন থিবো কোর্তোয়া।

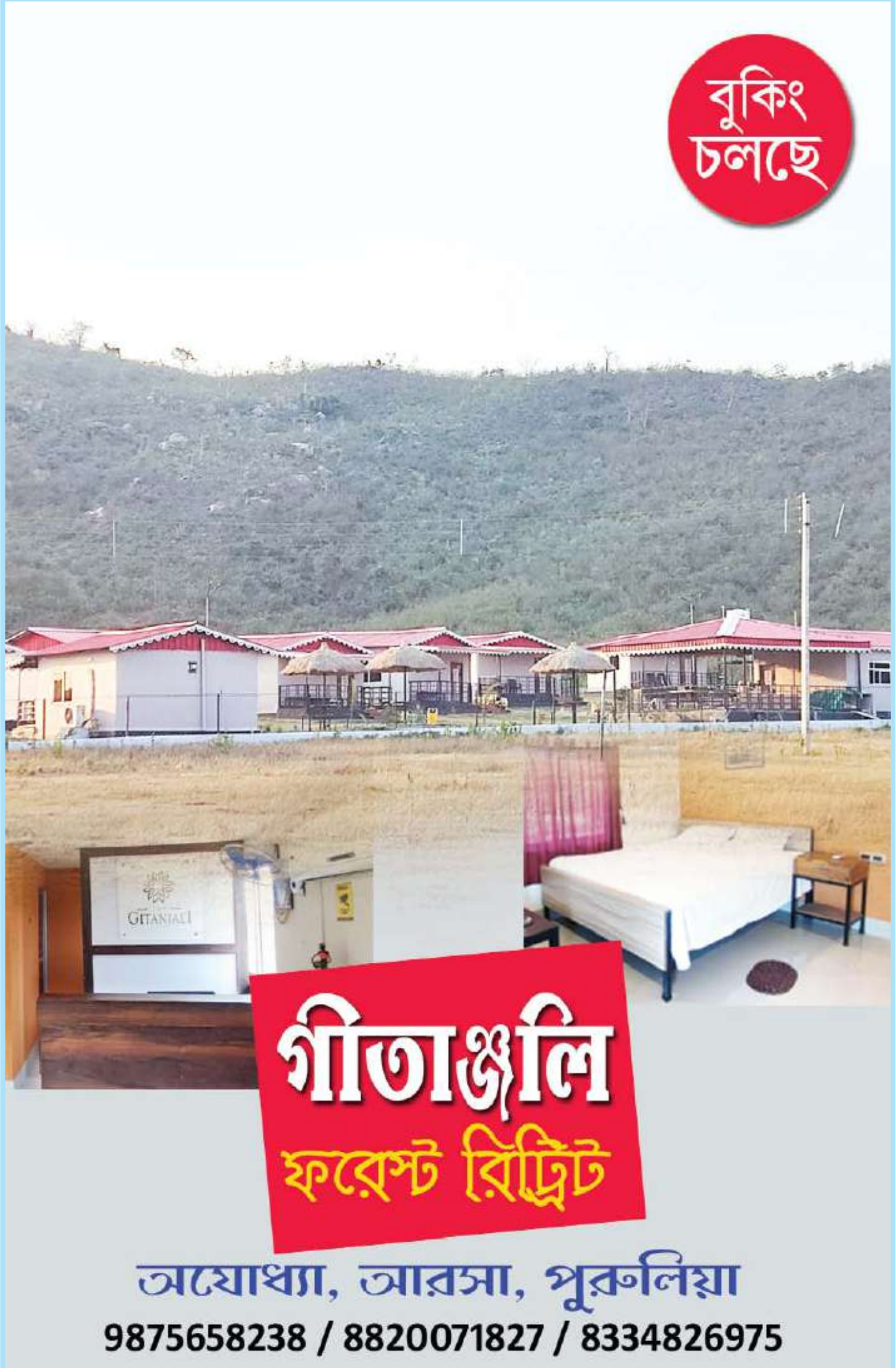

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com